গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের পুনঃ প্রশিক্ষণ, ২০২৫

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা (STARPARD)

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বস্থাপনায় - ব্রাইপার্ড, কল্যাণী
সংস্থা (স্টোরপার্ড)

এবং উদ্বোধনী অধিবেশন

গ্রাম পঞ্চায়েতের
জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের পুনঃ-প্রশিক্ষণ, ২০২৫

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা **(STARPARD)**
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডঃ পি উলাগানাথন, আইএএস
সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সরকারি নীতি, প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলির আওতায় প্রাপ্তব্য সীমিত সম্পদকে জনসাধারণের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে গভীরভাবে বোঝাপড়া – যে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী নেতৃত্বদানের জন্য অপরিহার্য্য। এটি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য-ও একইভাবে প্রযোজ্য। স্বল্পকালীন ও সীমিত প্রশিক্ষণ নেওয়ার মধ্যদিয়েই তাঁদেরকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরের দিন থেকেই এলাকায় উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিষেবা প্রদানে নেমে পড়তে হয়।

পঞ্চায়েতের পদাধিকারী ও সদস্যগণকে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা রাজ্যের এক বিশেষ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ যাতে করে তাঁরা পঞ্চায়েত পরিচালনায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তাই নির্বাচন পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণের পর ধারাবাহিকভাবে পুনঃপ্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা (STARPARD) – প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তিকা সহ অন্যান্য সকল প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং প্রশিক্ষণের পদ্ধতিগত বিভিন্ন দিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে সীমিত বাজেটের মধ্যে দিয়ে।

বিগত বছরের মতো এ বছর-ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে। জেলাস্তরে – ডিস্ট্রিক লেভেল রির্সোস পার্সন। (ডি.এল.আর.পি.) ও ডিস্ট্রিক লেভেল মাস্ট্রার ট্রেনার (ডি.এল.এম.টি.) – যারা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণের দিশারী তাঁদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে এখানে।

বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির স্থানীয়করণের জন্য এবছর থিম ভিত্তিক পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রূপায়ণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ রাখা হয়েছে যেখানে একদিন সামগ্রিকভাবে ৯টি থিম নিয়েই আলোচনা হবে এবং একদিন আলোচনা হবে গ্রাম পঞ্চায়েত যে থিমে সংকল্প নিয়েছে শুধুমাত্র সেই থিম নিয়ে আরো গভীরভাবে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ও পরামর্শ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক স্বশক্তকরণ কর্মসূচি (ISGPP), বি.আর.আম্বেদকর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সংস্থা (BRAIPRD) এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা (STARPARD) – এর যৌথ উদ্যোগে এবং অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তরের সহায়তায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পাঠোপকরণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ এর সকল উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবে প্রত্যাশা করা যায় আরও কার্যকরীভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে।

এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পাঠোপকরণটি প্রশিক্ষণের কাজে তো লাগবেই তা ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। এই পাঠোপকরণকে আরও সমৃদ্ধ ও বাস্তবমুখী করার জন্য আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ কাম্য।

ডঃ পি. উলাগানাথান, আই এ এস
সচিব, পঃ বঃ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

কার্যালয়ঃ ষষ্ঠ তল, যৌথ প্রশাসনিক ভবন, এইচ সি-৭, সেক্টর-৩, বিধাননগর - ৭০০১০৬
দূরাভাষঃ ০৩৩ ২৩৩৫ ৫৫০১ • মোবাইলঃ ৯২৯৭৯২৯২৯৭ • ইমেলঃ secretary.pnrd@gmail.com

গ্রাম পঞ্চায়েতের
জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের পুনঃ-প্রশিক্ষণ, ২০২৫

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	প্রতিষ্ঠান হিসাবে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের গঠন ও কাজ	১ - ১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়প্রণালী, বাজেট ও নিরীক্ষা	১৯ - ৩৩
তৃতীয় অধ্যায়	গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদ সৃষ্টি	৩৪ - ৩৫
চতুর্থ অধ্যায়	• কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের তহবিল (পঞ্চদশ) • রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিল (পঞ্চম)	৩৬ - ৪৩
পঞ্চম অধ্যায়	সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং পঞ্চায়েতের অভিযোগ নিষ্পত্তি	৪৪ - ৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য ও পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি	৫৭ - ৬৯
সপ্তম অধ্যায়	গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান	৭০ - ৭৩
অষ্টম অধ্যায়	জল জীবন মিশন	৭৪ - ৮১
নবম অধ্যায়	গ্রামীণ রাস্তা ও সড়ক নিরাপত্তা	৮২ - ৯১
দশম অধ্যায়	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও কর্মশ্রী প্রকল্প	৯২ - ৯৯
একাদশ অধ্যায়	• সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি • সমব্যথী প্রকল্প	১০০ - ১০৭
দ্বাদশ অধ্যায়	গ্রামীন আবাসন – • প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) ও চা-সুন্দরী এক্সটেনশন স্কিম	১০৮ - ১১০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অধীন বিভিন্ন কর্মসূচি	১১১ - ১১৪
চর্তুদশ অধ্যায়	জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও গ্রামীন দারিদ্র হ্রাস পরিকল্পনা (ভি পি আর পি) • গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামীন দারিদ্র হ্রাস পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্তি	১১৫ - ১৩২
পঞ্চদশ অধ্যায়	নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যান	১৩৩ - ১৪৭
ষষ্ঠদশ অধ্যায়	রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান	১৪৮ - ১৬৭
সপ্তদশ অধ্যায়	বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা ও গ্রাম পঞ্চায়েত	১৬৮ - ১৭৫
অষ্টাদশ অধ্যায়	পরিবেশ ও পরিবেশ সুরক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা	১৭৬ - ১৮১
নবম অধ্যায়	গ্রামীণ এলাকায় জীবিকার উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা	১৮২ - ১৯৮

****

প্রথম অধ্যায়

ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের গঠন ও কাজ

প্রশ্নঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি কিরূপ ?

উত্তরঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ -

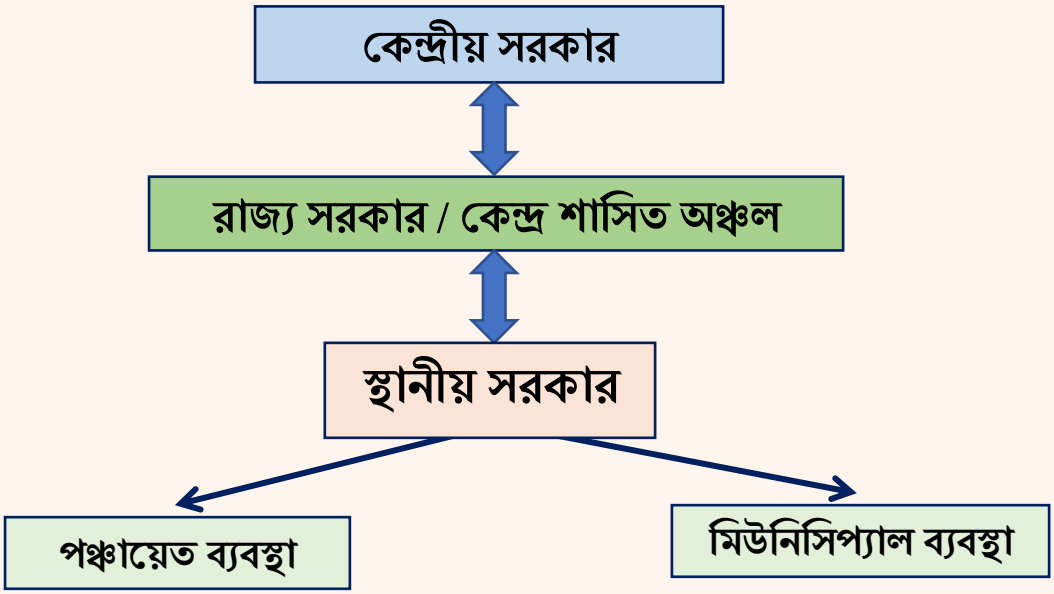

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিম্নরূপ -

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩, দ্বারা পরিচালিত হয়

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩
ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা

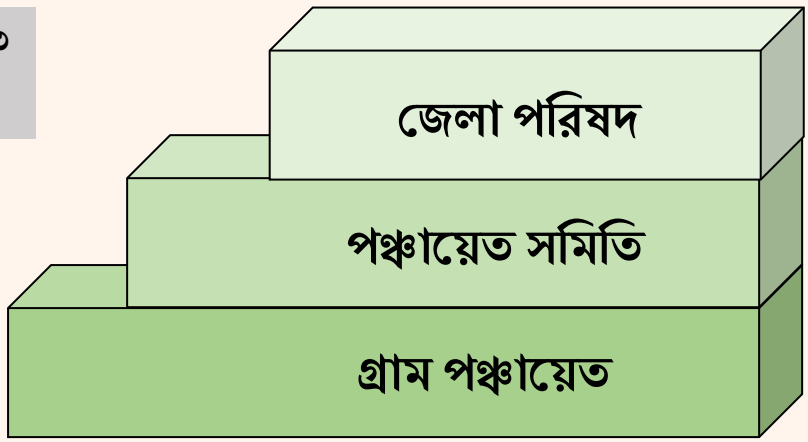

জেলা পরিষদের সংখ্যা - ২২ শিলিগুড়ি মহকূমা পরিষদ সহ

পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা - ৩৪৫

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা - ৩৩৩৯

প্রশ্নঃ একনজরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক গঠন কিরূপ ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত - সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান এবং একজন উপ-প্রধান নির্বাচিত হন। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫টি উপ-সমিতি থাকে। প্রত্যেক উপ-সমিতির একজন আহ্বায়ক থাকেন, যাকে বলা হয় সঞ্চালক। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান পদাধিকারবলে পাঁচটি উপ-সমিতির সদস্য এবং প্রধান পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সঞ্চালক হন। বাকি ৪টি উপ-সমিতির সঞ্চালক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। এছাড়া, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থায়ী এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী থাকেন।

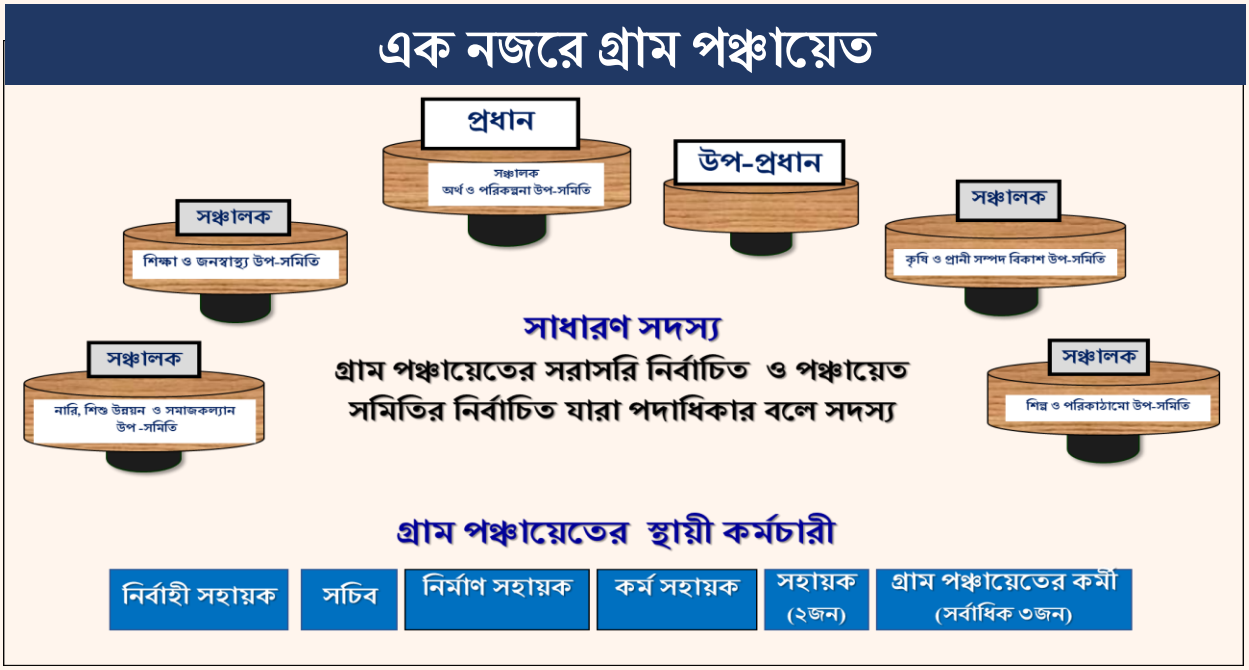

পঞ্চায়েত সমিতি - সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি এবং একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিতে ১০টি স্থায়ী সমিতি থাকে। প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির একজন আহ্বায়ক থাকেন, যাকে বলা হয় কর্মাধ্যক্ষ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদাধিকার বলে দশটি স্থায়ী সমিতির সদস্য এবং সভাপতি পদাধিকার বলে অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হন। বাকি ৯টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন।

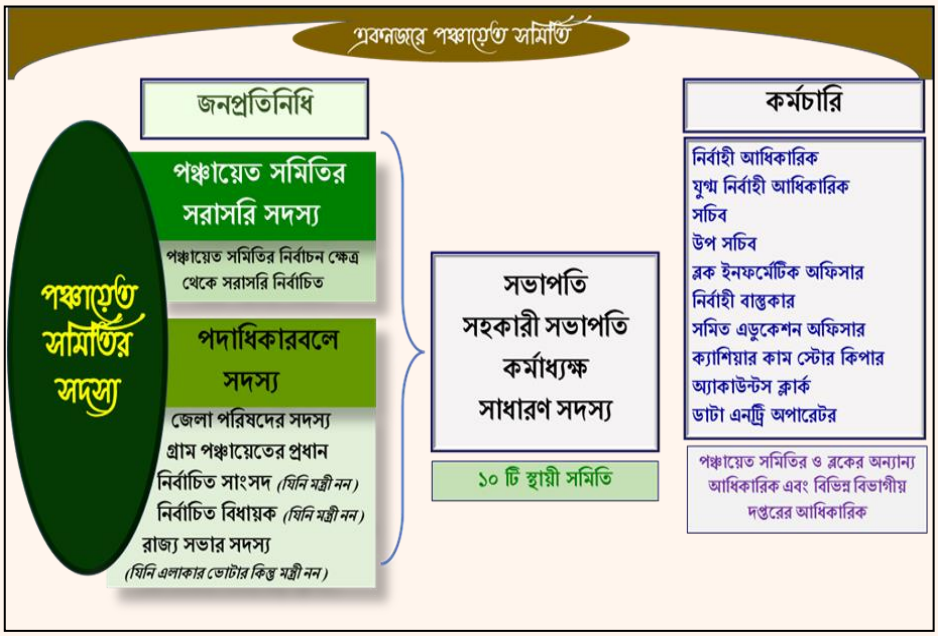

জেলা পরিষদ - সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাধিপতি এবং একজন সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হন। প্রত্যেক জেলা পরিষদে ১০টি স্থায়ী সমিতি থাকে। প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির একজন আহ্বায়ক থাকেন, যাঁকে বলা হয় কর্মাধ্যক্ষ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদাধিকার বলে দশটি স্থায়ী সমিতির সদস্য এবং সভাধিপতি পদাধিকার বলে অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হন। বাকি ৯টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। এছাড়া রাজ্য সরকারের আদেশবলে প্রত্যেক উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারি, বিধিবদ্ধ সংস্থা ও নিগমের নির্দিষ্ট আধিকারিকগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উপ-সমিতির এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্যরূপে নিযুক্ত থাকেন।

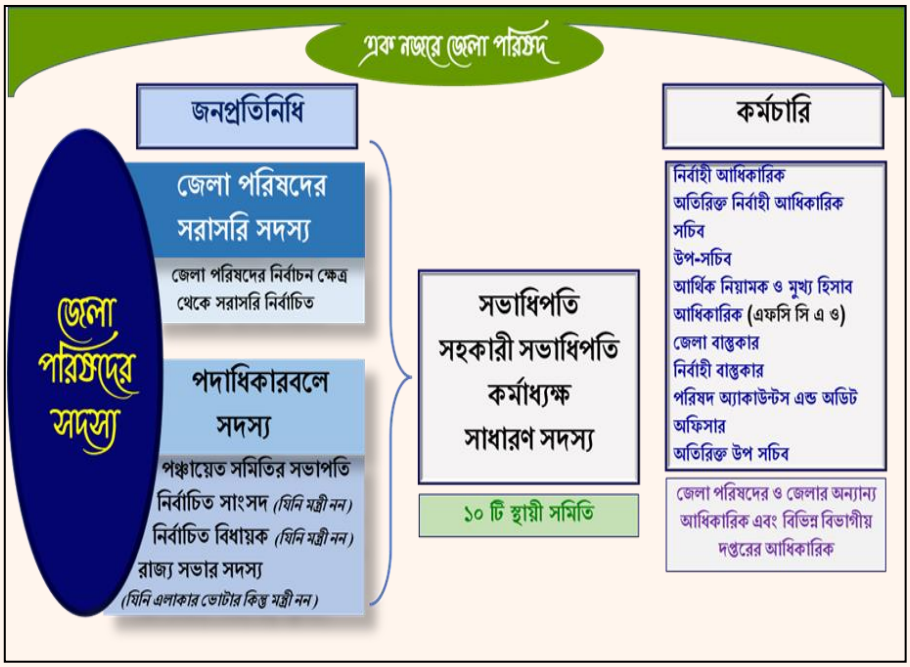

প্রশ্নঃ ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত আর্ন্তসম্পর্ক কেমন ?

উত্তরঃ ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত আর্ন্তসম্পর্ক নিম্নরূপ -

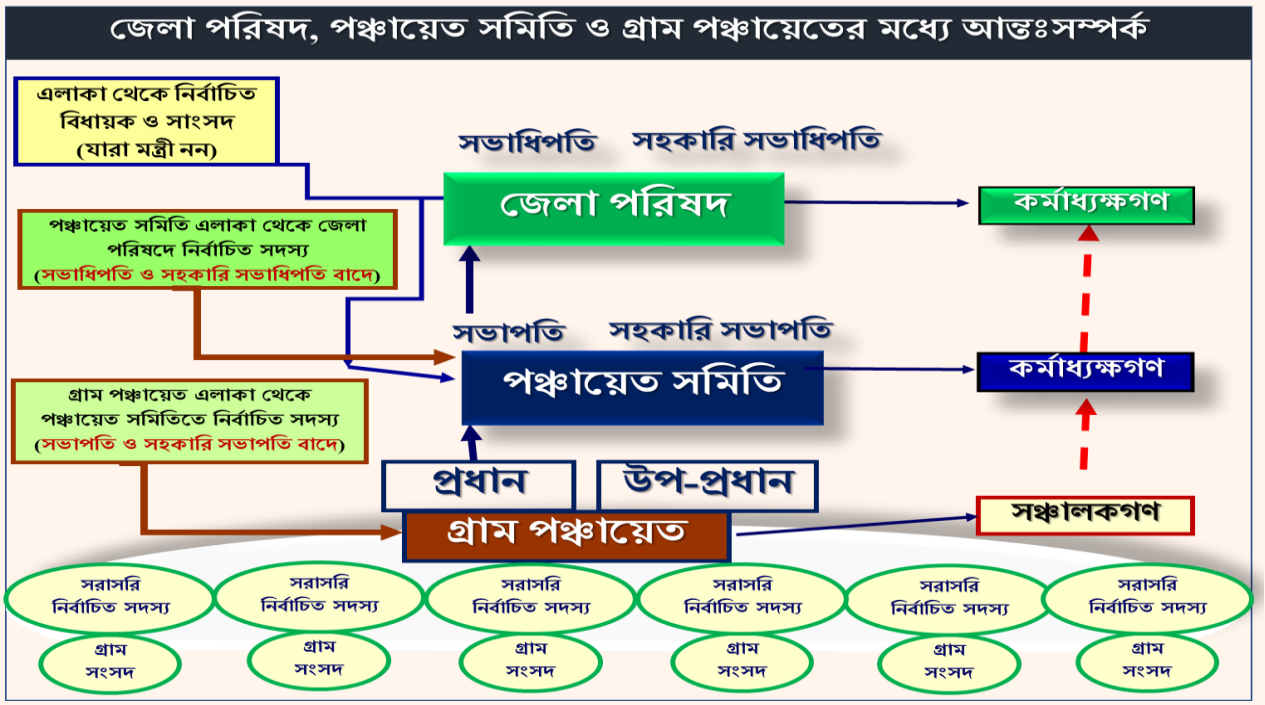

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত সদস্যদের মেয়াদ কত ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের, পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের সদস্যদের মেয়াদ পঞ্চায়েতের প্রথম সভার দিন থেকে ৫ (পাঁচ) বছর। যদি কোনও সদস্য উপ-নির্বাচনের বা পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন, তাঁদের কার্যকাল শপথ নেওয়ার দিন থেকে পঞ্চায়েতের মেয়াদ পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত হতে পারে ?

উত্তরঃ কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা সর্বনিম্ন পাঁচ এবং সর্বোচ্চ তিরিশ হতে পারে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের, পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান কে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের, পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান হলেন -

- ☞ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক এবং মুখ্য প্রশাসনিক কর্তা প্রধান।
- ☞ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কর্তা সভাপতি এবং মুখ্য প্রশাসনিক কর্তা নির্বাহী আধিকারিক।
- ☞ জেলা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তা সভাধিপতি এবং মুখ্য প্রশাসনিক কর্তা নির্বাহী আধিকারিক।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান এবং সদস্য কিভাবে পদত্যাগ করতে পারেন ?

উত্তরঃ প্রধান, উপ-প্রধান এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের (বিহিত কর্তৃপক্ষ) কাছে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগের ইচ্ছা পেশ করতে পারেন। পদত্যাগ পত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যের যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুনানির মাধ্যমে পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ করতে পারেন অথবা বাতিল করতে পারেন।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সদস্য কিভাবে পদত্যাগ করতে পারেন ?

উত্তরঃ সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং সদস্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক (বিহিত কর্তৃপক্ষ)-এর কাছে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগের ইচ্ছা পেশ করতে পারেন। পদত্যাগ পত্রে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর বা সদস্যের যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক শুনানির মাধ্যমে পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ করতে পারেন অথবা বাতিল করতে পারেন।

প্রশ্নঃ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি ও সদস্য কিভাবে পদত্যাগ করতে পারেন ?

উত্তরঃ সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি এবং সদস্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল কমিশনার (বিহিত কর্তৃপক্ষ)-এর কাছে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগের ইচ্ছা পেশ করতে পারেন। পদত্যাগ পত্রে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর বা সদস্যের যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল কমিশনার শুনানির মাধ্যমে পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ করতে পারেন অথবা বাতিল করতে পারেন।

প্রশ্নঃ কী কী কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অপসারিত হতে পারেন ?

উত্তরঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিহিত কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট মহকুমার মহকুমা শাসক) আদেশবলে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন যদি –

- সেই সদস্য তার নির্বাচনের পর ৬ মাসের অধিক সময়সীমার জন্য অসচ্চরিত্রতা বা অন্য কোনও পুলিশগ্রাহ্য অপরাধে কোনও ফৌজদারি আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন।
- তার নির্বাচনের সময় আইনবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হন।
- তিনি আইনানুগ দেয় কর, টোল, ফি বা অন্যান্য কোনও ধার্য অর্থ পরিশোধ না করে থাকেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনা অনুমতিতে তিনি পরপর ৩টি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন।
- নির্বাচনের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ১৯৭ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সমক্ষে শপথ গ্রহণ করে স্বাক্ষর না করেন।
- যদি নির্বাচনের সময় তিনি তফশিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্ত না হয়ে থাকেন এবং মনোনয়নের সময় তার দাখিল করা তফশিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতিহিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া
  শংসাপত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ কী কী কারণে পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের সদস্য অপসারিত হতে পারেন ?

উত্তরঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিহিত কর্তৃপক্ষ আদেশবলে কোনও পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের সদস্যকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন যদি –

- সেই সদস্য তার নির্বাচনের পর ৬ মাসের অধিক সময়সীমার জন্য অসচ্চরিত্রতা বা অন্য কোনও পুলিশগ্রাহ্য অপরাধে কোনও ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন।
- তার নির্বাচনের সময় আইনবলে জেলা পরিষদ / পঞ্চায়েত সমিতি / গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হন।
- তিনি আইনানুগ দেয় কর, টোল, ফি বা অন্যান্য কোনও ধার্য অর্থ পরিশোধ না করে থাকেন।
- জেলা পরিষদের / পঞ্চায়েত সমিতির / গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনা অনুমতিতে তিনি পরপর ৩টি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন।
- নির্বাচনের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ১৯৭ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সমক্ষে শপথ গ্রহণ করে স্বাক্ষর না করেন।
- যদি নির্বাচনের সময় তিনি তফশিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতিশ্রেণিভুক্ত না হয়ে থাকেন এবং মনোনয়নের সময় তার দাখিল করা তফশিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া শংসাপত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল হয়ে থাকে।

*****

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতির গঠন

প্রশ্নঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতিগুলি কী কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫টি উপ-সমিতি থাকে।

৫টি উপ-সমিতি হল –

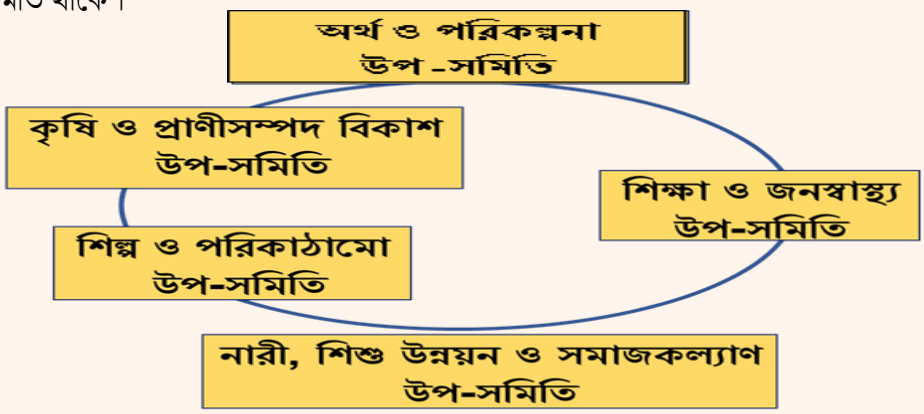

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে ১০টি স্থায়ী সমিতি থাকে।

স্থায়ী সমিতিগুলি হল –

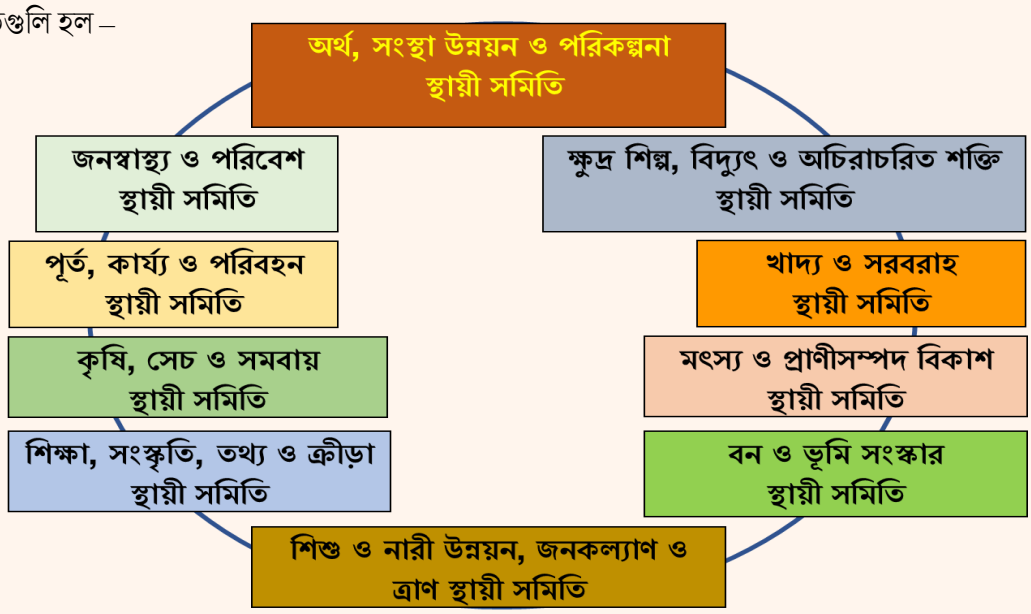

এই ৫টি বা ১০টির বেশি আর কোনও উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতি গঠন করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

প্রশ্নঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্থায়ী সমিতি কয়টি ও কি কি ?

উত্তরঃ স্মারক সংখ্যা : 1637/I/Panch/ 1A-14/89 তারিখ : ২০/০৬/১৯৯৪ অনুযায়ী শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে ছয়টি স্থায়ী সমিতি গঠন করা হয়েছে। স্থায়ী সমিতির নাম - ▪ অর্থ, সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ▪ পূর্ত, কার্য্য পরিবহণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি ▪ কৃষি সেচ সমবায় ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি ▪ শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি ▪ বন ও ভূমি সংস্কার এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি ▪ খাদ্য এবং সরবরাহ ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি।

প্রশ্নঃ উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতি কতদিন কার্যকর থাকবে ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েত যতদিন কার্যকর থাকবে, উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতিও তত দিনই কার্যকর থাকবে। সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রথম সভা থেকে পঞ্চায়েত ৫ বছরের জন্য কার্যকর থাকে। উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতিগুলিও গঠন ও পুনর্গঠনের পর পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

প্রশ্নঃ উপ-সমিতির সঞ্চালক বা সদস্য যদি পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি কার কাছে তার পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন ?

উত্তরঃ কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক অথবা সদস্যকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে। প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার পরে ওই পদত্যাগ পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সভায় পদত্যাগ পত্র গৃহীত হলে তবেই সেই উপ-সমিতির সঞ্চালকের অথবা সদস্যের পদটি ফাঁকা হবে।

প্রশ্নঃ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য যদি পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি কার কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন ?

উত্তরঃ কোনও স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্যকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে বা জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে। লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার পরে ওই পদত্যাগ পঞ্চায়েত সমিতির বা জেলা পরিষদের পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। সভায় পদত্যাগ পত্র গৃহীত হলে তবেই কর্মাধ্যক্ষের বা সদস্যের পদটি ফাঁকা হবে।

প্রশ্নঃ সঞ্চালক বা কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্যের ফাঁকা পদ কীভাবে পূরণ করতে হবে ?

উত্তরঃ উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতি গঠনের সময় যে নিয়মে সঞ্চালক বা কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য নির্বাচন হয়েছিল সেই নিয়মেই আবার নির্বাচন করতে হবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতির সঞ্চালক, পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কেমন ?

উত্তরঃ

- গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতিগুলির সঞ্চালকগণ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির ত্রৈমাসিক বিষয় ভিত্তিক বর্ধিত সভার আমন্ত্রিত সদস্য।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতির বিষয় ভিত্তিক সভায় পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির ত্রৈমাসিক বিষয় ভিত্তিক বর্ধিত সভার আমন্ত্রিত সদস্য।
- পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির বিষয় ভিত্তিক সভায় জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

*****

ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের কাজ

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের কী কী কাজ ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজ নিম্নরূপ -

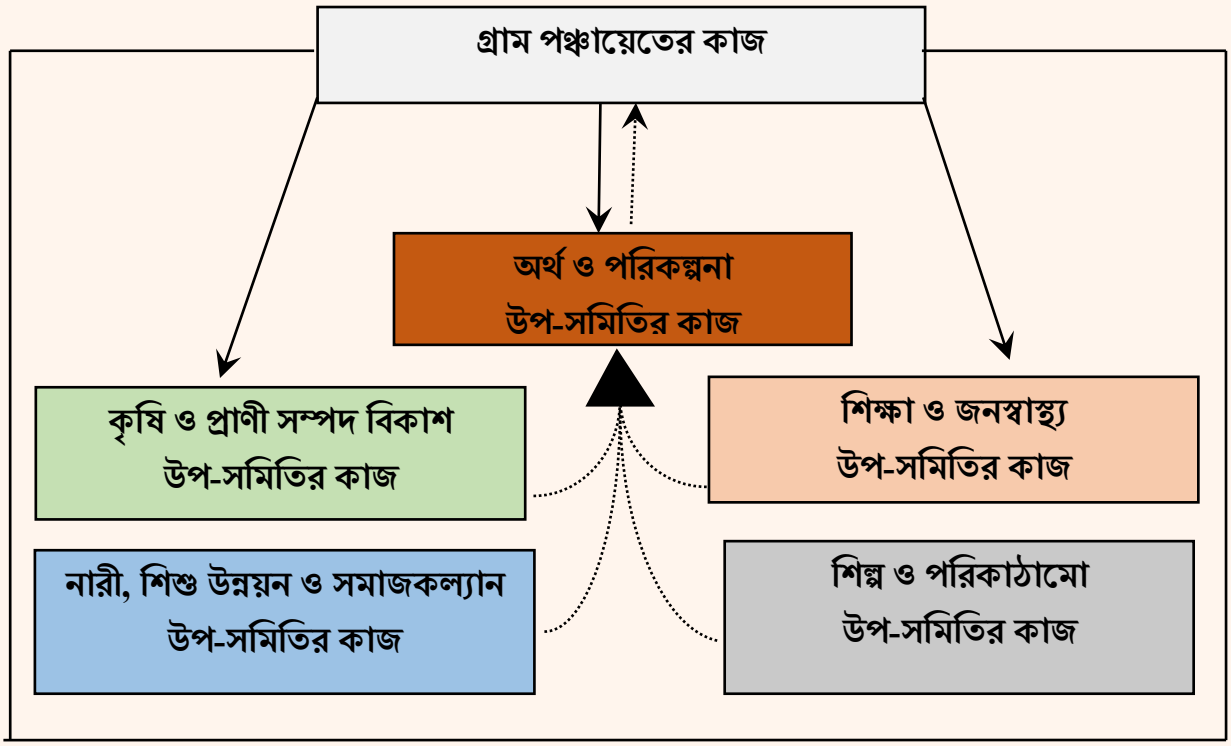

- **অবশ্য করণীয় কাজ (Obligatory Duties) Sce:19**
  - ✓ পাঁচ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও এক বছরের জন্য স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ ও তদারকি করা।
  - ✓ অনগ্রসর শ্রেণি, দুর্বলতর শ্রেণি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণের উদ্যোগ নেওয়া।
  - ✓ শিশু ও নারী উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতা প্রদান।
  - ✓ বিদ্যালয় ছুট কমিয়ে শূন্যে আনা।
  - ✓ মহামারী রোধে জীবজন্তুকে টিকা প্রদান।
  - ✓ কৃষকদের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

- **সুবিবেচনাধীন কাজ (Discretionary Duties) Sce:21**
  - ✓ রোগ প্রতিরোধের জন্য ময়লা, জল ও আবর্জনা পরিষ্কার।
  - ✓ জীবাণু মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ।
  - ✓ রোগ ও মহামারী হলে তার প্রতিরোধ।
  - ✓ কূপ ও পুষ্করিণীর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
  - ✓ সার্বজনিক রাস্তার আলোক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ।
  - ✓ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কুটির, খাদি, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নতিসাধন।
  - ✓ সমবায় খামার, সমবায় বিপণি ও অন্যান্য সমবায় উদ্যোগ, কারবার ও পেশার প্রর্বতন ও উন্নতিসাধন।
  - ✓ বাজার নির্মাণ ও তার প্রতিনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

- **অন্যান্য কাজ (Other Duties) Sce:20**

  রাজ্য সরকার যে সকল বিষয়ে কাজের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেবে সেই সকল কাজ, যেমন –
  - ✓ গ্রামীণ ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কে কাজ করা।
  - ✓ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিগণের পুনর্বাসন করা।
  - ✓ কৃষির সম্প্রসারণ এবং জ্বালানী ও পশুখাদ্য সম্পর্কিত কাজ।
  - ✓ গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচি, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সহ একাধিক কর্মসূচি রূপায়ণ করা ইত্যাদি।

- **প্রতিনিয়ন্ত্রণ মূলক কাজ (Regulatory Duties) Sec: 21**
  - ✓ কর, অভিকর ও ফী নির্ধারণ ও আরোপ করা।
  - ✓ চালু কারবারের রেজিস্ট্রিকরণ, মোটর যানের রেজিস্ট্রিকরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মোটর চালিত পাম্পযুক্ত গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকরণ ইত্যাদি করা।
  - ✓ জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ করা।
  - ✓ রাস্তা আলোকিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী গণের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।
- ✓ জল জমা রোধ ও নিকাশীর ব্যবস্থা করা।
- ✓ মহামারীর বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রণে নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

- **পরিপূরক কাজ (Complemetary Duties) Sce:21A**
  - ✓ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চত করার জন্য জনগণকে সচেতন করা।
  - ✓ উন্নয়ন কার্য রূপায়ণের সময় সকল পর্যায়ে জন গণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।
  - ✓ জনগণের জন্য জীবিকার সুযোগ তৈরি করা।
  - ✓ সমবেত কার্যাবলীর জন্য স্বেচ্ছা কর্মিগণকে সংগঠিত করা।
  - ✓ মদ্যপান, মাদকসেবন, পণপ্রথা, শিশুবিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারী ও শিশু নিগ্রহ-এর বিরুদ্ধে প্রচার করা ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষমতা, কাজ ও কর্তব্য কী কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের বিভিন্ন ক্ষমতা, কাজ ও কর্তব্য কাজ নিম্নরূপ -

পঞ্চায়েত সমিতি - পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১০৯ ধারা থেকে ১১৫ ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি স্বশাসনের একটি একক হিসাবে কাজ করবে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য –

- ✓ ৫ বছরের জন্য পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে ভারতীয় সংবিধানের একাদশ তফসিলে উল্লিক্ষিত ক্ষেত্রগুলির উপর ভিত্তি করে।
- ✓ পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর পরবর্তী বছরের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- ✓ আইন অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার যে সকল নির্দিষ্ট কাজগুলি রূপায়ণে দায়িত্ব প্রাপ্ত তা নিজে রূপায়ণ করবে এবং পঞ্চায়েতের যে স্তরে যে কাজ করা প্রয়োজন ও সম্ভব সেই স্তর সেই কাজ করবে।
- ✓ উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ /জেলা পরিষদ / রাজ্য সরকার যে যে কাজ ন্যস্ত করবে তা রূপয়ণ করবে।

জেলা পরিষদ - পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১৪০ ধারা থেকে ১৬৩ ধারা অনুযায়ী জেলা পরিষদ স্বশাসনের একটি একক হিসাবে কাজ করবে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য –

- ✓ ৫ বছরের জন্য পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে ভারতীয় সংবিধানের একাদশ তফসিলে উল্লিক্ষিত ক্ষেত্রগুলির উপর ভিত্তি করে।
- ✓ পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর পরবর্তী বছরের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- ✓ আইন অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার যে সকল নির্দিষ্ট কাজগুলি রূপায়ণে দায়িত্ব প্রাপ্ত তা নিজে রূপায়ণ করবে এবং পঞ্চায়েতের যে স্তরে যে কাজ করা প্রয়োজন ও সম্ভব সেই স্তর সেই কাজ করবে।
- ✓ উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ / রাজ্য সরকার যে যে কাজ ন্যস্ত করবে তা রূপয়ণ করবে।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজেট তৈরি করবে এবং অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী পরিকল্পনার কাজগুলি রূপায়ণ করতে পারবে, অনুমোদিত বাজেটে ছাড়া কোনও কাজ করা যাবে না।

উপ-সমিতি ভিত্তিক বিভিন্ন কাজের নমুনা

কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উপ-সমিতির কাজ

শিক্ষা ও জন স্বাস্থ্য উপ-সমিতি

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি

শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি

প্রশ্নঃ একনজরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজ কি কি ?

উত্তরঃ একনজরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজ নিম্নরূপ -

এক নজরে
জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক কাজের বিষয়

অর্থ, সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	অর্থ, বাজেট, হিসাব, নিরীক্ষা, সম্পদ আহরণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান, সমন্বয়, পরিকল্পনা, রূপায়ণ, তদারকি, মূল্যায়ন, টোল, ফি, শুল্ক, প্রভৃতি ধার্য করা, লাইসেন্স, তথ্যভান্ডার, হাট বাজার, ফেরির ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি	জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পুষ্টি, রোগ নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, পরিবেশ সুরক্ষা, নান্দনিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ
পূর্ত, কার্য্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি	কালভার্ট, ব্রিজ, নালা সহ সংযোগকারী রাস্তা, জনস্বার্থে ব্যবহৃত বাড়ি, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য, পয়ঃপ্রণালী, পরিবহন, বেআইনি দখলমুক্ত করা

শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি	অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা, বয়স্ক ও প্রথা বহিভূত শিক্ষা, জনশিক্ষা, এস এস কে, এম এস কে মিড মে মিল, গ্রামীণ লাইব্রেরী, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও জনসংযোগ, ক্রীড়া, কমন সার্ভিস সেন্টার, যুব কল্যাণ পরিষেবা
শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি	নারী ও শিশুর উন্নয়ন, শিশু শ্রমিক রদ, বাল্য বিবাহ, পণ প্রথা ও অকাল মাতৃত্বের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, আই সি ডি এস, সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী, বয়স্ক-অক্ষম, সংখ্যালঘু, দুর্বলতর শ্রেণি কল্যাণ, বেকার সহায়তা, পেনশন, পরিবারের সহায়তা, স্বনির্ভর দল ও তাদের প্রতিষ্ঠান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, আইনি সহায়তা
বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি	খাস জমির বন্টন, ভূমি সংস্কার, বনসৃজন, জ্বালানি ও পশু খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, বন সম্পদের রক্ষা, বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত ভারসাম্য জায় রাখা ও প্রাকৃতি পর্যটনের প্রসার
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি	মৎস্য পালন, দুধ উৎপাদন, পক্ষী পালন, কৃত্রিম প্রজনন, রোগ নিয়ন্ত্রন, গবাদি পশুর চিকিৎসা
খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি	গণ বন্টন ব্যবস্থা, বি পি এল, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা অন্নপূর্ণা যোজনার কার্ড বিলি করা, শস্য গোলার প্রসার, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প, উপভোক্তা অভিযোগ
ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি	কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, হস্ত চালিত তাঁত, খাদি ও গ্রামিণ শিল্প, রেশম চাষ, স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, অচিরাচরিত শক্তির প্রসার
কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	নতুন শস্যের চাষ, বৈচিত্রকরণ, কৃষি বিজ্ঞান অভ্যাস, কৃষি শিল্প, উদ্যান পালন, ফুল চাষ, কেঁচো সার বিপণন, সেচ, মাটি সংরক্ষণ, জল বিভাজিকা উন্নয়ন, জল ব্যবস্থাপন, সমবায়, কৃষি ঋণ, সমবায় চাষ, প্রফলাল

স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বিভিন্ন কাজের নমুনা

অর্থ, সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি

পূর্ত, কার্য্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি

শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি

খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি

বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি

ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি

কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি

*****

অফিস ব্যবস্থাপনা

প্রশ্নঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সভার নিয়ম কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতঃ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩-এর ১৬ ও ১৭ নং ধারা অনুযায়ী যে যে সভা করতে হয় –

সভার নাম	কে ডাকবেন / আহ্বান করবেন	কখন ডাকবেন	কত দিনের নোটিশ	ফর্ম নং	নোটিশে কে স্বাক্ষর করবেন	আলোচ্য সূচি
সাধারণ সভা	প্রধান	প্রতি মাসে	৭ দিনের	১নং	সচিব	প্রধানের সহিত আলোচনা করে নির্দিষ্ট করবেন সচিব
জরুরি সভা		প্রয়োজন অনুযায়ী	৩ দিনের	১(ক) নং		
বিশেষ সভা		বাজেট ও অডিট	৭ দিনের	১নং		
মুলতুবি সভা		সভা মুলতুবি হলে	৭ দিনের	৩ নং		কোন পরিবর্তন হবে না
তলবি সভা	সদস্যরা	প্রয়োজন হলে	৭ দিনের	১(গ) / সাদা কাগজ	সদস্যরা	সদস্যরা ঠিক করেন

পঞ্চায়েত সমিতিঃ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩-এর ১০৫ ও ১০৬ নং ধারা অনুযায়ী যে যে সভা করতে হয় –

সভার নাম	কে ডাকবেন / আহ্বান করবেন	কখন ডাকবেন	কত দিনের নোটিশ	ফর্ম নং	নোটিশে কে স্বাক্ষর করবেন	আলোচ্য সূচি
সাধারণ সভা	সভাপতি	কমপক্ষে তিন মাসে একবার	৭ দিনের	১নং	সচিব	নির্বাহী আধিকারিক ও সভাপতি আলোচনা করে নির্দিষ্ট করবেন
জরুরি সভা		প্রয়োজন অনুযায়ী	৩ দিনের	১(ক) নং		
বিশেষ সভা		বাজেট ও অডিট	৭ দিনের	১নং		
মুলতুবি সভা		সভা মুলতুবি হলে	৭ দিনের	৩ নং		কোন পরিবর্তন হবে না
তলবি সভা	সদস্যরা	প্রয়োজন হলে	৭ দিনের	১(গ) / সাদা কাগজ	সদস্যরা	সদস্যরা ঠিক করেন

জেলা পরিষদঃ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ – এর ১৫০ও ১৫১ নং ধারা অনুযায়ী যে যে সভা করতে হয় –

সভার নাম	কে ডাকবেন / আহ্বান করবেন	কখন ডাকবেন	কত দিনের নোটিশ	ফর্ম নং	নোটিশে কে স্বাক্ষর করবেন	আলোচ্য সূচি
সাধারণ সভা	সভাধিপতি	কমপক্ষে তিন মাসে একবার	৭ দিনের	১নং	সচিব	নির্বাহী আধিকারিক ও সভাধিপতি আলোচনা করে নির্দিষ্ট করবেন
জরুরি সভা		প্রয়োজন অনুযায়ী	৩ দিনের	১(ক) নং		
বিশেষ সভা		বাজেট ও অডিট	৭ দিনের	১নং		
মুলতুবি সভা		সভা মুলতুবি হলে	৭ দিনের	৩ নং		কোন পরিবর্তন হবে না
তলবি সভা	সদস্যরা	প্রয়োজন হলে	৭ দিনের	১(গ) / সাদা কাগজ	সদস্যরা	সদস্যরা ঠিক করেন

প্রশ্নঃ গ্রাম সংসদের, ব্লক সংসদের ও জেলা সংসদের সভা বছরে কতবার ডাকা যায় ?

উত্তরঃ গ্রাম সংসদ - বছরে দুই বার গ্রাম সংসদের সভা করা আবশ্যক। প্রতি বছর মে মাসে বার্ষিক সভা এবং নভেম্বর মাসে ষাণ্মাসিক সভা ডাকা হয়। সভার স্থান, তারিখ ও সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় ঠিক হয়। এছাড়া রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রয়োজনে এই দুইটির বেশি বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা আয়োজন করতে পারে।

ব্লক সংসদ – বছরে দুইবার ডিসেম্বর - জানুয়ারি এবং জুন - জুলাই মাসে এই সভা করতে হয়। সভার স্থান, তারিখ ও সময় পঞ্চায়েত সমিতির সভায় ঠিক হয়। এছাড়া রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দুইটির বেশি বিশেষ ব্লক সংসদ সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

জেলা সংসদ – বছরে অন্তত দুইবার জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ও জুলাই - আগস্ট মাসে সভা করতে হয়। সভার স্থান, তারিখ ও সময় জেলা পরিষদের সভায় ঠিক হয়। এছারা রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দুইটির বেশি বিশেষ জেলা সংসদ সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ গ্রাম সংসদের, ব্লক সংসদের ও জেলা সংসদের সদস্য কারা ?

উত্তরঃ গ্রাম সংসদের সদস্য হবেন - সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকার সকল ভোটার।

ব্লক সংসদের সদস্য হবেন - পঞ্চায়েত সমিতির সকল নির্বাচিত সদস্য, জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্য (পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা থেকে), গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধান ও উপ-প্রধান সহ সকল সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি
এলাকার বিধান সভার বিধায়ক, লোকসভার ও রাজ্যসভার সাংসদ যিনি মন্ত্রী নন।

জেলা সংসদের সদস্য হবেন - জেলা পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য, সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সকল গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধান, জেলার অধীন বিধান সভার বিধায়ক, লোকসভার ও রাজ্যসভার সাংসদ যিনি মন্ত্রী নন।

প্রশ্নঃ গ্রাম সংসদের সভায় কী কী বিষয় আলোচনা হতে পারে ?

উত্তরঃ গ্রাম সংসদ সভাগুলিতে যে যে বিষয়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে তা হল :

- ☞ প্রকল্প নির্দিষ্ট করা এবং প্রকল্পের নীতি ও অগ্রাধিকার তালিকা নির্ধারণ করা।
- ☞ বিভিন্ন প্রকল্পের বা দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিতকরণের নীতি নির্ধারণ করা।
- ☞ বাৎসরিক সভায় অর্থাৎ মে মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বছরের সংশোধিত বাজেট, বিগত এক বছরের হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা, বিগত বছরে কী কাজ হয়েছে, চলতি বছরে কী কাজ হবে এবং পরবর্তী বছরে কী

কী কাজ করা যেতে পারে সেই সংক্রান্ত বিবেচনা করতে হবে।

- ষাণ্মাসিক সভায় অর্থাৎ নভেম্বর মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী আর্থিক বছরের খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট সম্বন্ধে গ্রাম সংসদের সদস্যদের মতামত নেওয়া, বিগত ছয় মাসের হিসাব এবং বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা, পরবর্তী আর্থিক বছরের পরিকল্পনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা করতে হবে।

প্রশ্নঃ ব্লক সংসদের সভায় কী কী বিষয় আলোচনা হতে পারে ?

উত্তরঃ ব্লক সংসদের আলোচ্য বিষয়গুলি সবই ব্লক সংসদের চিঠির আলোচ্যসূচিতে থাকবে। ব্লকের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং সভা মতামত দিতে পারবে।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয় গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং যে সমস্ত বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেগুলি বিবেচনার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে পেশ করতে হবে।
- আগামী বছরের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বেশেষ অডিট রিপোর্ট এবং বিগত বছরের আয়, ব্যয় ও কাজের হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা অবশ্যই পেশ করতে হবে।

প্রশ্নঃ জেলা সংসদের সভায় কী কী বিষয় আলোচনা হতে পারে ?

উত্তরঃ জেলা সংসদের আলোচ্য বিষয়গুলি সবই জেলা সংসদের চিঠির আলোচ্যসূচিতে থাকবে। জেলার সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং সভা মতামত দিতে পারবে।

- জেলার এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয় গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং যে সমস্ত বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেগুলি বিবেচনার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে পেশ করতে হবে।
- আগামী বছরের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বেশেষ অডিট রিপোর্ট এবং বিগত বছরের আয়, ব্যয় ও কাজের হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা অবশ্যই পেশ করতে হবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম সভা কী ও কবে ডাকা হয় এবং কে আহ্বান করেন ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত ভোটারকে নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক ভোটার গ্রাম সভার সদস্য। ডিসেম্বর মাসে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম সভার সভা ডাকা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম সভার সভা আহ্বান করেন।

প্রশ্নঃ গ্রাম সভার আলোচ্য বিষয়গুলি কী কী হতে পারে ?

উত্তরঃ গ্রাম সভার আলোচ্য বিষয়গুলি হতে পারে :

- গ্রাম সংসদের আলোচ্য বিষয়গুলি সবই গ্রামসভার আলোচ্যসূচিতে থাকবে। গ্রাম সংসদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয় গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং গ্রাম সভা মতামত দিতে পারবে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয় গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং যে সমস্ত বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেগুলি বিবেচনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে পেশ করতে হবে।
- গ্রাম সভার সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আগামী বছরের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বেশেষ অডিট রিপোর্ট এবং বিগত বছরের আয়, ব্যয় ও কাজের হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা অবশ্যই পেশ করতে হবে। এই সব বিষয় গ্রাম সভা যে সব মতামত গ্রহণ করবে তা রেজলিউশনে লিখে রাখতে হবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভা, ব্লক সংসদ, জেলা সংসদের সভা আয়োজন না করলে অথবা এই মর্মে সরকারি আদেশ পালন না করলে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আইনানুগ কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ যদি গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভা / ব্লক সংসদ / জেলা সংসদের সভা না হয় এবং যদি এর জন্য প্রধান ও উপ-প্রধান / সভাপতি ও সহকারী সভাপতি / সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি দায়ী হন তাহলে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ২১৩ ধারা অনুযায়ী উক্ত পদাধিকারীদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন । যদি সভা না করার জন্য সমগ্র পঞ্চায়েত দায়ী হয়, তাহলে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২১৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে অপসারণ করার আদেশ দিতে পারে।

উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতির সভা

প্রশ্নঃ উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতির সভার নিয়ম কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি উপ-সমিতির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে অন্তত একটি করে সাধারণ সভা করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে একাধিক সভাও উপ-সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে করতে পারে।

সভার নাম	কে ডাকবেন / আহ্বান করবেন	কখন ডাকবেন	কত দিনের নোটিশ	নোটিশে কে স্বাক্ষর করবেন	আলোচ্য সূচি
সাধারণ সভা	কর্মাধ্যক্ষ	প্রতি মাসে একবার	৭ দিনের	উপ-সমিতির সচিব	সঞ্চালক — এর সহিত আলোচনা করে নির্দিষ্ট করবেন সচিব
জরুরি সভা		প্রয়োজন অনুযায়ী	৩ দিনের		
বিশেষ সভা		বাজেট ও অডিট	৭ দিনের		
মুলতুবি সভা		সভা মুলতুবি হলে	৭ দিনের		কোন পরিবর্তন হবে না

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে অন্তত একটি করে সাধারণ সভা করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে একাধিক সভাও করা যেতে পারে।

সভার নাম	কে ডাকবেন / আহ্বান করবেন	কখন ডাকবেন	কত দিনের নোটিশ	নোটিশে কে স্বাক্ষর করবেন	আলোচ্য সূচি
সাধারণ সভা	কর্মাধ্যক্ষ	প্রতি মাসে একবার	৭ দিনের	স্থায়ী সমিতির সচিব	কর্মাধ্যক্ষ — এর সহিত আলোচনা করে নির্দিষ্ট করবেন সচিব
জরুরি সভা		প্রয়োজন অনুযায়ী	৩ দিনের		
বিশেষ সভা		বাজেট ও অডিট	৭ দিনের		
মুলতুবি সভা		সভা মুলতুবি হলে	৭ দিনের		কোন পরিবর্তন হবে না

*****

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়প্রণালী, বাজেট ও নিরীক্ষা

এস্টাব্লিশমেন্ট, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণ, বাজেট ও নিরীক্ষা কোন নিয়ম মেনে হয় ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ (গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস, অডিট ও বাজেট) নিয়মাবলী ২০০৭ অনুযায়ী (সংশোধনী সহ) গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণ, বাজেট ও নিরীক্ষা হয়।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের সেভিংস অ্যাকাউন্ট কোথায় থাকবে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকটবর্তী যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, লাইসেন্স প্রাপ্ত সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে গ্রাম পঞ্চায়েতের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলের জিম্মাদার (Custodian) কে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অথবা প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান (অনুপস্থিতি বলতে যদি কোনও প্রধান ছুটি নিয়ে অনুপস্থিত থাকেন) গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলের জিম্মাদার।

প্রশ্নঃ পেমেন্টের জন্য কে কে চেকে সই করবেন ?

উত্তরঃ প্রধান ও নির্বাহী সহায়ক যুগ্মভাবে চেকে সই করবেন।

প্রশ্নঃ প্রধানের অনুপস্থিতিতে কে চেকে সই করবেন ?

উত্তরঃ প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান দায়িত্বে থাকলে, উপ-প্রধান চেকে সই করবেন।

প্রশ্নঃ নির্বাহী সহায়কের অনুপস্থিতিতে কে চেকে সই করবেন ?

উত্তরঃ নির্বাহী সহায়কের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব যদি দায়িত্ব পেয়ে থাকেন, তবে সচিব চেকে সই করবেন।

প্রশ্নঃ হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কার কাছে থাকবে ?

উত্তরঃ ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বই, প্রাপ্ত চেকের রেজিস্টার, প্রদত্ত চেকের রেজিস্টার গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়কের কাছে থাকবে। এছাড়া বাকি সব রেজিস্টার ও কাগজপত্র সচিবের দায়িত্বে থাকবে।

প্রশ্নঃ ক্যাশ বই কে লিখবেন ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব ক্যাশ বই লিখবেন, কিন্তু সচিব না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোনও কর্মচারীকে (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী ছাড়া) ক্যাশ বই লেখার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও নির্বাচিত সদস্য (প্রধান / উপ-প্রধান / সাধারণ সদস্য) ক্যাশ বই লিখতে পারবেন না।

প্রশ্নঃ ক্যাশ বইতে প্রতিটি লেনদেনের authentication কে করবেন ?

উত্তর : ক্যাশ বইতে প্রতিটি লেনদেনের authentication করবেন নির্বাহী সহায়ক। নির্বাহী সহায়কের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব নির্বাহী সহায়কের হয়ে ক্যাশবুক এবং সাবসিডিয়ারি ক্যাশ বুকের দাখিলাগুলির সত্যতা যাচাইকরণ (authentication) ছাড়া সকল অন্য কাজ করবেন। Authentication-এর কাজটি জিম্মাদার (প্রধান) নিজে করবেন।

প্রশ্নঃ নগদে বা চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে অর্থ জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়ের কত প্রকার ও কী কী রসিদ ব্যবহার করবে ?

উত্তরঃ নগদে বা চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে অর্থ জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত দুই প্রকার রসিদ ব্যবহার করে :

(১) বিবিধ প্রাপ্তির রসিদ (ফর্ম – ৫) – যাকে বলে মোৎফারাক্কা।

(২) কর ও অ-কর ইত্যাদি আদায়ের রসিদ (ফর্ম – ৪)।

প্রশ্নঃ খোঁয়াড়, ফেরি, পুকুর ইত্যাদি লিজের ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি হবে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত তার মালিকানাধীন বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আছে, এমন কোনও সম্পদ লিজ দিতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েত অনধিক ২ বছরের জন্য লিজ দিতে পারে। যেখানে নির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদান, নির্দিষ্ট পরিকাঠামো উন্নয়ন বা অন্য কোনও প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য লিজ দেওয়া প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে অনধিক ৩ বছরের জন্য লিজ দিতে পারে। বর্তমান সদস্যদের কার্যকালের বেশি সময়ের জন্য কোনও সম্পদ লিজ দেওয়া যাবে না। কোন সম্পদ কাকে লিজ দেওয়া হবে তা ঠিক হবে একটি সাধারণ নিলামের দ্বারা।

প্রশ্নঃ নিলাম কী ?

উত্তরঃ কোন সম্পদ কাকে লিজ দেওয়া হবে তা ঠিক হবে একটি সাধারণ নিলামের দ্বারা। প্রতিটি নিলামই পরিচালনা করবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি –

- তারা লিজ দেওয়া সম্পত্তির ন্যূনতম লিজের দর স্থির করবেন।
- নিলামের জন্য কমপক্ষে ৭ দিন সময় দিয়ে নোটিশ জারি ও বিস্তারিত প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নোটিশে ডাকের দিন, সময়, স্থান এবং শর্তাবলী জানাতে হবে।
- নিলামের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরের ২৫ শতাংশ অর্থ নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজের গুণগত মানের সিকিউরিটিডিপোজিটজমা দিতে হবে।
- গ্রাম পঞ্চায়েত লিজের চুক্তিপত্র নিলামের তারিখের ১ মাসের মধ্যে তৈরি করবে।
- বাকি ৭৫ শতাংশ অর্থ চুক্তিপত্র সই হওয়ার দিন জমা নেবে এবং চুক্তির সমগ্র পদ্ধতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিজ গ্রহীতার হাতে সম্পদের মালিকানা তুলে দেবে।
- ২৫ শতাংশ অর্থ জমা দেওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত লিজ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা বা তাদের আয়ের প্রকৃতি বিচার করে বাকি অর্থ ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক কিস্তিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রতি ত্রৈমাসিক শুরুর প্রথম ৩ দিনের মধ্যে এই কিস্তির অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে জমা দিতে হবে। একবার কিস্তি প্রদানের শর্ত ঠিক হওয়ার পর কোনও অবস্থাতেই আর তা পরিবর্তন করা যাবে না।
- যদি কাজের গুণগত মানের বন্ধকী হিসাবে লিজের ২৫ শতাংশ অর্থ দেওয়ার পর লিজ গ্রহীতা চুক্তিমত কাজ করতে

বিফল হয় বা চুক্তিমত অর্থ প্রদান করতে না পারে তাহলে পুরো লিজ বাতিল হতে পারে; কাজের গুণগত মানের বন্ধকী হিসাবে জমা অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে পারে; আবার নতুন নিলাম প্রক্রিয়া হতে পারে।

প্রশ্নঃ কোনও ব্যবহারের অযোগ্য বা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রয় করতে হলে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থিরীকৃত ন্যূনতম মূল্যের উপর ভিত্তি করে অস্থায়ী সম্পদ বিক্রি করার জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- বিক্রীত সম্পদের মূল্য ৫০০ টাকা বা তার বেশি কিন্তু ২০০০ টাকার কম হলে নোটিশ দিয়ে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করতে হবে।
- বিক্রীত সম্পদের মূল্য ২০০০ টাকার বেশি হলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি সিল করা টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে বিক্রয় করবে।
- অন্ততঃ ৭ দিনের নোটিশ দিতে হবে। ওই নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে এবংআরও দুটি জনবহুল স্থানে টাঙাতে হবে এবং এই নিলামের জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে।
- নিলামের সমগ্র প্রক্রিয়াটি অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির দ্বারা মনোনীত অন্ততঃ ২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ করতে হবে।
- সাধারণতঃসর্বোচ্চ দর-প্রদানকারীকে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে হবে।

যদি সর্বোচ্চদর ন্যূনতম মূল্যের থেকে কম হয় তাহলে এই দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না এবং পুনরায় একই নিয়মে দিন, সময় ও স্থান উল্লেখ করে প্রচার করে নিলামের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ২য় নিলামেও ন্যূনতম মূল্য না পাওয়া যায়, তা হলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি তার মতামত সহ বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় উপস্থাপন করবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করলে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে মহকুমা শাসকের পরামর্শ চাইতে পারে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে নগদে কত টাকা রাখা যাবে ?

উত্তরঃ জরুরি প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বাধিক ২০০০ টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ কোনও প্রকল্প বা স্কিমের অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তোলার পর তার খরচ না হওয়া অংশ কত দিনের মধ্যে আবার ব্যাঙ্কে জমা করতে হবে ?

উত্তরঃ কোনও প্রকল্প বা স্কিমের অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তোলার পর তার খরচ না হওয়া অংশ সর্বাধিক ৩টি কাজের দিনের মধ্যে আবার ব্যাঙ্কে জমা করতে হবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত মাসিক তহবিল বিবরণী (Monthly statement of fund position) কখন এবং কীভাবে তৈরি ও জমা করবে ?

উত্তরঃ প্রতি মাসের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের সহায়তায় মাসিক তহবিল বিবরণী (ফর্ম নং-২৬) তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় পেশ করবেন এবং তারপর প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের নিকট জমা করবেন

প্রশ্নঃ কখন কখন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় হিসাব পেশ করতে হবে ?

উত্তরঃ

(ক) প্রতি মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পূর্ববর্তী মাসের তহবিল বিবরণী ২৬নং ফর্মে তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় পেশ করতে হবে।

(খ) প্রতি বছর যথাক্রমে এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে একটি আয়-ব্যয়ের হিসাব ২৭নং ফর্মে তৈরি করে গ্রামপঞ্চায়েতের সভায় এবং তারপর গ্রাম সংসদের বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক সভায় পেশ করতে হবে।

প্রশ্নঃ PFMS কী ?

উত্তরঃ পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম [Public Financial Management System] / PFMS একটি অনলাইন সফটওয়্যার। এটি ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ Controller General of Accounts [**CGA**] ২০০৯তে চালু করেন মুখ্যতঃ ক) ভারত সরকারের বিভিন্ন স্কিমের ফান্ডগুলির খরচে নজরদারি ও খ) প্রোগ্রামের খরচের উপর real time রিপোর্ট নেবার জন্য।

PFMS পোর্টাল https://pfms.nic.in/NewDefaultHome.aspx

গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট

প্রশ্নঃ বাজেট কী ?

উত্তরঃ বাজেট পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট তৈরির দায়িত্ব কার ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নির্দেশ অনুসারে নির্বাহী সহায়ক বাজেট তৈরির দায়িত্বে থাকবেন, তবে অন্যান্য সকলের প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়েই তিনি কাজটি করবেন।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট কয় ধরনের ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের চূড়ান্ত বাজেট [রূপরেখা বাজেট ও খসড়া বাজেট] ও সংশোধিত ও অনুপূরক বাজেট।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটে কী কী ফর্ম ব্যবহার করা হয় ?

উত্তরঃ (ক) উপ-সমিতির বাজেট (ফর্ম - ৩৫)।
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট (ফর্ম – ৩৬)।
(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটের নোটিশ (ফর্ম – ৩৭)।
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশোধিত ও অনুপূরক বাজেট (ফর্ম-৩৮)।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট সংক্রান্ত বিশেষ সভা কে ডাকবেন ?

উত্তরঃ সচিব।
নির্বাহী সহায়ক এবং প্রধান বা তার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে সচিব ১নং ফর্মে বাজেট সংক্রান্ত বিশেষ সভা ডাকবেন এবং সভার নোটিশ বইতে প্রধানের প্রতিস্বাক্ষর করে নেবেন।

প্রশ্নঃ বাজেট সভার নোটিশের সঙ্গে অন্য কোনও নথি কি দিতে হবে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ। নোটিশের সঙ্গে খসড়া বাজেটের অনুলিপি প্রত্যেক সদস্যকে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ বাজেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের সভায় কমপক্ষে কতজন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে?

উত্তরঃ বিদ্যমান সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ কি কি কারণে ও কোন সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট সম্পূরক এবং সংশোধন করা হয় ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদিত বাজেট সম্পূরক এবং সংশোধন করা যেতে পারে যে যে কারণে –

1) চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তহবিলের আয় এবং এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করবেন ও প্রয়োজনে নির্বাহী সহায়ককে বাজেট সংশোধনের জন্য মতামত, পরামর্শ সহকারে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতে পারেন।
2) গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করে, প্রতি বছর ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে খসড়া পরিপূরক এবং সংশোধিত বাজেট ৩৮ নং ফর্ম -এ প্রস্তুত করবেন।
3) প্রস্তুত করা খসড়াটি ৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় পেশ করবেন আলোচনার জন্য। আলোচনায় উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা পরিবর্তনের সাথে গৃহীত হবে।
4) প্রতি বছর ২৫শে ফেব্রুয়ারী বা তার আগে বিদ্যমান সদস্যদের অন্তত অর্ধেক এর উপস্থিতিতে সংশোধিত খসড়া বাজেট আলোচনা করা হবে এবং অনুমোদন করা হবে।
5) যদি এই ধরনের সভায় সদস্যদের উপস্থিতি বিদ্যমানের অন্তত অর্ধেকের কম হয়, তাহলে সভা মূলতুবি হবে এবং উপস্থিত সদস্যগণ, মূলতুবি সভার তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করা হবে এবং মুলতবি হওয়ার তারিখ থেকে সপ্তম দিনে বিদ্যমান সদস্যদের অন্তত অর্ধেকের উপস্থিতিতে ওই সংশোধিত খসড়া বাজেট আনুমোদতি হবে। তবে শর্ত থাকে যে

মুলতবি সভার জন্য কমপক্ষে তিন দিনের নোটিশ প্রতিটি সদস্যকে দেওয়া হবে। আরও শর্ত থাকে যে, সভায় উপস্থিত সদস্যদের অন্তত অর্ধেক উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা হবে।

6) প্রতি বছর ২৫শে ফেব্রুয়ারির পরপরই, সম্পূরক এবং সংশোধিত বাজেটের একটি অনুলিপি (i) বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লেখিত সমস্ত জায়গায় প্রকাশ করতে হবে এবং (ii) এক্তিয়ার থাকা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল জমা দেওয়া ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কগুলিতেও প্রেরণ করতে হবে।

7) সম্পূরক এবং সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের পরে যদি ওই আর্থিক বছেরর জন্য বিশেষ কোনও তহবিল বা কর্মসূচির তহবিল বরাদ্দ হয় যা ওই সংশোধিত বাজেটে যুক্ত করা হয়নি, তবে – গ্রাম পঞ্চায়েত আবার একটি বিশেষ সভায় (প্রয়োজনে জরুরি সভায়) তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্ত করা যেতে পারে।

8) সম্পূরক এবং সংশোধিত বাজেটের একটি অনুলিপি (i) বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লেখিত সমস্ত জায়গায় প্রকাশ করতে হবে এবং (ii) এক্তিয়ার থাকা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল জমা দেওয়া ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কগুলিতেও প্রেরণ করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট কী ?

উত্তরঃ অডিট হল আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ। আইন ও নিয়ম মেনে আয় ও ব্যয় হচ্ছে কিনা এবং হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি যথাযথভাবে রক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখা এবং রিপোর্ট তৈরি করা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট কত রকমের ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়মিতভাবে চার ধরনের অডিট হয়।

(১) অভ্যন্তরীণ অডিট (যা ইন্টারনাল অডিট নামে পরিচিত) :

(২) বার্ষিক অডিট বা অ্যানুয়াল অডিট (যা ইএলএ অডিট নামে পরিচিত)।

(৩) সামাজিক নিরীক্ষা (যা সোশ্যাল অডিট নামে পরিচিত)।

(৪) বিশেষ প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ অডিট (যা স্পেশাল অডিট নামে পরিচিত) হতে পারে।

প্রশ্নঃ অভ্যন্তরীণ অডিট কে করেন এবং কবে করেন ?

উত্তরঃ ব্লক অফিসে নিযুক্ত পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষা আধিকারিক (Panchayat Audit &Accounts Officer - PAAO) / পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক (Panchayat Devlopment Officer – PDO)। প্রতি তিন মাস অন্তর একবার অভ্যন্তরীণ অডিট করেন।

প্রশ্নঃ অডিটর কাকে অডিট রিপোর্ট দেবেন ?

উত্তরঃ সংশ্লিষ্ট প্রধানকে দেবেন ও তার কপি বিডিও, এসডিও এবং ডিপিআরডিও-কে অডিট শেষ হবার দুই মাসের মধ্যে দেবেন।

প্রশ্নঃ অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রধান কী করবেন ?

উত্তরঃ অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর :

- ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান অডিট রিপোর্ট অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির বিশেষ সভায় পেশ ও পর্যালোচনা করবেন।
- ওই সভার ১০ দিনের মধ্যে প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির মতামত বিবেচনা করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতেরএকটি বিশেষ সভা ডাকবেন।
- এই সভার এক মাসের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশেষ সভার কার্যবিবরণীর কপি এবং রিপোর্টে প্রাপ্ত মন্তব্যের প্রত্যুত্তর সহ বিডিও, এসডিও এবং ডিপিআরডিও-কে কপি পাঠাবেন।

প্রশ্নঃ বার্ষিক অডিট কে করেন ?

উত্তরঃ অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ-এর তরফে এক্সামিনার অব লোকাল অ্যাকাউন্টস।

প্রশ্নঃ বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রধান কী করবেন ?

উত্তরঃ বার্ষিক অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর :

- ১০ দিনের মধ্যে প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভা ডেকে অডিট রিপোর্ট পেশ করবেন।
- অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভার ১০ দিনের মধ্যে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভা ডেকে অডিট রিপোর্ট পেশ করবেন।
- বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশেষ সভার কার্যবিবরণীর কপি এবং রিপোর্টে প্রাপ্ত মন্তব্যের প্রত্যুত্তর সহ বিডিও-র কাছে তিন কপি রিপোর্ট পাঠাবেন।
- পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে বিডিও তার মতামত সহ দু কপি রিপোর্ট এসডিও-র কাছে পাঠাবেন। পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে এসডিও তার মতামত সহ একটি কপি রিপোর্ট অডিটরের কাছে পাঠাবেন। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত অডিটরিপোর্ট পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে অডিটরের কাছে উত্তর পাঠাতে হবে।
- ষাণ্মাসিক গ্রাম সংসদ সভায় অডিট রিপোর্ট ও তার ওপর প্রত্যুত্তর পেশ করতে হবে।

প্রশ্নঃ সামাজিক নিরীক্ষা কী ?

উত্তরঃ কোনও একটি প্রকল্পের উপভোক্তাদের দ্বারা সকলের সঙ্গে বসে প্রকল্পের হিসাব নেওয়া ও প্রকল্পটির গুণগত মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে মতামত নেওয়াকে সামাজিক নিরীক্ষা বলে। আমাদের রাজ্যে নিয়মিত সামাজিক নিরীক্ষা করা হয় যে সমস্ত কর্মসূচি গুলিতে :

(ক) মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে
(খ) পি.এম.এ. ওয়াই. [গ্রামীণ]
(গ) এন.এস.এ. পি.

এছাড়াও পাইলট হিসেব সামাজিক নিরীক্ষা করা হচ্ছেঃ

(ক) মিড ডে মিল
(খ) ন্যাশনাল সাইক্লোন সেন্টার

(গ) পঞ্চদশঅর্থ কমিশন

(ঘ) স্বচ্ছ ভারত মিশন

প্রশ্নঃ বিশেষ অডিট কখন করা হয় ?

উত্তরঃ অডিটর যে যে বিষয়ে আপত্তি করেছেন তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর নির্দিষ্ট সময়ে (অডিট রিপোর্ট পাওয়ার দু-মাসের মধ্যে) বিডিও-এর কাছে না পৌঁছলে অথবা অডিট হওয়ার আগে বা পরে আর্থিক বিশৃঙ্খলার বা তহবিল তছরুপের কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নজরে এলে বিডিও বিশেষ অডিটের প্রস্তাব দেবেন। তখন রাজ্য সরকার আদেশ দিয়ে বিশেষ অডিটের ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রধানের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রধানের প্রধান ভূমিকা -

- তহবিলের জিম্মাদার।
- তহবিলের সদ্ব্যবহার করা।
- অর্থপ্রদানের জন্য চেকে সই করা।
- পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করা।
- ক্যাশ বই ও অন্যান্য রেজিস্টারে সই করা।
- সময়মতো হিসাবের প্রতিবেদন পাঠানো।
- সময়মতো অডিটের উত্তর পাঠানো।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্য, কর্মচারী, উপ-সমিতি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমন্বয় রাখা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উপ-প্রধানের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উপ-প্রধানের ভূমিকা -

- প্রধানের অবর্তমানে হিসাব সংক্রান্ত সমস্ত কাজের দায়িত্বে থাকবেন উপ-প্রধান।
- এই সময় তিনি নির্বাহী সহায়কের সঙ্গে অর্থ প্রদানের জন্য চেকে সই করবেন।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নির্বাহী সহায়কের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নির্বাহী সহায়কের ভূমিকা -

- অর্থ প্রদানের জন্য চেকে প্রধানের সঙ্গে যুগ্মভাবে সই করা।
- পাশ বই, চেক বই ও চেক বই রেজিষ্টার নিজের হেফাজতে রাখা।
- পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করা।
- ক্যাশ বই-এর প্রতিটি এন্ট্রি প্রত্যায়িত করা।
- অন্যান্য রেজিস্টারে সই করা।
- সময়মতো হিসাবের প্রতিবেদন পাঠানো।
- সময়মতো অডিটের উত্তর পাঠানো।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সচিবের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সচিবের ভূমিকা -

- ক্যাশ বই ও সাবসিডিয়ারি ক্যাশ বই সহ অন্যান্য রেজিস্টারে প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেন এন্ট্রি করা।
- পাশ বই, চেক বই ও চেক বই রেজিস্টার ব্যতীত সমস্ত রেজিস্টার নিজের হেফাজতে রাখা।
- পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরিতে নির্বাহী সহায়ককে সহায়তা করা।
- প্রতি মাসে মাসিক প্রতিবেদন, ছয় মাস অন্তর ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক বছরের শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা।
- সময়মতো অডিটের উত্তর পাঠানো।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ সহায়কের বা কর্ম সহায়কের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ সহায়কের বা কর্ম সহায়কের ভূমিকা -

- কারিগরি সংক্রান্ত কাজের বিলের পেমেন্টের কাজে নির্বাহী সহায়ককে সহায়তা করা।
- পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরিতে নির্বাহী সহায়ককে সহায়তা করা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সহায়কের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সহায়কের ভূমিকা -

- পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরিতে সহায়তা করা।
- হিসাবরক্ষণে সহায়তা করা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সাধারণ সদস্যদের কী ভূমিকা ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সাধারণ সদস্যদের ভূমিকা -

- এলাকার প্রয়োজনীয় কাজগুলি পরিকল্পনায় ধরার জন্য মে মাসের বার্ষিক গ্রাম সংসদ সভায় আলোচনা করা।
- এলাকার প্রয়োজনীয় কাজগুলি উপ-সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেটে ধরার জন্য সাধারণ সভায় আলোচনা করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, যেমন - বিভিন্ন কাজের রূপায়ণ, হিসাব সংক্রান্তপ্রতিবেদন, অডিটের উত্তর দেওয়া।
- নিজ নিজ গ্রাম সংসদে পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা ও তদারকি করা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রোকিওরমেন্ট বা ক্রয়প্রণালী

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রয়প্রণালী বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর জন্য কোনও দ্রব্য ক্রয় করে অথবা কর্মসম্পাদন করে তাকে ক্রয়প্রণালী বলে।

প্রশ্নঃ কোনও সামগ্রী সরবরাহ করা বা কোনও প্রকল্প শুরু করার আদেশ দেওয়ার আগে কী কী বিষয় দেখতে হবে ?

উত্তরঃ কোনও সামগ্রী সরবরাহ করা বা প্রকল্প শুরু করার আদেশ দেওয়ার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখেনিতে হবে :

- যে সামগ্রী সরবরাহ করতে বা যে কাজ করতে বলা হচ্ছে, তা এখনই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বার্থে করা উচিত কিনা এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির এবং বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা করে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কিনা।
- এর জন্য বাজেটে অর্থ সংস্থান করা আছে কিনা (প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেটে এটি রাখা হবে এমন প্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় নেওয়া যেতে পারে)।
- প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কিনা।
- এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের খাতে অর্থের সংস্থান আছে কিনা।
- প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর জন্য ভেটেড নক্সা ও প্রাক্কলন আছে কিনা।
- টেন্ডার / কোটেশনের রীতি-পদ্ধতি মেনে আদেশ / নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কিনা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ক্রয় প্রণালী প্রয়োজন কেন ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ক্রয়প্রণালী প্রয়োজন যাতে -

১. কোন কাজ নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে করা যায়।

২. কোন কাজ সঠিক নিয়ম মেনে করা যায়।

৩. স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস তৈরি হয়।

৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্ম সম্পাদন করা যায়।

৫. কাজের গুণগত মান বজায় রাখা যায়।

প্রশ্নঃ কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিকাদার নিয়োগ করতে পারবে ?

উত্তরঃ কোনও প্রকল্প রূপায়ণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিকাদার নিয়োগ করতে পারে :

(১) যদি কোনও প্রকল্প দারিদ্র দূরীকরণ, রোজগার সুনিশ্চিতকরণ বা সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত না হয়,

(২) পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পটির খরচ –

- সাধারণ ও পাইপলাইন সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে যদি আনুমানিক মূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি হয়,
- ইলেকট্রিকাল কাজের জন্য যদি আনুমানিক মূল্য কুড়ি হাজার টাকার বেশি হয়

(৩) সেই প্রকল্পে যদি প্রগাঢ় প্রযুক্তিগত নজরদারির প্রয়োজন হয় এবং এই ধরনের নজরদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সভায় আলোচনা করে, অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করতেপারে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য কোনও পারচেজ কমিটি কি আছে ?

উত্তরঃ না, কোনও পারচেজ কমিটি নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি-ই দায়িত্ব পালন করে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রয় পদ্ধতি?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়তের অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি "Tender Selection Committee / Purchase Committee" হিসেবে কাজ করবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ক্রয় বিষয়ে বিভাগীয় মেমো নম্বর 253/ PN/O/I/1A-01/2020 Dtd. 15.01.2021 এবং অর্থ দপ্তরের মেমো নম্বর 3103-F(Y) Dtd. 27.07.2022 অনুযায়ী ₹1 লাখ বা, তার বেশি মুল্যের কাজ করতে হবে https://wbtenders.gov.in র মাধ্যমে এবং কাজের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে।

দামের পরিমাণ	করণীয় কাজ
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বানের প্রয়োজন নেই ।
১০,০০১ - ১,০০,০০০ টাকার কম	▪সিল করা কোটেশন আহ্বান করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৪ টি কোটেশন আবশ্যক। ▪সাত দিনের নোটিশ দিতে হবে। ▪অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে)।
১,০০,০০০ - ৫,০০,০০০ টাকার কম (ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক) *Memo No. 3103-F(Y) dated 27 July 2022*	▪টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৩ টি টেন্ডার আবশ্যক। ▪সাত দিনের নোটিশ। ▪অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে), স্থানীয় বাংলা একটি খবরের কাগজে। *(দার্জিলিং এলাকার জন্য নেপালি ভাষার খবরের কাগজে)*
৫,০০,০০০ - ১০,০০,০০০ টাকার কম (ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক)	▪ টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। ▪ কমপক্ষে ৩টে টেন্ডার প্রয়োজন। ▪ ৭ দিনের নোটিশ এবং পরের কলের জন্য ৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে। ▪ অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে)। ▪ স্থানীয় ১টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি খবরের কাগজে । *(দার্জিলিং এলাকার জন্য নেপালি ভাষার খবরের কাগজে)*
১০,০০,০০০ - ১,০০,০০,০০০ টাকার কম (ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক)	▪ই-টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৩ টি টেন্ডার আবশ্যক । ▪১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে। ▪জরুরি প্রয়োজনে ৭ দিনের ও পরের কলের জন্য ৭ দিনের নোটিশ দিতে হবে। ▪অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে) । স্থানীয় ৩ টি খবরের কাগজে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে। *(দার্জিলিং এলাকার জন্য নেপালি ভাষার খবরের কাগজে)* ***৫০ লক্ষ টাকার বেশি হলে কেন্দ্রীয় ই-টেন্ডার পোর্টাল [http://wbtenders.gov.in] – এর মাধ্যমে করা বাধ্যতামূলক।***
১,০০,০০,০০০ টাকার বেশি	▪ই-টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৩ টি টেন্ডার আবশ্যক। ▪২১ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

দামের পরিমাণ	করণীয় কাজ
(ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক)	▪ জরুরি প্রয়োজনে ৭ দিনের ও পরের কলের জন্য ১০ দিনের নোটিশ দিতে হবে। ▪ অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে)। স্থানীয় ৩ টি খবরের কাগজে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে। *(দার্জিলিং এলাকার জন্য নেপালি ভাষার খবরের কাগজে)* *৫০ লক্ষ টাকার বেশি হলে কেন্দ্রীয় ই-টেন্ডার পোর্টাল [http://wbtenders.gov.in] – এর মাধ্যমে করা বাধ্যতামূলক।*

https://wbtenders.gov.in ই-টেন্ডারিংপ্রক্রিয়ারজন্যএকটিঅফিসিয়ালওয়েবপোর্টাল।
পশ্চিমবঙ্গেরই -প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম দরপত্র দাতাদের বিনামূল্যে দরপত্র ডাউনলোড করতে এবং তারপর এই পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা দিতে সক্ষম করে।

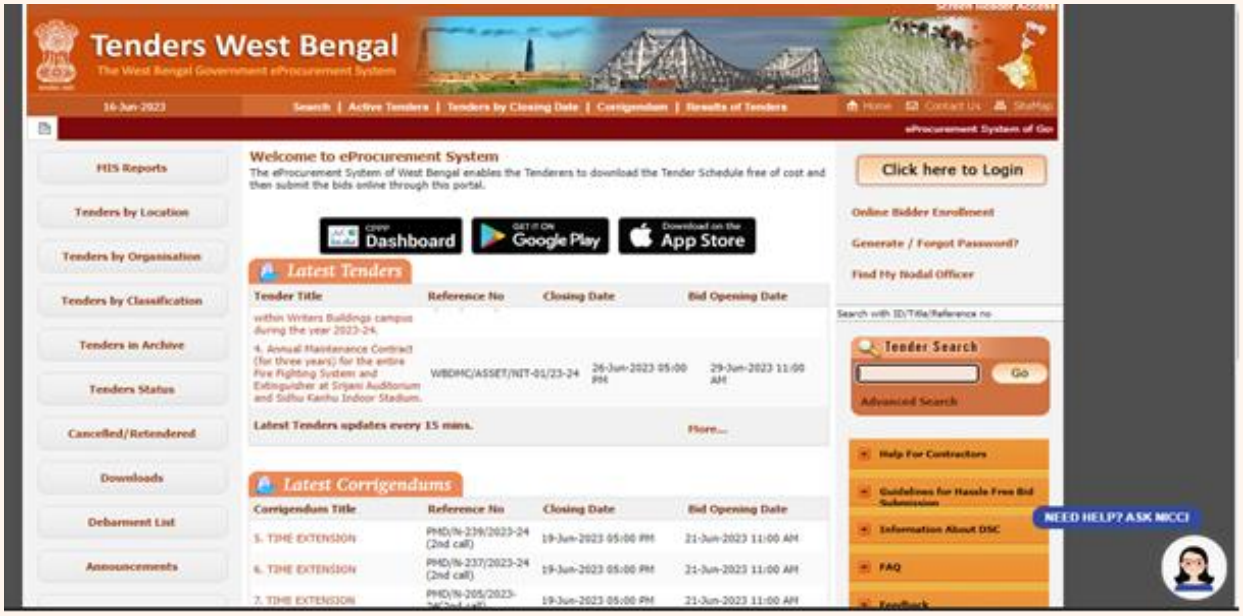

প্রশ্নঃ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট [Digital Signature Certificate] কি ?

উত্তরঃ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট [Digital Signature Certificate]

বিভাগীয় মেমো নম্বর 3349/PN/O/I/4P-2/2012 Dtd. 05.08.2014 অনুযায়ী ডি এস সি চালু করা হয়েছে। নির্বাহী সহায়ক, নির্মাণ সহায়ক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে বিড ক্রিয়েটার, বিড প্রকাশক, বিড ওপেনার এবং বিড মূল্যায়নকারী।

- ডিজিটাল স্বাক্ষরসার্টিফিকেট (DSC) হল ডিজিটাল সমতুল্য (ইলেকট্রনিক ফর্ম্যাট) ভৌত/কাগজ শংসাপত্রের তুল্য (যেমন ড্রাইভারের লাইসেন্স, পাসপোর্ট)। শংসাপত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তির পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।

- একটি DSC ব্যবহার করে স্বাক্ষরিত হলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে করা লেনদেন আইনত বৈধ হয়ে যায়।
- ই-টেন্ডারিং পোর্টালে-ফাইলিং করার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত সার্টিফাইং অথরিটি (CA) দ্বারা জারি করা Class 3 বিভাগের DSC প্রাপ্ত করতে হবে। ক্লাস 3 ডিএসসি হল সর্বোচ্চস্তর যেখানে ব্যক্তিকে একটি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (RA) সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে এবং তার পরিচয় প্রমাণ করতে হবে।

অর্থ দপ্তরের মেমো নম্বর 3876-F(Y) তারিখ 14.06.2018 পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসনিক বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/ পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগ/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/ স্থানীয় সংস্থা ইত্যাদির স্বেচ্ছায় কেনাকাটার জন্য Government e-Marketplace [GeM] পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

GeM-এর উদ্দেশ্য হল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতিতে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং কাজের গতি বাড়ানো। সরকারী বিভাগ/ সংস্থা, নিবন্ধিত ক্রেতা হয়ে, GeM পোর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধিত বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য এবং পরিষেবা সংগ্রহ করে।

কেন্দ্রীয় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচ করতে হবে GeM র মাধ্যমে

https://gem.gov.in

GeM-রব্যবহারকারীঃ

(ক) প্রাথমিকব্যবহারকারী:

1) প্রাথমিক ব্যবহারকারী GeM -এ সংস্থার নিবন্ধনের জন্য দায়ী থাকবেন,

2) সেকেন্ডারি ব্যবহারকারী তৈরি করা (যেমন ক্রেতা, Consignee DDO, ইত্যাদি) তাদের GeM-এ ভূমিকা এবং দায়িত্ব অর্পণ করা এবং তার অধীনে সেকেন্ডারি ব্যবহারকারীদের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত লেনদেন তত্ত্বাবধান করা।

উদাহরণঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

(খ) সেকেন্ডারি ব্যবহারকারী:

1. ক্রেতা/ Buyer: ক্রয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত
2. Consignee: অর্ডারকৃত উপকরণ গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র জারি করে।
3. Paymaster / D.D.O: বিক্রেতাদের অর্থ প্রদান করা এবং তা GeM কে অবগত করা।
4. প্রযুক্তিগত মূল্যায়নকারী [Technical Evaluator]: প্রযুক্তিগত রাউন্ডের সময় প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন।

প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি ব্যবহারকারী নিবন্ধনের পূর্ব শর্ত -

(a) ব্যবহারকারীর NIC ই-মেইল আইডি (gov.in; nic.in)

(b) আধার নং ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বর যা আধারের সাথে যুক্ত

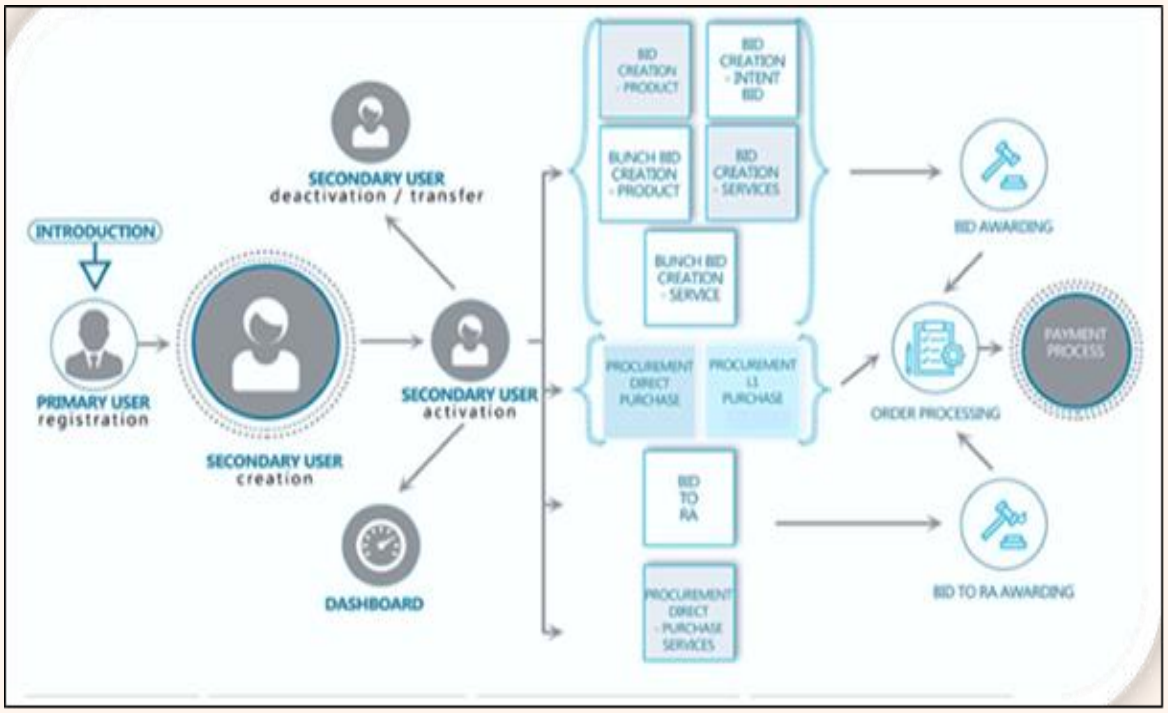

GeM-এর মাধ্যমে ক্রয় পদ্ধতি উপকরণ / পরিষেবা বিষয়কঃ GeM-র প্রক্রিয়া

GeM র মাধ্যমে ক্রয় পদ্ধতি উপকরণ / পরিষেবা বিষয়ক –

ক্রয় মুল্য	ক্রয় পদ্ধতি
₹ ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত	সরাসরি ক্রয়
₹ ২৫,০০১ টাকা থেকে ₹ ১,০০,০০০ টাকার মধ্য	তুলনা করে ক্রয়
₹ ১,০০,০০০ বা তার অধিক	বিডের মাধ্যমে ক্রয়

পণ্য ও পরিষেবা কর [GST]

পণ্য ও পরিষেবা কর [GST] হল ব্যবহারের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে বিক্রি হওয়া পণ্য ও পরিষেবার উপর একটি কর। কর চূড়ান্ত মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বিক্রয়ের সময় উপভোক্তাদের দ্বারা প্রদান করা হয় এবং বিক্রেতার দ্বারা সরকারের কাছে পাঠানো হয় । GST-তে সাধারণত দেশ জুড়ে একক হারে কর নির্ধারণ করা হয় । GST-এর ওয়েব পোর্টাল https://www.gst.gov.in/:

- গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো কাজ বা সরবরাহ চুক্তির জন্য ঠিকাদার/বিক্রেতার বিল থেকে GST কাটতে পারে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিডাক্টর হিসাবে জিএসটিআইএন [GSTIN] রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
- যেকোন কোম্পানি বা ব্যক্তির জন্য, যদি বিলের পরিমাণ একটি আর্থিক বছরে ₹২,৫০,০০০টাকার বেশি হয় [GST ছাড়া], তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা কাটা GST হবে- CGST @ ১%, SGST @ ১%, এবং IGST @ ২% ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা মাসের যে কোনও দিনে জিএসটি কাটছাঁটের ইভেন্ট পরবর্তী মাসের 10 দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক / ট্রেজারির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা করা হবে।

*****

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদ সৃষ্টি

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ বলতে কী বোঝায় ও তার সদ্ব্যবহার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩- এর ৪৬ ধারা অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে ভূমি ও গৃহ কর বাবদ আয় এবং ৪৭ ধারা অনুসারে অ-করের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ বাবদ আয় সহ পঞ্চায়েতের অধীন বিভিন্ন আয় উৎপাদনকারী সম্পদ থেকে আয়ই হচ্ছে পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ। সংবিধানের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী স্থানীয় সরকারকে যে ২৯ টি বিষয় কাজ করতে বলা হয়েছে সেগুলি রূপায়নের জন্য নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা প্রদান, যা কেন্দ্র ও রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে রূপায়ন করা সম্ভব হয়না সেগুলি নিজস্ব তহবিল থেকে রূপায়ন করা সম্ভব।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদের গুরুত্ব কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদের গুরুত্ব -

- গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় বাড়লে, গ্রাম পঞ্চায়েত তা এলাকার জনসাধারণের কল্যাণে, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে আরও বেশি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং মানুষের চাহিদা/আকাঙ্খা কেন্দ্রিক এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণ করতে পারে।
- নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ বাড়ে এবং সরকারি তহবিলের উপর নির্ভরতা কমে, নিজস্ব তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনেক বেশি।।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ বেশি থাকা মানে, এলাকার মানুষকে বেশি পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া অর্থাৎ প্রকৃত স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকারে পরিণত হওয়া এবং এলাকার মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হওয়া।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহার প্রক্রিয়া

- গৃহ ও বাস্তু জমির উপর কর আদায়ের জন্য প্রতি বছর নির্ধার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- গৃহ ও বাস্তু জমির বাজার মূল্যের ৬% এর উপর কর নির্ধারণ করা হয়। এই ৬% এর পরিমাণ যদি ২৫০ টাকা বা তার কম হলে গৃহ ও বাস্তু জমির উপর কোনো কর দিতে হয় না; যদি পরিমাণ ২৫১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত হয় তাহলে বার্ষিক মূল্যের ১% হারে কর দিতে হয় এবং এই ১০০০ টাকার বেশি হলে ২% হারে বার্ষিক কর দিতে হয়।
- নির্ধার তালিকা প্রস্তুতের আগে স্ব-মূল্যায়ন ফর্ম টি পুনর্বিবেচনা করা।
- পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় অ-কর আদায় করার জন্য প্রতি বছর নির্ধার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে উপবিধি তৈরি ও অনুমোদন (গ্রাম পঞ্চায়েতে) করে।
- পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনিক) নিয়মাবলী, ২০০৪ ও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাব, নিরীক্ষা ও বাজেট) নিয়মাবলী, ২০০৭-এ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহার করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

  • গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের প্রধান উৎস - ১) কর এর উৎস কর, ২) গৃহ ও বাস্তু জমির উপর কর বাবদ আয়,

৩) অ-কর এর উৎস - তিন ধরনের ক্ষেত্র থেকে অ-কর সংগ্রহ করা যায়, যেমন – টোল, অভিকর ও ফি। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন আয়বর্ধক সম্পত্তি থেকেও অ-কর আয় করে থাকে যেমন, বাসস্ট্যাণ্ড, পার্কিং স্পেস, অডিটোরিয়াম, টুরিস্ট স্পট, ফেরিঘাট ও পুকুর লীজদান ইত্যাদির মাধ্যমে।

- টোল (উপশুল্ক) - রাস্তা, সেতু, ফেরি, খেয়া পারাপার ইত্যাদি থেকে টোল বাবদ আয়।
- রেট (অভিকর) - রাস্তায় আলো সরবরাহ করার রেট, জল সরবরাহ করার রেট, ব্যাক্তিগত শৌচাগার সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার বাবদ রেট ইত্যাদি বাবদ আয়।
- ফি (মাশুল) - বাড়ি তৈরির অনুমতি ফি, গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে বা ব্যক্তি মালিকানার জমিতে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন বাবদ বার্ষিক লাইসেন্স ফি বা এককালীন ফি বাবদ আয়, ব্যবসা নিবন্ধিকরণ ফি, যানবাহন নিবন্ধিকরণ ফি (মোটর চালিত নয় বা মোটর ভেহিকেলস আইনে নিবিন্ধীকৃত নয়), হোর্ডিং / বিজ্ঞাপন বাবদ ফি, শ্মশান ঘাট ব্যবহার বাবদ ফি ইত্যাদি বাবদ আয়।
- আয়-বর্ধক সম্পদ – পুকুর লিজ, ভেড়ি লিজ, দোকান ঘর ভাড়া, কমিউনিটি হল ভাড়া, গেস্ট হাউস ভাড়া, বৃক্ষ রোপণ ও গাছ বিক্রয় ইত্যাদি বাবদ আয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন অব্যবহৃত সম্পদ বিক্রয় বাবদ আয় ইত্যাদি।

প্রশাসনিক নিয়মাবলী অনুসারে অকর সংগ্রহের যে সীমা বলা আছে সেই অনুসারে অকর সংগ্রহ করতে হবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর ও অ-কর সংগ্রহের মাধ্যম কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর ও অ-কর সংগ্রহ এর মাধ্যম -

- গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়ের জন্য কর আদায়কারী নিযুক্ত করতে পারে। কর আদায়কারী মাসিক কমিশন ও ভাতার বিনিময়ে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাব, নিরীক্ষা ও বাজেট) নিয়মাবলী, ২০০৭ -এর ৩১ বিধি অনুযায়ী সর্বাধিক দুই বছরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়কারী নিয়োগ করতে পারে। দুই বছর পরে গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুনরায় এই কর আদায়কারী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়।
- কর আদায়কারী বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কর আদায় করতে পারেন ('৪' নম্বর রসিদ মেনে কর ও অকর আদায় করতে হয়।)। আবার কর প্রদানকারী ব্যক্তি নিজে গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে তার প্রদেয় কর দিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়ের জন্য কর আদায় শিবিরেরও আয়োজন করে থাকে।
- প্রয়োজনে গ্রাম সংসদ মিটিং এ বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনাদায়ী কর ও অ-কর বিষয়ে আলোচনা করা অথবা এই বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের খতিয়ান জনগণের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে।
- বর্তমানে, অ-কর হিসাবে বাড়ির তৈরির অনুমতি ফি, মোবাইল টাওয়ার প্রতিস্থাপন বাবদ ফি ও ব্যবসার নিবন্ধীকরণ ফি অনলাইনেই প্রদান করার ব্যবস্থা আছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি কর, অভিকর ও ফি সংগ্রহের তত্ত্বাবধান ও তদারকির দায়েত্বে থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপপ্রধান বা অন্য কোনো সদস্য ব্যক্তিগতভাবে কোনও কর, অভিকর বা ফি সংগ্রহ করতে পারেন না।
- নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে হবে।
- কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে চলতি ও বকেয়া দুধরণের সংগ্রহকেই সুনিশ্চিত করতে হবে।
- আয় বৃদ্ধি করে এমন সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে অকর সংগ্রহের নতুন ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা।

*****

চতুর্থ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল
রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিল

কেন্দ্রীয় পঞ্চদশ কমিশনের তহবিল

প্রশ্ন : ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল বরাদ্দ কীভাবে করা হয়?

উত্তর : পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের জন্য তহবিল বরাদ্দের সুপারিশ করেছে (২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর) । প্রস্তাবিত পরিমাণের ৬০ শতাংশ হল শর্তযুক্ত তহবিল (টাইড) এবং ৪০ শতাংশ শর্ত ছাড়া তহবিল (আন্টাইড)। রাজ্যে সুপারিশকৃত পরিমাণ নিম্নলিখিত হারে পিআরআইগুলির মধ্যে বরাদ্দ করা হয় -

গ্রাম পঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ
৭০ %	১৫ %	১৫ %

শর্তযুক্ত এবং শর্ত ছাড়া উভয় অনুদানই দুটি কিস্তিতে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতগুলি পিএফএমএসের মাধ্যমে বরাদ্দ পায় এবং বরাদ্দ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-গ্রামস্বরাজ পোর্টালে প্রতিফলিত হয়।.

প্রশ্ন : ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সংযুক্ত তহবিল কিভাবে ব্যবহার করবেন?

উত্তর : পানীয় জল এবং স্যানিটেশন কর্মসূচির গুরুত্ব মাথায় রেখে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দের ৬০% সংযুক্ত তহবিল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এই অর্থ নিম্নলিখিত কাজে ব্যয় করা উচিত:

শর্তযুক্ত তহবিল (১৫তম এফসির ৬০%) = স্যানিটেশন (৫০%) + পানীয় জল (৫০%)

- পানীয় জল সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, জল পুনর্ব্যবহার ।
- স্যানিটেশন এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত এলাকা (ODF) বজায় রাখার কর্মসূচি ।
- গ্রামের সকল স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং পঞ্চায়েত ভবনে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা ।
- গ্রামে কঠিন বর্জ্য বা তরল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ।
- গ্রামে তরল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ।

প্রশ্ন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত তহবিল স্যানিটেশনের জন্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে?

উত্তর : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত তহবিল জল ও স্যানিটেশনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে -

1. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রণীত / পরিচালিত / লালিত কাজ:

A. সম্প্রদায় পর্যায়ে স্যানিটেশন কাজ: -

- সরকারি প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার নির্মাণ - স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, মানুষের সমাগম স্থান (বাজার, মেলার মাঠ, বাস স্ট্যান্ড, খেলার মাঠ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স ইত্যাদি) । প্রয়োজন অনুযায়ী সকলের জন্য কমিউনিটি টয়লেট (সিএসসি) নির্মাণ। কমিউনিটি টয়লেটগুলি সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ধরনের সিএসসিগুলির ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ টেকসইভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

B. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:

- যদি সম্প্রদায় পর্যায়ে কম্পোস্ট পিট নির্মাণ সম্ভব না হয়, তাহলে পারিবারিক পর্যায়ে কম্পোস্ট পিট নির্মাণ করা উচিত।.
- সম্প্রদায় পর্যায়ে কিছু পরিবারের (ক্লাস্টার) যৌথভাবে কম্পোস্ট পিট নির্মাণ।.
- ভেজা ও শুকনো আবর্জনা পৃথকীকরণের জন্য শেড নির্মাণ।
- SWM ইউনিটগুলির পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- ঘরে ঘরে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ই-কার্ট ক্রয়।
- ঘরে ঘরে আবর্জনা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিবহন।
- বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষার জন্য উপকরণ/সরঞ্জাম সংগ্রহ।.
- সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আলাদাভাবে আবর্জনা ফেলার জন্য পাত্র (লিটার বিন) অপসারণ করা।.
- বর্জ্য পচনের জন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়.
- জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত স্থানে রাখা আবর্জনা ফেলার পাত্র ক্রয়।.
- কঠিন বর্জ্য নিরাপদে নিষ্কাশন সম্পর্কিত কাজের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ.

C. তরল বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা:

- তরল বর্জ্য নিরাপদে নিষ্কাশনের জন্য স্থানীয় এলাকার সাথে উপযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো ব্যবস্থাপনা বা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ধূসর জল ব্যবস্থাপনার জন্য ছোট বোর-পাইপ পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ।.
- বর্জ্য জলের নিরাপদ নিষ্কাশনের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।
- সম্প্রদায় পর্যায়ে শোষণকারী গর্ত নির্মাণ।
- কয়েকটি পরিবারের জন্য শোষণকারী গর্ত নির্মাণ।
- কমিউনিটি সোক পিট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।.
- ড্রেন সংস্কার।

D. মহিলাদের মাসিকের সময়কার স্বাস্থ্যবিধি:

- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে (যেমন স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পঞ্চায়েত ভবন, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি) স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন এবং ইনসিনারেটর সরবরাহ করা ।
- ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাডের নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রদান ।

E. কৃষি ও জৈব-রাসায়নিক সম্পদকে শক্তিশালী করে বৃহৎ আকারের জৈব-গ্যাস উৎপাদন প্রকল্প:

- সম্প্রদায় বা ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রকল্প নির্মাণ (এক থেকে কমপক্ষে দশটি পরিবার) ।
- নির্মিত প্রকল্পগুলির ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ।

F. মলমূত্রের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা:

- বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ এবং FSM প্ল্যান্টে এর যান্ত্রিক পরিবহন সম্পর্কিত পরিষেবা।
- FSM প্ল্যান্টের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- রেট্রোফিটিং এর আওতায় এক পিট টয়লেটকে ডাবল পিট ওয়েল টয়লেটে উন্নীতকরণ, সেপটিক ট্যাঙ্ক টয়লেটের সংশ্লিষ্ট শোষণকারী গর্ত নির্মাণ।

2. পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত/প্রশাসিত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ: -

- জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য টয়লেট নির্মাণ।

- প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- গ্রাম থেকে সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য শেড নির্মাণ এবং গ্রাম থেকে কঠিন বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ।
- কেন্দ্র নির্মাণ (PWMU/MRF অর্থাৎ উপাদান পুনরুদ্ধার সুবিধা) ।
- একাধিক গ্রাম (মাল্টি ভিলেজ অর্থাৎ MV) নিয়ে গঠিত PWMU/MRF-এর ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকাইজড বর্জ্য MV-PWMU/MRF-তে পরিবহন।
- গ্রাম থেকে ড্রেনের মাধ্যমে নির্গত তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ শোধন ইউনিটে (সাধারণ শোধন ইউনিট) আনা।
- তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য গ্রামের জন্য বর্জ্য নিষ্কাশন পুকুর নির্মাণ।
- বহু গ্রামের বর্জ্য জল ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- বৃহৎ বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রাম থেকে বৃহৎ বায়োগ্যাস প্রকল্প ইউনিটে গবাদি পশুর বর্জ্য বা অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন।
- বৃহৎ বায়োগ্যাস প্রকল্প ইউনিট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- রেট্রোফিটিং এর আওতায় একটি কূপের টয়লেটকে সেপটিক ট্যাঙ্ক সহ দুটি কূপের টয়লেটে উন্নীত করা।

3. জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত/প্রশাসিত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ:

- জনসাধারণের স্থানে চাহিদা-ভিত্তিক কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ।
- গ্রাম থেকে সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য শেড নির্মাণ।
- গ্রাম/ব্লকের জন্য প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক-ভিত্তিক বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (মাল্টি ব্লক অর্থাৎ এমবি)।
- এমভি/এমবি-পিডব্লিউএমইউ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- গ্রাম/ব্লক থেকে প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক-ভিত্তিক বর্জ্য নিরাপদে এমভি/এমবি-পিডব্লিউএমইউতে আনার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা।
- মলমূত্রের বর্জ্য নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (গভীর সারি খাঁজ/প্ল্যান্টেড ড্রাইং বেড/অপ্ল্যান্টেড ড্রাইং বেড) নির্মাণ।
- গ্রাম থেকে সার সংগ্রহ ও এমভিএফএসএম প্ল্যান্টে নিরাপদে যান্ত্রিকভাবে পরিষেবা।
- এফএসএম প্ল্যান্ট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- গ্রামের জন্য বর্জ্য নিষ্কাশন পুকুর তৈরি।
- বহু গ্রামের বর্জ্য জল ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- গোবর্ধন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রাম থেকে বৃহৎ জৈব-গ্যাস উৎপাদন ইউনিটে গবাদি পশুর বর্জ্য বা অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন।
- বৃহৎ বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প ইউনিট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- গ্রাম থেকে নিরাপদে যান্ত্রিকভাবে সার সংগ্রহ এবং MVFSM প্ল্যান্টে নিরাপদ যান্ত্রিক পরিবহন সম্পর্কিত পরিষেবা।
- FSM প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রশ্ন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে পানীয় জলের বিষয়ে কী করা যেতে পারে?

উত্তর :

- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল/কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের পরিকাঠামো প্রদানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জেজেএম-এর সাথে সমন্বয়।
- গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ / পাইপযুক্ত পানীয় জল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্মসূচি।
- জলাধার নির্মাণ কর্মসূচি।

- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পানীয় জল ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি।
- গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের জন্য এটিএম ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি।
- পানীয় জল পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শোধনাগার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি।
- এলাকার উপ-কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা। এলাকার সরকারি বা সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্কুল/কলেজে পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- এলাকার সরকারি গৃহে (দুঃস্থ শিশু/দুঃস্থ মহিলা/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/বয়স্কদের জন্য) পানীয় জলের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে পানীয় জল সংরক্ষণের বিষয়ে কী করা যেতে পারে?

উত্তর : জল সংরক্ষণের কাজ:-

- বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত কর্মসূচি। জলাধার নির্মাণ / জলাশয় উন্নয়ন কর্মসূচি। জল পুনর্ব্যবহার কর্মসূচি।
- নিজস্ব অফিসে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ জল স্তর পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা।
- স্থানীয় স্কুল, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত অবাধ তহবিল দিয়ে কী করা যেতে পারে?

উত্তর : আনটাইড ফান্ড –

এলাকার প্রয়োজন অনুসারে আনটাইড ফান্ডের অধীনে যে কাজগুলি করা যেতে পারে তা হল –

- সাধারণ ব্যবহারের জন্য সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।
- রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- রাস্তা বা জনসাধারণের স্থানে আলোর ব্যবস্থা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।
- বিপণন কমপ্লেক্স, গ্রামীণ হাট / বাজার উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ।
- উৎপাদনশীল কাজের জন্য শেড / যন্ত্রপাতি ক্রয় (স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী / সমিতি / কনফেডারেশনের মাধ্যমে) ।
- সম্প্রদায়ের জন্য হাঁস-মুরগি / ছাগল পালনের খামার (স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী / সমিতি / মহাসংঘের মাধ্যমে) ।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা (স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী / সমিতি / কনফেডারেশনের মাধ্যমে) ।
- শিশুদের জন্য পার্ক।
- জীববৈচিত্র্য পার্ক / ইকো পার্ক। জীববৈচিত্র্য নিবন্ধন সম্পর্কিত কাজ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শিশুবান্ধব কক্ষ / কোণ।
- পুষ্টিকর বাগানের কাজ (অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র / স্কুল প্রাঙ্গণে) ।
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সৌরশক্তিচালিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কবরস্থান এবং শ্মশানের উন্নয়ন।
- এলাকার উপ-কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীদের বসার জন্য শেডের ব্যবস্থা।
- এলাকার সরকারি বাড়ি, সরকারি বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত স্কুলের সীমানা।
- RLB গুলিতে কম্পিউটার ক্রয় এবং AMC কেনা যেতে পারে
- ইন্টারনেট সংযোগ এবং এর জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক চার্জ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের এককালীন আসবাবপত্র কেনা যেতে পারে।

- জিপি স্তরের আয়ুষ ডিসপেনসারি, BSK ইত্যাদির মতো পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো।
- গ্রামীণ পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি করা

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সংযুক্ত তহবিল (মোট প্রাপ্ত পরিমাণের ১০ শতাংশের বেশি নয়) ব্যবহার করে নিম্নলিখিত ব্যয়গুলিও করা যেতে পারে: -

- SWM/PWM পরিচালনায় নিয়োজিত সংস্থার পেশাদার ফি
- বৃহৎ বায়োগ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ, PWM, FSM কাজের জন্য সহায়ক সংস্থা নিয়োগ।
- হিসাব প্রস্তুত, নিরীক্ষা খরচ ইত্যাদি।
- পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য এবং নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। ই-গ্রাম স্বরাজ, GPDP পরিকল্পনা এবং প্রতিবেদন ইত্যাদির জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োগ।
- ডেটা এন্ট্রি কাজের জন্য ব্যয়।
- প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির ব্যয়, স্বাস্থ্য কাজের জন্য প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা।
- GPDP সম্পর্কিত ব্যয়।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তহবিলের অধীনে অনুমোদিত নয় এমন কার্যকলাপ

- কর্মচারীদের সম্মানী এবং বেতন।
- সাধারণত অন্যান্য বিভাগ / প্রকল্প দ্বারা অর্থায়িত প্রকল্প।
- আয়োজনের সুবিধা প্রদান কর্মসূচি।
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন।
- যানবাহন ক্রয় এবং এয়ার কন্ডিশন।
- নির্বাচিত কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা এবং ডি.এ.।

রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিল

প্রশ্নঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের সাংবিধানিক নির্দেশিকা কী?

উত্তরঃ সাংবিধানিক নির্দেশিকা - ভারতের সংবিধানের ধারা ২৪৩ (I) (১) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩Y (২) এর অধীনে প্রতি পাঁচ বছরের ব্যবধানে, রাজ্য অর্থ কমিশন (SFC) গঠিত হয়।

কমিশনের কাজ হলো, রাজ্যের কর, শুল্ক, টোল এবং ফি বাবদ স্নাগগৃহীত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গ্রামীণ (আর.এল.বি.) ও শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলির (ইউ.এই.বি.) উন্নয়ন কার্যকলাপে হস্তান্তর করার সুপারিশ করা। পঞ্চম SFC কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছেন :

ক) রাজ্যের কর, শুল্ক, টোল এবং ফি রাজস্ব থেকে পঞ্চায়েত এবং নগর সংস্থাগুলিকে অনুদান সহায়তা।

খ) ২০২০ - ২১ থেকে ২০২৪ - ২৫ সময়ের জন্য পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশ্নঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের অর্থ বন্টন কীরূপ ?

উত্তরঃ রাজ্য অর্থকমিশনের অর্থ বন্টন :

সরকার ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ -এর জন্য তিনটি হেডে SFC অনুদান বন্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

i) আরও ভালো কর্মক্ষমতাকে (পারফরম্যান্স) উৎসাহিত করার জন্য উৎসাহবর্দ্ধক অনুদান বিতরণ।

ii) পরিবেশের সুস্থিতির সাথে টেকসই/আয়সৃষ্টিকারী সম্পদ তৈরি করার জন্য পিআরআই-এর সকল স্তরে শর্তাধীন অনুদান প্রদান।

iii) জিপিদের জন্য মূল্যায়ন ভিত্তিক অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনাকে চালু রাখা ও নিংশর্ত অনুদান বিতরণ করা।

বিশেষ ছাড়, GTA-এর অধীনে GP-দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যেহেতু সেগুলি চলতি বছরে কভার করা হবে এবং সমস্ত PS-এর ক্ষেত্রে, ন্যূনতম মূল্যায়ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হবে (আগের বছরের তহবিলের সদ্ব্যবহার, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে)।

প্রশ্নঃ স্থানীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা (RLB)-এর জন্য রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের অনুদান বন্টনের নিয়ম কীরূপ ?

উত্তরঃ স্থানীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা (RLB)-এর জন্য অনুদান বন্টনের নিয়ম এবং কাজের ক্ষেত্র - উৎসাহবর্দ্ধক অনুদান পূর্ববর্তী বছরের কর্মক্ষমতার (পারফরমেন্স) উপর ভিত্তি করে বিতরণ করা হবে :

ক) শেষ অনুদানের সদ্ব্যবহার (অন্তত ৬০%)

খ) সন্তোষজনক অডিট রিপোর্ট

গ) OSR সংগ্রহ গত বছরের তুলনায় ২% বৃদ্ধি

শর্তাধীন অনুদান - পরিষেবা প্রদানের উন্নতির জন্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণ করার জন্য ও টেকসই সম্পদ তৈরি করার জন্য;

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (যেমন ইকো ট্যুরিজম পার্ক, সোলার পাওয়ার সিস্টেম, বৃষ্টির জল ব্যবস্থাপনা)।

খ) বায়ো ডাইভারসিটি পার্ক।

গ) আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ- বাজার শেড, গ্রামীণ হাট, পরীক্ষাগার, গাড়ি পার্কিং, ফেরি ঘাট, গ্রামীণ কারিগর শেড, গেস্ট হাউস, কমিউনিটি হল।

ঘ) SWM- SWM পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ।

ঙ) মডেল ভিলেজ সৃষ্টি।

চ) ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন।

ছ) জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো - গার্ড ওয়াল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আশ্রয়।

জ) নারী ও শিশু উন্নয়ন-মা ও শিশু যত্ন কেন্দ্র, ক্রেস, স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন।

ঝ) নিঃস্বদের জন্য থাকার ব্যাবস্থাপনা।

ঞ) ক্ষুদ্র সেচের উন্নয়ন।

ট) সৃষ্ট সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রশ্নঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের বাজেট সংস্থান কীরূপ ?

উত্তরঃ বাজেট -

বাজেট সংস্থান	শর্তাধীন অনুদান	নিঃশর্ত অনুদান	উৎসাহবর্দ্ধক অনুদান	মোট
২০২৩ - ২৪	৮৮৭.৪৩	৬৯৮.১৬	১৪.২৫	১৫৯৯.৮৪
২০২৪ - ২৫	৮৮৭.৪৩	৭৪৯.৮২	১৫.৬৭	১৬৫২.৯২

ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের আন্তঃস্তরের বরাদ্দ – গ্রাম পঞ্চায়েত : পঞ্চায়েত সমিতি : জেলা পরিষদ = ৬০ : ২০ : ২০ ;

বি. দ্র. : এই অনুদান দিয়ে দৈনিক বা অন্যথায় কোনো পারিশ্রমিক বা বেতন দেওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ সম্মিলিত সূচক উপর ভিত্তি করে রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের বাজেট বরাদ্দ কীরূপ ?

উত্তরঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের অধীনে বরাদ্দ সম্মিলিত সূচক মানের উপর ভিত্তি করে হবে :
গ্রাম পঞ্চায়েত : পঞ্চায়েত সমিতি : জেলা পরিষদ -এর জন্য সূচক মান SECC এবং জনগণনা তথ্য ২০১১ ভিত্তিক তৈরি করা হয়েছে। সূচক নিম্নলিখিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে :

1. A = ভৌগলিক এলাকা, ওয়েটেজ = ১০%
2. P = জনসংখ্যা, ওয়েটেজ = ৫০%
3. B = অনগ্রসরতা, ওয়েটেজ = ৩০%
   ('B' অনগ্রসরতার পরিমাপ করা হয়েছে মোট নিরক্ষরজনসংখ্যা দিয়ে, ওয়েটেজ = ১০% এবং মোট কৃষি শ্রম / লেবার, ওয়েটেজ= ২০%)
4. শহুরে জনসংখ্যা, ওয়েটেজ = ১০%

প্রশ্নঃ নিঃশর্ত এবং উৎসাহবর্দ্ধক (Untied and Incentive Grant) অনুদান দিয়ে সম্ভাব্য কাজের ক্ষেত্র কী কী ?

উত্তরঃ নিঃশর্ত এবং উৎসাহবর্দ্ধক অনুদান দিয়ে সম্ভাব্য কাজের ক্ষেত্র :

a) পরিবহন - রাস্তা, ফেরি / নৌকা, সেতু / কালভার্ট, অন্যান্য।
b) গুণমানের নিশ্চয়তা - পরীক্ষাগার / ল্যাব, পরিকাঠামো পরিমাপের সরঞ্জাম, অন্যান্য।
c) পাবলিক ইউটিলিটি অবকাঠামো - বিল্ডিং, শিশু পার্ক, ওয়েটিং শেড, বাসস্ট্যান্ড, স্নানের ঘাট, অন্যান্য।
d) রাস্তার আলো।
e) জল ও স্যানিটেশন - পরিশোধিত পানীয় জল, পাইপবাহিত পানীয় জল সরবরাহ, নলকূপ নিষ্কাশন, কমিউনিটি টয়লেট, অন্যান্য।
f) মহিলা ও শিশু - শিশু ফিডিং রুম, ভেন্ডিং মেশিন, অন্যান্য।
g) স্মার্ট ক্লিনিক - পঞ্চায়েত ডাক্তারে সাথে ই-পরামর্শ, ওষুধ, অন্যান্য।
h) আয়সৃষ্টিকারী সম্পদ - মার্কেট কমপ্লেক্স, গেস্ট হাউস, অন্যান্য।
i) সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।
j) অন্যান্য - ই-উদ্যোগ, ডকুমেন্টেশন, প্রচার, প্রশিক্ষণ/মিটিং, অন্যান্য।

প্রশ্নঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের শর্তাধীন, নিংশর্ত এবং উৎসাহবর্দ্ধক (Untied and Incentive Grant) অনুদান বন্টনের পদ্ধতি কী ?

উত্তরঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের শর্তাধীন, নিংশর্ত এবং উৎসাহবর্দ্ধক অনুদান বন্টনের পদ্ধতি -

- শর্তাধীন অনুদান দুই কিস্তিতে / ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দেওয়া হতে পারে।
- নিংশর্ত এবং উৎসাহবর্দ্ধক অনুদানের জন্য, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা হবে এবং তদনুসারে যোগ্য RLB-দের তহবিল দেওয়া হবে।
- পরবর্তী কিস্তির জন্য যোগ্য হতে গেলে, শেষ কিস্তির ৬০% এবং শেষ কিস্তির জন্য আগের সকল অনুদানের ১০০% ব্যবহারের শংসাপত্র (Utilisation Certificate) দিতে হবে।
- প্রতিটি কিস্তির সদ্ব্যবহার পত্র জমা দিতে হবে।

প্রশ্নঃ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের অনুদানের তদারকি (Monitoring) ও প্রতিবেদনের (Reporting) নিয়ম কী ?

উত্তরঃ তদারকি (Monitoring) ও প্রতিবেদনের (Reporting) নিয়ম -

- এসএফসি কার্যকলাপ ই-গ্রাম স্বরাজে আপলোড করা যেতে পারে।
- MoPR পোর্টালে এন্ট্রি সম্ভব করার জন্য SFC কার্যকলাপ SDG-এর সাথে ম্যাপ করা হয়েছে জিপিআইএমএস-এ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিলের সকল তথ্য রাখতে হবে।
- ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন (gpims.wb.gov.in/MisTool/) লাইভ করা হয়েছে এবং লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ড ও লগইন আইডি প্রদান করা হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের জন্য।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের করণীয় কাজ কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের করণীয় কাজ -

i. রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের অর্থ সদ্ব্যবহারের জন্য দপ্তর থেকে যে গাইডলাইন / নির্দেশিকা পঞ্চায়েত সমূহে প্রেরণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করা।

ii. বিধিবদ্ধভাবে রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিলের জন্য পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পরিকল্পনা প্রতি বছর রচনা করা।

iii. স্থায়ী /টেকসই সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি কাজের জন্য কম পক্ষে ২ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা।

iv. রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিলের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ১৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করা।

v. গ্রাম পঞ্চায়েত জিপিআইএমএস এ রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিলের সকল তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

vi. পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদকে gpims.wb.gov.in/MisTool/ - এই ওয়েব পোর্টালে রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের তহবিলের সকল তথ্য এন্ট্রি করতে হবে।

vii. গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে শর্তাধীন নিংশর্ত ও উৎসাহবর্দ্ধক এই তিনটি তহবিলে জন্য সাব লেজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

viii. প্রতিটি কিস্তির সদ্ব্যবহার পত্র জমা দিতে হবে পরবর্ত্তী কিস্তি পাওয়ার আগে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী কিস্তির জন্য, শেষ কিস্তির ৬০% এবং শেষ কিস্তির আগের সকল এস.এফ.সি. অনুদানের ১০০% ব্যবহার করতে হবে।

*****

পঞ্চম অধ্যায়

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং পঞ্চায়েতের অভিযোগ নিষ্পত্তি

পি জি আর এস বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ অভিযোগ বা গ্রিভান্স কি?

উত্তরঃ সরকার জনগণকে অনেক সরকারি সুবিধা ও পরিষেবা দিয়ে থাকে। রাজ্য সরকার অনেক জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণও করে থাকে। সেই প্রকল্প বা পরিষেবা গুলির থেকে জনগণ বঞ্চিত হয়ে থাকলে পঞ্চায়েত স্তরে /ব্লক স্তরে/জেলা স্তরে/ রাজ্য স্তরে, এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে সেই বিষয়টি সম্পর্কে কোনো নাগরিক অভিযোগ জানাতে পারেন 1 এ ছাড়া আইন কানুন ঘটিত, জমি জমা সংক্রান্ত ও দুর্নীতি জনিত কিছু বিষয় নিয়েও মানুষ এর বক্তব্য থাকে। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের আবেদনকেই অভিযোগ বা গ্রিভান্স বলে।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত দপ্তরের মূল অভিযোগ কি ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে অনেকগুলি জনমুখী প্রকল্প রয়েছে, যেমন - মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প (একশো দিনের কর্মসূচী), আবাস যোজনা, মিশন নির্মল বাংলা, সমব্যথী প্রকল্প, জাতীয় পরিবার সহায়তায় - বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা প্রকল্প, এন.এফ.বি.এস(NFBS),রাস্তাশ্রী - পথশ্রী প্রকল্প, কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের তহবিল, রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিল, কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত সুযোগ- সুবিধাইত্যাদি ।উল্লেখ্য এই প্রকল্প গুলি রূপায়ণে সমস্যা দেখা দিলে, কোনো প্রকার দুর্নীতি ঘটে থাকলে, বা সে গুলি থেকে পরিষেবা পেতে দেরি হলে,তা পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতি মানুষের অভিযোগের উৎস বা কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্নঃ কতভাবে পঞ্চায়েত দপ্তরে অভিযোগ জানানো যায় ?

উত্তরঃ

(ক) অনলাইন

i. পি.জি.আর. এস (Public Grievance Redressal System - PGRS)।
ii. সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী (SSM)।
iii. সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System) সি.পি. গ্রাম অনলাইন।

(খ) অফলাইন

i. গ্রামপঞ্চায়েত স্তর, পঞ্চায়েত সমিতিস্তর, জেলা স্তর, রাজ্য স্তর, কিংবা ভারত সরকারের যেকোনো স্তর থেকেই অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।
ii. চিঠিপত্র (হার্ডকপি),প্রিন্ট মিডয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যম বাসোস্যাল মিডিয়া এর মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করা যায়।
iii. অফিসিয়াল মেইল আইডিতে প্রাপ্ত অভিযোগপত্র
iv. সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সি. পি. গ্রাম) অফলাইন।
v. **দুয়ারে সরকার** অভিযোগ বক্স।
vi. P&RD দপ্তরের কন্ট্রোল রুম এ ফোন নং (০৩৩-২৩৪০-২০২২) মারফত অভিযোগ জানানো যায়।

প্রশ্নঃ অভিযোগ গুলিকে মূলত কয়টি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ?

উত্তরঃ বেশ কিছু বছর যাবৎ অভিযোগের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করে যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে পঞ্চায়েত দপ্তর বিষয়ক অভিযোগ গুলিকে মূলত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(ক)ব্যক্তিগত:

i. আবাস যোজনা সংক্রান্ত।
ii. মিশন নির্মল বাংলা।
iii. MGNREGA তে (জব কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা)।
iv. এন.এফ.বি.এস - অর্থাৎ জাতীয় পরিবার সুরক্ষা মূলক কর্মসূচী।
v. সমব্যথী প্রকল্প।
vi. অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স।
vii. স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠীর প্রয়োজনে লোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর ট্রানজিকশন সংক্রান্ত সমস্যা।
viii. অনুকম্পা মূলক বিষয় অর্থাৎ কোনো সরকারি কর্মচারীর কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে, সেই পরিবারের প্রতিনির্ভরশীল ব্যক্তিকে অনুকম্পা বা সহানুভূতি মূলক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। সেই সম্পর্কিত বিষয়।
ix. বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা।
x. অস্থায়ী ক্যাডার থেকে স্থায়ী ক্যাডারের জন্য আবেদন সংক্রান্ত সমস্যা।
xi. ব্লক স্তরীয় বা পঞ্চায়েতস্তরীয় সার্টিফিকেট যেমন - বাসস্থানশংসাপত্র, আয়ের শংসাপত্র, অনাপত্তি / নোঅবজেকশন শংসাপত্র (NOC) ইত্যাদি।

(খ) গোষ্ঠীগত:

i. রাস্তাঘাট।
ii. ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ।
iii. ডেঙ্গু অথবা মশা মাছি বাহিত রোগজনিত সমস্যা।
iv. রাস্তায় লাইট পোস্ট নির্মাণ।
v. পানীয় জলের সমস্যা (বহুক্ষেত্রে পি.এইচ.ই.ডি অর্থাৎ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এই সমস্যা গুলির সমাধানে জড়িত থাকে)।
vi. খাল খনন, খাল সংস্করণ (বহুক্ষেত্রে কৃষি ও সেচ বিভাগ এই জাতীয় সমস্যা গুলির সমাধানে জড়িত থাকে)।
vii. পুকুরের পুনঃ সংস্করণ।
viii. দুর্নীতির অভিযোগ।
ix. স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠীর লোন সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের মূল পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ একটি অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে, পঞ্চায়েত সমিতি (ব্লক) অফিসে, জেলা পরিষদ অফিসে, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে, যে কোনো জায়গায় জানানো যেতে পারে। প্রতিটি স্তরে থাকা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অভিযোগ আসা মাত্রই অভিযোগটিকে প্রথমে খতিয়ে দেখবেন।

ক) সংশ্লিষ্ট **অভিযোগটি সঠিক হলে সেটিকেরূপায়নের দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।**

খ) আর **অভিযোগটিভুল বা ব্যক্তিটির আবেদন, সরকারি শর্ত অনুযায়ী না হলে, সেটি বাতিল হয়ে যাবে**।

তবে সকল ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত **শর্ত গুলি পূরণ হওয়া আবশ্যক**:-

i. অভিযোগটি **দ্রুত** নিষ্পত্তি করতে হবে।মূল লক্ষ্য থাকবে যেকোন মূল্যে **সরকারি পরিষেবা প্রদান করা**।

ii. কোনো রকম আর্থিক সাহায্য, প্রশাসনিক অনুমোদন বা কোন তহবিল থেকে অর্থ প্রদান, ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হলে, দপ্তরের ভার প্রাপ্ত কর্মচারী **তৎক্ষনাৎ ঊর্ধবতন কর্তৃপক্ষ বা কোনো সমান্তরাল দপ্তরকে সেই বিষয়ে সরকারি ভাবে অবগত করবেন।**

iii. অভিযোগটি গ্রহণ যোগ্য না হলে সেটি জানা মাত্রই, **যে ব্যাক্তিটি অভিযোগ করছেন তাকে সরাসরি ফোন মারফত সঠিক তথ্য জানিয়ে দেওয়া হবে**, যাতে ব্যক্তিটির প্রশাসনিক কাজের ওপর আস্থা থাকে।

iv. অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টটি যেন **স্বচ্ছ ও যুক্তি সংগত** হয়। এই রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে অফলাইন বা অনলাইনে প্রেরণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ পি জি আর এস (Public Grievance Redressal System - PGRS) কি ?

উত্তরঃ

i. পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেসাল সিস্টেম (P.G.R.S), গ্রামপঞ্চায়েত ও উন্নয়ন দপ্তরের ২৪ x ৭ ঘন্টা অনলাইন অভিযোগ দায়ের করার একটি নিজস্ব পোর্টাল। এটি চালু হয়েছে ২২.০৯.২০২২ থেকে।

ii. রাজ্যের নাগরিকরা পঞ্চায়েত সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা সরাসরি এই পোর্টালে অনলাইন জানাতে পারেন। নিজে জানাতে সক্ষম না হলে, দপ্তরের মাধ্যমেও রেজিস্টার / নিবন্ধীকরণ করাতে পারেন, এই ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিযোগ গুলি **রাজ্য গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনস্থ কন্ট্রোল রুমে** নেওয়া হয়।

iii. এই নিবন্ধিকৃত অভিযোগ গুলি পিজিআরএস (P.G.R.S) পোর্টাল মারফত জেলার লগ ইন – এ পাঠাতে হয় এবং রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের (P&RD) এক্তিয়ার ভুক্ত আধিকারিক গণ যেমন - ডি.পি.আর.ডি.ও সাহেব, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, বিডিও সাহেব বা জয়েন্ট বিডিও সাহেব, গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব প্রমুখেরা খতিয়ে দেখেন।

iv. যে আধিকারিক অনুসন্ধানের দায়িত্বে থাকবেন, তিনি পি.জি.আর. এস পোর্টালে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট বা অনুসন্ধানের প্রশাসনিক রিপোর্টটি আপলোড করবেন।

v. অপর পক্ষে, অভিযোগকারীর অভিযোগের স্ট্যাটাসঅনুযায়ী কাজটি কতো দূর এগিয়েছে সেটি অনলাইনের মাধ্যমে নিজেই জানতে পারেন যতক্ষণ নাওনার দায়ের করা অভিযোগটির সমাধান হচ্ছে। পোর্টাল টি নাগরিক কেন্দ্রিক হওয়ার দরুন প্রসাশনিক ক্ষেত্রে কাজের স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়।

vi. অভিযোগকারী, কতৃপক্ষের দর্শানো এ.টি. আর বা সমাধানসূত্রে সন্তুষ্ট না হলে, তিনি আবার অভিযোগটি পোর্টালে দাখিল করতে পারেন।

vii. পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেসাল সিস্টেম (P.G.R.S) গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউন লোড করা যায়।

viii. **URL: prdgrievance.wb.gov.in**

প্রশ্নঃ সি পি জি আর এ এম (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System - C. P. G. R. A. M) কি ?

উত্তরঃ

i. সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেস এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (সি.পি. গ্রাম), ২৪ x ৭ ঘন্টা অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পোর্টাল।

ii. এই পোর্টালটি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রকের সাথে যুক্ত।

iii. রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রকের নিজস্ব লগ ইন করার সুবিধা আছে।

iv. সি.পি.গ্রাম অ্যাপ টি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউন লোড করা যায়।

v. সি.পি.গ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকদের করা অভিযোগ গুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাধান ঘটছে, সেগুলি অনায়াসে এই পোর্টালের সাহায্যে ট্র্যাক করা যাবে। সর্বোপরি এই পোটার্ল এর মূল লক্ষ্য হল দ্রুত অভিযোগের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে সরকারি বা প্রশাসনিক কাজের উপর সাধারণ মানুষের মনে ভরসা গড়ে তোলা।

vi. **URL: pgportal.gov.in**

প্রশ্নঃ 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' বিষয়টি কি ?

উত্তরঃ

i. সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রকার অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি ব্যাপক ডিজিটাল প্লাটফর্ম। এই পোর্টালের একমাত্র লক্ষ্য হলো সহানুভূতির সাথে নাগরিকদের বিভিন্ন অভিযোগ গুলি নিরীক্ষণ করা এবং স্বচ্ছ ভাবে প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে সমস্যাটির যথাবিহিত সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।

ii. এটি ২০২৩ সালের ৮ ই জুন থেকে চালু হয়।

iii. রাজ্যের নাগরিকরা সরাসরি **৯১৩৭০৯১৩৭০** নম্বরটি ডায়াল করে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারেন।

iv. অভিযোগকারীর অভিযোগটি "সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী" পোর্টালে উপলব্ধ হওয়ার পর সেই অভিযোগের বিষয়বস্তু অনুসারে, অভিযোগ পোর্টালে নিবন্ধীকৃত হওয়ার পর সেটিকে সুনির্দিষ্ট দপ্তরে সমাধানের জন্য সি.এম.ও থেকে পাঠানো হয়।

v. **হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট/ প্রধান সচিব/ সচিব** স্তর থেকে অভিযোগটিকে জেলা স্তরে অনুসন্ধানের জন্য পোর্টাল এর মাধ্যমেই প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও তার আধিকারীকগণের তত্ত্বাবোধনে সেই অনুসারে জেলা স্তর থেকে অভিযোগটির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই পদক্ষেপের রিপোর্ট পোর্টালের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে প্রেরণ করতে হয়।

vi. পূর্বে ২০২০-২১ সালে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ***"দিদি কে বলো"*** কর্মসূচির মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যেতো।

vii. অভিযোগ নিষ্পত্তির মান সঠিক হলে রাজ্য স্তরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট টি (ATR) অনুমোদনকরেনএবং সেটিকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়। অনুরূপ ভাবে অভিযোগ দূরীকরণে সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হলে এ.টি. আর টিকে জেলা স্তরে পুনর্বিবেচনারজন্যও পাঠানো হয়।

viii. ০৬.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, ২০,১০,৪৩৬টি মোট অভিযোগের মধ্যে পিএন্ডআরডি সম্পর্কিত মোট ১১,৯৫,২০৯টি অভিযোগ এসএসএম পোর্টালের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার প্রায় ৫৯%।

URL: cmo.wb.gov.in

প্রশ্নঃ কী ধরেনের অভিযোগগুলি কম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা উচিত ?

উত্তরঃ যে সমস্যার গুলির জন্য কোনো বড় সরকারি তহবিলের প্রয়োজন হয়না বা উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের থেকে আর্থিক অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না, অথবা সেই সব প্রকল্প যা ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গেছে, সেই গুলি তাৎক্ষণিক সমাধান করতে হবে।

i. সমব্যাথী সংক্রান্ত অভিযোগ,
ii. শৌচাগার সংক্রান্ত অভিযোগ।
iii. মশা, মাছি বাহিত রোগের সমস্যা।
iv. ব্লকওগ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নানাবিধ সার্টিফিকেট (Domicile, Income), এন.ও.সি (NOC) প্রদান,
v. অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স।
vi. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচি।
vii. চাকুরীতেঅনুকম্পা মূলক নিয়োগ ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে গ্রাম-পঞ্চায়েত/ পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলাপরিষদ থেকে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে?

উত্তরঃ অভিযোগ নিষ্পত্তির মূল কথা হলো **তৎপরতা এবং স্বচ্ছতা**, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে নিম্নলিখিত পদ্ধতি গুলি গুলি অবলম্বন করলে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের সাহায্য হতে পারে -

ক) গ্রাম পঞ্চায়েতস্তর

1) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অভিযোগ গুলির দ্রুত সমাধানের জন্য একটি কুইক রেসপন্স টিম (কিউ.আর.টি – দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন কারী দল) গঠন করা হবে, যার মধ্যে নির্বাহী সহকারী/সচিব, নির্মাণ সহায়ক/ এস টি পি সহায়ক, উপসমিতির সঞ্চালকগণ উপস্থিত থাকবেন।
2) দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী দল টি গ্রাম পঞ্চায়েত এ আসা অভিযোগ গুলিকে খতিয়ে দেখবেন।
3) দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনকারী দলটি তাদের পদক্ষেপের রিপোর্ট বিস্তারিত ভাবে বিডিও কে জানাবে, প্রয়োজনে অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য রিপোর্ট টিকে জেলা স্তরে পেশ করবে।

সমস্যার স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুতি পর্বে, জেলাস্তরীয় আধিকারিকদের নির্দেশিকা প্রয়োজন হতে পারে।

উদাহণস্বরূপ বলা যেতে পারে, *কোনো একটি এলাকায় বেশ কিছু দিন যাবৎ জল জমছে, চেষ্টা করেও কোনো রূপ ব্যবস্থা দ্বারা স্থানীয় বাসিন্দাগণ সফল না হওয়ার কারণে, সমস্যা সমাধানের জন্য পোর্টালে এক ব্যক্তি অভিযোগ জানান।*
অভিযোগটি পোর্টালে উপলব্ধ হওয়া মাত্রই তৎপরতার সাথে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী দল বিষয়টিকে খতিয়ে দেখে সেই অনুযায়ী সমাধান করার চেষ্টা করবেন, কাজটি যদি পঞ্চায়েত নিজ উদ্যোগে অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরীয় ভি.বি.ডি.সি টিমের সহয়তায় সমাধান হয়ে যায় তাহলে অভিযোগটির তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি সম্ভব।
এবার ধরা যাক একটি রাস্তা বিষয়ক অভিযোগ এসেছে। বিশেষ টিমটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল, রাস্তাটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নির্মিত নয়, জেলা পরিষদ থেকে হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি আনুমানিক খরচ নির্ধারণ করে, ওই রাস্তার পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে, জেলা পরিষদ আধিকারিক বা জেলার নোডাল অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (এ.ডি.এম) কে

বিষয়টি অবগত করতে হবে। বিডিও অফিস থেকে এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব জেলায় পাঠালে তা জেলা স্তরে নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক।

খ) ব্লক/ পঞ্চায়েত সমিতি স্তর:

1) **ব্লকে স্তরেও একটিদ্রুত ব্যাবস্থা গ্রহন কারী দল (বি.এল.জি.আর.টি. এফ)** গঠন করতে হবে। এটিবিডিও-র তত্ত্বাবোধনে এবং জয়েন্ট বিডিও-র নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। এই টিমে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জে.ই. (আর. ডাব্লিউ এস) / জে.ই. (আর. ডাব্লিউ. এস) / জে.ই (.ডাব্লিউ.আর.ডি.ডি) প্রমুখরা থাকবেন। এছাড়া থাকবেন টি.এ (এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ), পিডিও/ পাও, বি.আই.ও, অন্যান্য এক্সটেনশন অফিসার (বি.ডাব্লিউ.ও, ইনস. বি.সি. ডাব্লিউ, ডাব্লিউ.ডি.ও, এফ.ই.ও), বি.এল.এল.আর.ও, স্থানীয় থানার পুলিশের নির্দিষ্ট একজন সাব ইন্সপেক্টর, স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ।

2) অভিযোগের প্রকৃতি ও আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী দলটি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

   যেমন - **রাস্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যার** তদন্ত করতেজয়েন্ট বি ডি ও, একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষগণ সেই স্থানে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন; আবার, **জমি জমা সংক্রান্ত** কোনো অভিযোগ উঠলে, বিডিও সাহেব ও জয়েন্ট বিডিও সাহেব, বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ, থানার সাব ইন্সপেক্টর, বি.এল.এল.আর.ও সাহেব, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, প্রধান সহ বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষই থাকতে পারেন সরেজমিন পরিদর্শনক্ষেত্রে।ব্লক স্তরীয় থ্রি-ম্যান কমিটির সিদ্ধান্তকে এ সব ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

3) ব্লকের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী দলটি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে বা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ীগ্রাম পঞ্চায়েতকে নিযুক্ত করতে পারে।

4) দুই স্তরই বিষয়টি নিয়ে যৌথ ভাবে এবং সুসংহতভাবে কাজ করতে পারে।

5) অভিযোগ গুলি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্লক স্তরে একটি কার্যকরী **কন্ট্রোল রুম** থাকা আবশ্যক।

6) পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় প্রতি স্তরে মুখ্য অভিযোগ গুলি দায়ের করার জন্যে বি.এস. কে (বাংলা সহায়তা কেন্দ্র)- এর সক্রিয় ভূমিকা পালন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

7) জনসংযোগ সভা / বিশেষ শুনানি সভা ব্লক স্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী দলটির উপস্থিতিতে প্রয়োজন ভিত্তিক অভিযোগকারী ব্যাক্তির বিষয়টির শুনানি হবে। এই ফোরাম অভিযোগকারী এবং প্রশাসনের মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে। অভিযোগকারীকে তার অভিযোগের তদন্তের স্থিতি, পরিষেবা সরবরাহের জন্য আনুমানিক সময়, অগ্রাধিকার তালিকা থেকে বাদ পড়ার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। এর মূল লক্ষ্যই হল - অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সংবেদনশীল এবং উত্তরদায়ী তৈরি করা।

8) পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গণ **বি.এল.জি.আর.টি (Block Level Grievance Redressal Committee)** তে উপস্থিত থাকেন।তাই বিডিও সাহেব মনে করলে সাধারণ সভায় কোন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নিতে পারেন।

গ) জেলা পরিষদ স্তর:-

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নয়নশীল প্রকল্পগুলি প্রধানত ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। তবুও, কিছু ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ব্লক স্তরে কোনো অভিযোগ যেমন - **পোস্টিং স্থানান্তরকরণ, চাকরি সংক্রান্ত সমস্যা, জেলা পরিষদের রাস্তা, পি.ডব্লিউ.ডি রাস্তা, সেতু সংস্কার, জেলা পরিষদের ফেরি ঘাট, বৈদ্যুতিক শ্মশান, জমি সংক্রান্ত সমস্যা, জলের পাইপ লাইন বা পি.এইচ.ই.ডি (PHED) দপ্তরের জল প্রকল্পের** জন্য জেলা

কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন এবং কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জেলা কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়ে সেই অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

1) **জেলা পরিষদ স্তরে অভিযোগ গুলি সমাধানের জন্য** বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসারদের সমন্বয়ে এবং একজন নোডাল অতিরিক্ত জেলা শাসকের নিয়ন্ত্রণে একটি নীতি নির্ধারক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থাকতে পারে।ডি.পি.এল.ও (ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং অফিসার), ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডি.পি.আর.ড.ও, (ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রুরাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার), জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি, ডেপুটি ডি.এল.এল.আর.ও (ডেপুটি ল্যান্ড ও ল্যান্ড রিফরম অফিসার), ডেপুটি পি.ডি (মনিটরিং) (ডেপুটি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর- মনিটরিং) পি.ও.বি.সি.ডাব্লিউ (প্রোগ্রাম অফিসার – কাম- ডিসট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার), ডি.এস.ডাব্লিউ.ও (ডিসট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার), পি.ডাব্লিউ.ডি এর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, ডি.এন.ও – এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ (ডিসট্রিক্ট নোডাল অফিসার-MGNREGA) প্রমুখ অফিসার বর্গ এই প্যানেলে থাকবেন। কিছু উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত এই কমিটি নিতে পারে যা ব্লক স্তরে নেওয়া সম্ভব নয়।

2) প্যানেলের সদস্যরা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আসা বিষয় গুলিকে খতিয়ে দেখবেন এবং তার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান দেবে। নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যকিছু বিষয় নিয়ে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন হতে পারে। এই কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ রিপোর্ট প্রস্তুত হবে।

__যেমন__, বাড়ির সংক্রান্ত অভিযোগ গুলির ক্ষেত্রে অনেক যোগ্য উপভোক্তার এস.ই.সি.সি (Socio Economic & Caste Census) লিস্টে নাম না থাকায় "আবাস প্লাস" - এর 'প্রায়োরিটি লিস্ট' বা 'পার্মানেন্ট ওয়েট লিস্ট'- এ স্থান পায়নি -এই শ্রেণীভুক্ত মানুষ, সি.এম.ও (CMO) থেকে শুরু করে সর্বত্র হাউসিং সংক্রান্ত অভিযোগ করে থাকেন। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তদন্ত করে দেখা গেছে এই অভিযোগকারীদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি পাওয়ার মৌলিক শর্ত টি পূরণ করছে। যে সকল উপভোক্তা আপাত দৃষ্টিতে যোগ্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে, তাদের রেকর্ড গুলি জেলায় বা জেলা পরিষদের আবাস যোজনার দপ্তরে নথি হিসাবে প্রেরণ করতে হয়। পরবর্তীকালে আবাস সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প রূপায়িত হলে বা নীতি নির্ধারণের সময় এলে, জেলা এই রেকর্ডটির উপর ভিত্তি করে রাজ্য স্তরে একটি বাস্তবসম্মত চিত্র তুলে ধরতে পারে।

বহু ক্ষেত্রে, বিশেষত যে বিষয় গুলিতে অন্যান্য সমস্থানীয় দপ্তর গুলি সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, সেখানে কিছু ক্ষেত্রে জেলাস্তরীয়-উপযুক্ত-অভিযোগ-নিরসন-কমিটির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে – যেমন, পি.ডব্লিউ.ডি (রোড), পি এইচ ডি পানীয় জল, সাপ্লাই, সেচ দপ্তরের ব্রিজ, পি.ডব্লিউ. ডি (ইলেক্ট্রিকালস) দ্বারা পরিচালিত বৈদ্যুতিক চুল্লির সংস্করণ ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ কী ধরনের অভিযোগ পঞ্চায়েত দপ্তরে বেশি পরিমাণে দায়ের হয় ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েত দপ্তরে **যে সকল ক্ষেত্র থেকে সর্বাধিক অভিযোগ আসে সে গুলির নিম্নরূপ :-**

i. আবাস যোজনা সংক্রান্ত অভিযোগ (৫৩%)।
ii. রাস্তা সংক্রান্ত অভিযোগ (৩৪%)।
iii. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচিসংক্রান্ত অভিযোগ (8%)।
iv. শৌচাগার সংক্রান্ত অভিযোগ (৩%)।

প্রশ্নঃ অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কী কী বাধা পরিলক্ষিত হয় ?

উত্তরঃ

i. প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতা।
ii. তহবিলের সীমাবদ্ধতা।
iii. পশ্চিমবঙ্গের "১০০ দিন কর্ম সূচি"-র উপর স্থগিতাদেশ।
iv. iv)বৈধ আবাস যোজনার প্রাপকদের প্রাপ্য অর্থে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নিষেধাজ্ঞা।
v. আর্থ সামাজিক ও জাতিগত জনগণনাসার্ভে রিপোর্টেরসীমাবদ্ধতা।
vi. অবস্থান গত সীমাবদ্ধতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতাগত সীমাবদ্ধতা।
vii. জলবায়ুগত প্রতিকূলতা।
viii. দায়ের করা অভিযোগ গুলিকে খতিয়ে দেখার অভাব।
ix. অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে সচেতনতার পরিবেশের অভাব।
x. দীর্ঘ মেয়াদি নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি (Model Code of Conduct)।
xi. প্রশাসনিক তৎপরতার অভাব।
xii. সময়ের সীমাবদ্ধতা।
xiii. সরকারি নীতি পরিবর্তন।
xiv. প্রকল্প তহবিলের অপ্রতুলতা।

ইত্যাদি নানা কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ বিলম্বিত হতে পারে।

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গে যখন MGNREGA কাজগুলি স্থগিত থাকে, তখন কিভাবে তহবিলের সীমাবদ্ধতা সামলানো যেতে পারে ?

উত্তরঃ সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক কিছু ক্ষেত্রে তহবিলের কাজ পরিচালনা করে থাকে :

i. জি.পি.ডি.পি' র (গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান) অন্তর্গত বার্ষিক পরিকল্পনাতে (অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান) অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগের অধীনে আসা অভিযোগ গুলি নিস্পত্তির জন্য **জরুরি ভিত্তিতে** ৫ থেকে ১০ লক্ষ্য টাকা পর্যন্ত খরচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ii. যদি কোনো ব্লক খরচ বহন করতে ব্যর্থ হয়সেক্ষেত্রে রাস্তা, কালভার্ট, ড্রেন, ব্রিজ, ইত্যাদি মেরামত বা নির্মাণের জন্য তহবিলের অনুরোধ সহ, **মোটামুটি খরচ অনুমান করে জেলাস্তরে অনুমোদনের** জন্য রিপোর্টপেশ করতে হবে।
iii. **উন্নয়নের স্বার্থে**, কিছু ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং **জেলার থেকে,ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতিগুলির জন্য তহবিল মঞ্জুর করা যেতে পারে।**এর ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (District Level Ccompetent Body for Grievance Redressal)-এর যথাযথ কার্যকারিতা, এই ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
iv. রাজ্যেরউন্নয়নের স্বার্থে,জেলা মনে করলে, প্রস্তাব টি বাড়িয়ে দিতে পারে।
v. ৮ই জুন ২০২৩ তারিখে সোরাসোরি মুখ্যমন্ত্রী চালু হওয়ার পর থেকে, ১৫.১২.২০২৩ পর্যন্ত সড়ক খাতে SSM-এর মাধ্যমে ১৬,৩৪৩টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। অসংখ্য আবেদনের মধ্যে, P&RD-এর মাধ্যমে প্রায় ১২,০০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৯,৬৪২টি কার্যকর রাস্তা নির্মাণের কাজ P&RD-এর হাতে নেওয়া হয়েছে, যার সম্পূর্ণ খরচ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বহন করা হয়েছে। বর্তমানে, পথশ্রী-এর চতুর্থ পর্যায়ের মাধ্যমে অথবা বাংলার গ্রাম

সড়কযোজনা বা PMGSY-এর মাধ্যমে কার্যকর মামলাগুলি কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৫.১২.২০২৩ সালের পরে প্রাপ্ত অভিযোগগুলির বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তদন্ত চলছে।

প্রশ্নঃ অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ তথা আদর্শ অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট (ATR) -এর মৌলিক নীতিগুলি কী ?

উত্তরঃ

i) দ্রুত।

ii)বিস্তারিত।

iii) বিশ্লেষণাত্মক।

iv) সহানুভূতিশীল।

v) সিধান্তমূলক

প্রশ্নঃ কত রকমের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট হয় ?

উত্তরঃ

যথোপযুক্ত পদক্ষেপের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট

প্রারম্ভিক পদক্ষেপের রিপোর্ট

অনেক সমস্যা আছে যে গুলির আশু সমাধান মেলে না। প্রশাসনিক অনুমোদন, আর্থিক অনুমোদন, সরকারি নীতি পরিবর্তন, প্রকল্প তহবিলের শূন্যতা ইত্যাদি নানা কারণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সদিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত পরিষেবা দিয়ে উঠতে পারে না। এ সকল ক্ষেত্রে সমস্যার বিবরণ, সমস্যটি সমাধানের বাধা গুলি ও সমাধান সূত্র বিবৃত করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হয়। এই প্রকার রিপোর্টকে প্রারম্ভিক পদক্ষেপ রিপোর্ট বলা হয়। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে মূলত **আবাস সংক্রান্ত** অভিযোগ গুলির কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির কারণে আশু সমাধান করা যাচ্ছে না এবং প্রারম্ভিক পদক্ষেপের রিপোর্ট করা হচ্ছে। সাধারণত **৬ মাস** অব্দি প্রারম্ভিক রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা থাকে।

চূড়ান্ত সিধান্তমূলক পদক্ষেপের রিপোর্ট

অনেক সমস্যা আছে**যে** গুলির সমাধান সম্ভব, সেই অনুযায়ী**সুবিধাও প্রদান করা** হয়।তবে কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর প্রাপ্ত বয়ান অস্পষ্ট হলে / **তদন্তের পরেসম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণ** হলে, **অভিযোগটিকে বাদ দেওয়া** হয়। একে **চূড়ান্ত** সিধান্তমূলক পদক্ষেপের রিপোর্ট **বলা** যায়। **উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের ৯নং** প্রশ্নে আলোচ্য বিষয়টির উল্লেখ আছে।পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে এহেন অভিযোগ গুলির আশু সমাধান করা হয়।

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে দায়ের করা অভিযোগগুলির জেলা-ওয়ারি বর্তমান চিত্র (১৩/০৫/২০২৪ অনুযায়ী) :

Sl No.	Name of District	Total Grievances Received from CMO	ATR sent to CMO	Total Grievances Pending
1	South Twenty Four Parganas	378968	147009	231959
2	Malda	372448	157783	214665
3	Murshidabad	229095	109736	119359
4	Purba Bardhaman	104740	72615	32125
5	Paschim Medinipur	106817	76471	30346
6	Birbhum	92327	64000	28327
7	North Twenty Four Parganas	135531	109199	26332
8	Uttar Dinajpur	89480	63510	25970
9	Purba Medinipur	112201	86534	25667
10	Hooghly	53742	31362	22380
11	Howrah	40350	29672	10678
13	Cooch Behar	54305	44258	10047
14	Alipurduar	19133	11201	7932
15	Dakshin Dinajpur	16284	9437	6847
16	Purulia	23282	17671	5611
17	Bankura	62622	57326	5296
18	Nadia	76902	73165	3737
19	Jalpaiguri	17866	14249	3617
20	Jhargram	9937	7207	2730
21	Paschim Bardhaman	8489	7426	1063
22	Darjeeling	5617	5145	472
23	Kalimpong	300	233	67
Total		20,10,436	11,95,209	8,15,227

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে দায়ের করা অভিযোগ গুলির প্রকল্প অনুযায়ী চিত্র (১৩/০৫/২০২৪ অনুযায়ী)

SCHEME	TOTAL GRIEVANCES
P&RD-Awas Yojana	1835259
Road Connectivity & Infrastructure (Rural)	131247
P&RD-Nirmal Bangla (Rural Sanitation)	12794
P&RD-MGNREGA	11907
Public Health & Hygiene (Sewerage/ Water Logging/ Public Health Issues)	4163
P&RD-EWS /Income/Residential Certificate	3074
Tube-well & Drinking Water Issues	3042
P&RD - Panchyat Tax/Building & Other Permissions	2380
Appoinment, Remuneration, Transfer/Posting & Other Issues of Contractual Employees	1577
Non-Descriptive Issues	1229
Establishment, Appoinment, Transfer/Posting & Other Issues of Govt. Employees	928
P&RD-Old Age/Widow/Disability Pension/NFBS(NSAP)	562
Salary & Pensional benefits of Govt Employees	541
P&RD-SOMOBYATHI	510
Illegal Construction/encroachment	458
Employment Prayer	431
P&RD-Anandadhara SHG (NRLM)	154
Compassionate Employment	147
Corruption by Public Servant	27
Appointment, Examination Related Issues	6
Total	20,10,436

পি.জি.আর.এস, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং সি.পি.গ্রাম এই তিনটি পোর্টালের তুলনামূলক আলোচনা (০৭/০৩/২০২৫ অনুযায়ী):

পি.জি.আর.এস	সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী	সি.পি.গ্রাম
১) পি.জি.আর.এস- হলো পঞ্চায়েত দপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি নিজস্ব পোর্টাল।	১) "সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী" পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী-র দপ্তরের নিজস্ব পোর্টাল।	১) সি.পি.গ্রাম হলো - ভারত সরকারের একটি পোর্টাল।

২) শুধুমাত্র পঞ্চায়েত বিষয়েই অভিযোগ জানানো যায়।	২) এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত দপ্তরের বিষয়ে অভিযোগ জানানো যায়।	২) সি.পি.গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ জানানো যায়।
৩) অভিযোগকারী নিজেই অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারেন।	৩) "সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী" পোর্টালের নিজস্ব নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানো যায়, সেখান থেকে অভিযোগটি লিপিবদ্ধ করে SSM পোর্টালের মাধ্যমে যে দপ্তরের অভিযোগ সেই দপ্তরে পাঠানো হয়।	৩) সি.পি.গ্রাম- এ মানুষ অনলাইন এবং অফলাইনে অভিযোগ জানাতে পারেন।
৪) পি.জি.আর.এস - এ অভিযোগকারীর সমাধান পছন্দ না হলে তিনি তা পোর্টালের মাধ্যমে জানাতে পারেন।	৪) "সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী" তে অভিযোগকারীর সমাধান পছন্দ না হলে তিনি তা পোর্টালের মাধ্যমেজানানোর সুযোগ পান না। তবে প্রয়োজনে তিনি অভিযোগ টি পুনরায় দায়ের করতে পারেন।	৪) সি.পি.গ্রাম - এ অভিযোগকারীর সমাধান পছন্দ না হলে তিনি তা পোর্টালের মাধ্যমে জানাতে পারেন।
৫) পি.জি.আর.এস পোর্টালটি গুগল প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যায়।	৫) "সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী"- র বর্তমানে কোনো এন্ড্রোয়েড অ্যাপ নেই।	৫) সি.পি.গ্রাম গুগল প্লে - স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যায়।
৬) নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর জন্য কোনো ফোন নম্বর উপলব্ধ নেই। তবে পঞ্চায়েত দপ্তরের কন্ট্রোল রুম নং. (০৩৩-২৩৪০-২০২২)তে ফোন করে অভিযোগ জানালে সেটি দপ্তর কর্তৃক পি.জি.আর.এস পোর্টালে নিবন্ধীকরণ করা হয়।	৬) নাগরিকরা সরাসরি ৯১৩৭০৯১৩৭০ নম্বরটিতে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন।	৬) নাগরিকদের জন্য কোনো ফোন নম্বর উপলব্ধ নেই যাতে তারা অভিযোগ জানাতে পারেন।
৭) এই পোর্টালটিতে ২৪×৭ অভিযোগ দায়ের করা যায়।	৭) সোম থেকে শনিবার সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করা যায়।	৭) সি.পি.গ্রাম - পোর্টালটিতে ২৪×৭ অভিযোগ দায়ের করা যায়।

‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ স্কিমের মাধ্যমে, জেলা ভিত্তিক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভকারী পরিষেবামূলক চিত্র (০৭/০৩/২০২৫ অনুযায়ী) :

SL NO	DISTRICT	TOTAL INDIVIDUAL BENEFIT CASE UNDER SSM	BENEFIT GIVEN	MATTER TAKEN UP	INELIGIBLE ON VERIOUS GROUNDS	PENDENCY	% OF BENEFIT
1	PURULIA	43	10	14	12	7	32
2	BANKURA	122	27	57	35	3	31

3	HOWRAH	98	15	14	46	23	29
4	DARJILING	6	1	1	2	2	25
5	COOCH BIHAR	243	37	76	91	39	24
6	JHARGRAM	38	7	12	7	12	23
7	DAKSHIN DINAJPUR	84	11	42	29	2	20
8	PURBA MIDNAPORE	608	77	169	184	178	18
9	HOOGHLY	120	12	18	34	56	14
10	JALPAIGURI	47	6	4	3	34	14
12	PURBA BARDHAMAN	215	26	17	13	159	13
13	NADIA	218	18	26	62	112	12
14	ALIPURDUAR	46	4	8	4	30	10
15	NORTH 24PARGANAS	318	16	47	125	130	8
16	SOUTH 24 PARGANAS	811	28	32	31	720	4
17	MALDA	944	19	264	218	443	3
18	UTTAR DINAJPUR	248	6	8	12	222	3
19	MURSHIDABAD	410	9	28	39	334	2
20	PASCHIM MIDNAPORE	530	10	10	16	494	2
21	BIRBHUM	414	7	7	11	389	2
22	PASCHIM BARDHAMAN	6	0	5	1	0	0
TOTAL		5,569	346	859	975	3,389	8

*****

ষষ্ঠ অধ্যায়

সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম গঠনে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য, পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি

সি এইচ সি এম আই বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর

প্রশ্নঃ সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম গঠন বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম ' গঠনের উদ্দেশ্য হল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সকল বয়সের সবার জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বা কাজ গ্রহণ ও রূপায়ণ করা। যার ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকায় বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের ২ ও ৩ নং লক্ষ্য পূরণে কাজ করা।

জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি

প্রশ্নঃ জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (১৯৭৩) ও তার পরবর্তী সংশোধনী অনুসারে, জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব সরাসরি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার উপর বর্তায়। জনস্বাস্থ্য বলতে কোনও একটি এলাকার সব শ্রেণির জনগণের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকা বোঝায়। সকলে মিলে চেষ্টা করে, সুস্বাস্থ্যের শর্তগুলি (স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধান, পরিষ্কার পরিবেশ ইত্যাদি) বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচার ও রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার করতে পারলে এবং সরকারি পরিষেবাগুলি সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। এই ভাবনা থেকেই আমাদের রাজ্যের এই বিশেষ কর্মসূচি "জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য"।

"নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেরাই গড়ব" – এই কর্মসূচির নীতি। "জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য" হল এমন একটি কর্মসুচী যা পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের এলাকার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এই কর্মসুচির তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা, প্রচারমূলক, প্রতিরোধমূলক এবং পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিশেষ করে প্রথম দুটি দিকের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলি হলঃ

ক) পঞ্চায়েত কর্তৃক এলাকার জনস্বাস্থ্যের নজরদারি ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া

খ) এলাকার জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে, তাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি দৃঢ় মালিকানা বোধ গড়ে তোলা যায় এবং যাতে তারা এলাকার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্থানীয়স্তরে পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে পারেন।

গ) মৌলিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জনগোষ্ঠীর আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ন সুনিশ্চিত করা। এই লক্ষে VHSNC কে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা এবং VHSNC তে সব স্তরের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা, যাতে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের ব্যবহারিক পরিবর্তন ঘটানো যায়।

প্রশ্নঃ জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যনীতি কী ?

উত্তরঃ জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যনীতিগুলি হল -

- **বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়** - সামগ্রিক স্বাস্থ্যের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় গড়ে তোলা; দপ্তরগুলি হল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, নারী-শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর ইত্যাদি।
- **সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ** – ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার সকল স্তরে যুক্ত সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মী, আধিকারিক, স্বনির্ভর দল সকলের মধ্যেই জনস্বাস্থ্যের সার্বিক ধারণা এবং জনস্বাস্থ্যের প্রসারে নিজেদের ভুমিকা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা। এছাড়াও কন্যা ভ্রূণ হত্যা, অল্প বয়সে বিবাহ ও মাতৃত্ব, শিশুশ্রম, নারী শিক্ষার প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা সভা করা।
- **স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা** - যে এলাকার, যে অংশের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য পরিকল্পনা, সেখানে যারা বাস করেন এবং সেখানকার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও বিষয়ের সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত, পরিকল্পনার শুরু থেকে নজরদারী পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা।
- **স্থানীয় স্তরে নজরদারি -** গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের নজরদারি ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।
- **গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে চিকিৎসা শিবির** - যে সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় কোনও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনায় চিকিৎসা শিবির গঠন করা।

  সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য জনস্বাস্থ্যে পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব।

প্রশ্নঃ জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য কি কি মঞ্চ (platform) বিভিন্ন স্তরে গঠিত হয়েছে ?

উত্তরঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC) - জনসাধারণের মধ্যে স্থানীয় স্তরে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও নজরদারীর কাজ করার জন্য প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (Village Health Sanitation and Nutrition Committee - VHSNC) গঠন করা হয়। এই কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

চতুর্থ শনিবারের বৈঠক - গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য –পুষ্টি- স্বাস্থ্যবিধান -পানীয়জল সংক্রান্ত পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি বিভাগীয় কর্মী, স্বনির্ভর দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাজের নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিমাসে চতুর্থ শনিবারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেখানে পারস্পরিক আলোচনার মাধমে চলতি মাসের কাজের পর্যালোচনা ও আগামী মাসের কাজের পরিকল্পনা তৈরি হয়।

ব্লকস্তরে দ্বিতীয় মঙ্গলবারের মিটিং - উপরোক্ত কাজগুলি পর্যালোচনা করার জন্য এবং জনস্বাস্থ্যের যে সমস্যাগুলি উপরে উঠে এসেছে সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করার উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি, এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি এই দুটি স্থায়ী সমিতির মিটিং একই দিনে করার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রশ্নঃ জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে সম্পাদিত কার্যক্রমগুলি কী কী?

উত্তর: জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে সম্পাদিত কার্যক্রমগুলি হল:

- স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির চাহিদা বৃদ্ধি এবং জনগোষ্ঠীর নাগালে নিয়ে আসার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে নিবিড় এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে (৪র্থ শনিবার সভা ইত্যাদি) বিভিন্ন বিভাগ এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রের সমন্বয়।
- •গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে চতুর্থ শনিবার সভা এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মঙ্গলবার সভার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- গ্রাম সংসদ স্তরে গ্রামীণ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবিধান এবং পুষ্টি কমিটি (VHSNC) গঠন।
- প্রতিটি গ্রাম সংসদে **VHSNC** কর্তৃক মাসিক "সুস্বাস্থ্য দিবস" পালন।
- বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য উপ-সংঘের মাধ্যমে **VHSNC**-এর সাথে **SHG**-দের যোগদান
- স্থানীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন
- সংসদ স্তরে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে **VHSNC** তহবিলের ব্যবহার

প্রশ্নঃ – গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC)-এর সদস্য কারা?

উত্তরঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC)-এর সদস্যরা হলেন –

গ্রামীণ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবিধান এবং পুষ্টি কমিটির গঠন		
ক্রমাঙ্ক	**সদস্যদের বিবরণ**	**দায়িত্ব**
১	**ঐ গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি** একাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধির ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধি অগ্রাধিকার পাবেন। অন্যথা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি চেয়ারম্যান হবেন এবং অন্যজন সাধারণ সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধির অবর্তমানে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওই কার্যভার পালন করবেন।	চেয়ারম্যান
২	**সর্বশেষ নির্বাচনে ঐ গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি** একাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলে, প্রতিটি আসনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত	সাধারন সদস্য

গ্রামীণ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবিধান এবং পুষ্টি কমিটির গঠন		
ক্রমাঙ্ক	**সদস্যদের বিবরণ**	**দায়িত্ব**
	ব্যক্তিকে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	
৩	স্বাস্থ্য সহায়িকা, যার এলাকার মধ্যে ঐ গ্রাম সংসদ এলাকা আসছে (একাধিক সংসদ এলাকা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে) কোনও কারণে স্বাস্থ্য সহায়িকা পদটি ফাঁকা থাকলে, পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহায়িকা বা Health Supervisor সচিবের কার্যভার পালন করবেন।	সচিব
৪	আশা (ASHA) কর্মী কমিটি প্রতি মাসে অন্তত দুটি বৈঠক করবেন এবং আশা কর্মী বৈঠকগুলির আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করবেন।	আহ্বায়ক
৫	ঐ গ্রাম সংসদ এলাকায় কর্মরত সকল অঙ্গনওয়ারী কর্মী ওই সংসদ এলাকায় যতজন অঙ্গনওয়ারি কর্মী নিযুক্ত আছেন, তারা সকলেই সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য হবেন। আশা কর্মী না থাকলে, বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গনওয়ারি কর্মী কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করবেন।	সাধারন সদস্য
৬	"আনন্দধারা" প্রকল্পের সহায়তায় গঠিত স্বনির্ভর দল সমূহের সংঘ সমবায় সমিতি থেকে মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি (একাধিক সংসদ এলাকা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে)	সাধারন সদস্য
৭	"আনন্দধারা" প্রকল্পের সহায়তায় গঠিত উপসংঘ-এর নেত্রীদের মধ্যে যেকোনো দুজন	সাধারন সদস্য
৮	পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্গত কর্মচারীগণ (একাধিক সংসদ এলাকা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে)	সাধারন সদস্য
৯	**গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি দুইজন মহিলাকে মনোনীত করবেন (একাধিক সদস্য থাকলে, প্রত্যেকে একজন করে),** যারা ঐ গ্রাম সংসদ এলাকার ভোট দাতা। দুই জন মহিলার মধ্যে অন্তত একজন তপঃ জাতি/ উপজাতি অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন	সাধারন সদস্য
১০	**গ্রাম সংসদ এলাকায় নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের একজন**	সাধারন সদস্য
১১	**ঐ এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক,** যিনি Village Level Child Protection Committee -এর সাথে VHSNC এর সমন্বয়ের কাজ করবেন	সাধারন সদস্য

প্রশ্নঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC)-এর কাজ কী ?

উত্তরঃ

- কমিটির জন্য, চেয়ারম্যান এবং সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রদেয় নিঃশর্ত তহবিল এই অ্যাকাউন্টে জমা করা। এছাড়া পরিকল্পনার অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিল/ অর্থ কমিশন প্রভৃতি বরাদ্দ থেকে **VHSNC** - কে আর্থিক অনুদান দিতে পারবেন। তাছাড়া কমিটির সদস্যরা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে, অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারেন।

- মাসে দুটি বৈঠক সংগঠিত করা– চেয়ারম্যান এবং সচিবের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করে, আশা কর্মী আহ্বায়ক হিসাবে বৈঠকের আয়োজন করবেন। প্রতিটি গ্রাম সংসদে যাতে এই বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়, তা নজরদারী করা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ -সমিতির সঞ্চালকের দায়িত্ব।
- উপসংঘের সঙ্গে মাসিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করা। যেখান থেকে স্বনির্ভর দলগুলির প্রতিনিধিদের থেকে বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরিষেবার অভাব তথা প্রান্তিক পরিবারগুলি সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।
- মাসিক বৈঠকে উদ্ভুত তথ্যগুলি থেকে মাসিক কার্য পরিকল্পনা এবং বার্ষিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা তৈরি করা।
- মাসিক বৈঠকে উদ্ভুত আশুকরণীয় বিষয়গুলিকে চতুর্থ শনিবারের বৈঠকে আলোচনা করা।
- প্রতিটি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের এলাকায় Village Health & Nutrition Day (VHND) পালিত হয়। এই VHND পালনে সক্রিয় সহায়তা করা।
- VHSNC–এর অন্তর্গত গ্রাম সংসদগুলিতে প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বুধবার এবং স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের নিকটবর্তী গ্রাম সংসদে প্রথম বৃহস্পতিবার সুস্বাস্থ্য দিবস পালিত হবে। জনস্বাস্থ্যের কাজে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা, সুস্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য। VHSNC-এর তহবিল থেকে সুস্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করা যাবে। জনস্বাস্থ্যের কোনও একটি বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা সভার আয়োজন করা হবে। সংসদ স্তরে স্বনির্ভর দলের উপ-সংঘ প্রচার ও প্রসারের কাজে VHSNC-কে সহায়তা করবেন।
- VHSNC "স্বচ্ছ ভারত মিশন -গ্রামীণ" কর্মসূচির অন্তর্গত পাড়া নজরদারী কমিটি হিসাবে কাজ করবেন।
- পতঙ্গ বাহিত রোগের প্রতিরোধের তদারকির জন্য **Citizen's Task Force** বা নাগরিক কর্তব্য বাহিনী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গঠিত জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি **(Village Water & Sanitation Committee)** -এর নিচের স্তর হিসাবে, গ্রাম সংসদ স্তরে প্রতিনিধিত্ব করা।
- Village Level Child Protection Committee-এর সহযোগী হিসাবে কাজ করা।
- পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করা।

প্রশ্নঃ যক্ষা (টিবি) মুক্ত পঞ্চায়েত বলতে কী বুঝব ?

উত্তরঃ যক্ষামুক্তির উদ্দেশ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে 'যক্ষামুক্ত পঞ্চায়েত' গড়ে তোলা স্বাস্থ্যদপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের একটি যৌথ উদ্যোগ। 'যক্ষামুক্ত বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে এই উদ্যোগে সামিল হতে হবে।

প্রশ্নঃ যক্ষামুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী ?

উত্তরঃ যক্ষামুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা হল -

- পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় যক্ষামুক্তির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
- জনগণকে যক্ষামুক্তির বিষয়ে সচেতন করতে হবে। যেমন এই রোগের লক্ষণ, এই রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা, সরকারি স্তরে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ ইত্যাদি।
- যক্ষা রোগীদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা।
- 'নিকশয় মিত্র'-র মাধ্যমে পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা।

- গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC)-র সভাতে নিয়মিত এই রোগের অবস্থার পর্যালোচনা করা।
- যক্ষামুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা চিহ্নিত করা।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা কী কী ?

উত্তরঃ

- নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতে চতুর্থ শনিবারের সভাগুলিতে নিয়মিত নিজে উপস্থিত থাকা।
- নিজ নিজ গ্রাম সংসদ এলাকাতে VHSNC এর সভাগুলি নিয়মিত আয়োজন করা এবং সভাগুলিতে নিজে উপস্থিত থাকা –
    - এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করা।
    - এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য সভার আয়োজন করা।
    - স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুনিশ্চিত করা।
- নিয়মিত 'সুস্বাস্থ্য দিবস' উদ্যাপনের আয়োজন করা।
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC)-সভার মাধ্যেমে ছোট ছোট স্বাস্থ্য পরিকল্পনা করে সেগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে 'স্বাস্থ্য পরিকল্পনায়' অন্তর্ভুক্ত করা।
- অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিষয়গুলিকে উপসমিতিতে অগ্রাধিকার দেওয়া
- "টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত" তৈরিতে সকল সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আন্তরিক ভূমিকা পালন করা।

পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান পতঙ্গবাহিত রোগগুলি কী কী ?

উত্তরঃ পতঙ্গবাহিত রোগগুলির মধ্যে প্রধানতঃ মশাবাহিত রোগগুলি আজকের দিনে মানুষের একটি বড় সমস্যা এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি স্থায়ী উদ্বেগের কারণ, বর্ষাকালে যা ভয়ানক হয়ে ওঠে। অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দ্রুত নগরায়ণ তথা জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অপরিকল্পিত কঠিন ও তরল বর্জ্যের অপসারণ, অকারণ জল জমিয়ে রাখা, প্লাস্টিক এবং থার্মকলের যথেচ্ছ ব্যবহার, জনগনের সচেতনতার অভাব প্রভৃতির কারণে মশার প্রকোপ বাড়ছে। ফলস্বরূপ মশাবাহিত রোগগুলিও আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগগুলি মারাত্মক হতে পারে, এটি যেমন ঠিক, এও ঠিক যে রোগগুলিকে প্রতিরোধ করাও সম্ভব।

আমাদের রাজ্যে পতঙ্গবাহিত রোগের মধ্যে প্রধান হল ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, জাপানী এনকেফেলাইটিস, চিকুনগুনিয়া, কালা জ্বর, ফাইলেরিয়াসিস।

এই পতঙ্গদের উৎসকে এবং লার্ভাকে বিনাশ করেই শুধুমাত্র ধ্বংস করা সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই, রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নয়ন দপ্তর, গ্রামাঞ্চলে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্নঃ গ্রামাঞ্চলে মশার যে প্রজাতিগুলি মশাবাহিত রোগগুলি ছড়ায়, সেগুলি প্রধানত কী কী ?

উত্তরঃ আমাদের দেশে প্রায় ৪০০ প্রজাতির মশা রয়েছে। তার মধ্যে রোগ বহনকারী মশাগুলি মূলতঃ তিনটি গোত্রের মধ্যে পড়ে- ১) অ্যানোফিলিস, ২) কিউলেক্স ও ৩) এডিস।

- ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া বহন করে – এডিস মশা।
- ম্যালেরিয়ার বাহক হল অ্যানোফিলিস মশা।
- জাপানী এনকেফেলাইটিস ও ফাইলেরিয়াসিস -এর বাহক হল কিউলেক্স মশা।

প্রশ্নঃ মশার সাধারন প্রজননস্থল গুলি কী কী ?

উত্তরঃ ৫ মিলিলিটার জল ধরে এরকম জায়গাতেও মশার ডিম পাড়তে পারে।
মশার সাধারন প্রজননস্থল গুলি হল –

১) খোলা বন্ধ নালা।

২) খোলা সোক-পিট।

৩) ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক/ মাটির পাত্র/ নারকেলের খোলা/ নারকেল মালা।

৪) পশু/পাখির খাবারের পাত্র।

৫) কচু গাছের অক্ষ, কলা গাছের অক্ষ, গাছের গর্ত।

৬) বন্ধ নালা/ খাল, নিচু জমি।

৭) ফ্রিজ, কুলার, এসি, ফুলদানি/ টবে জমে থাকাজল।

প্রশ্নঃ গ্রামাঞ্চলে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা, মশার প্রজননস্থলগুলি চিহ্নিত করা ও নষ্ট করা এবং জনসাধারণকে পরিবেশ তথা মশা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, যাতে মশাবাহিত রোগগুলিতে প্রতিরোধ করা যায়।

প্রশ্নঃ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির কার্যনীতি কী ?

উত্তরঃ এই কর্মসূচিটি সমস্ত সরকারি দপ্তরগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টার দ্বারা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সহায়তা ও পরামর্শে এবং মাননীয় মুখ্য সচিবের তদারকিতে রূপায়িত হয়।

- ✓ সমীক্ষক/ সমীক্ষা দলের দ্বারা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারের কাজ করা
- ✓ নিয়ন্ত্রণ দলের দ্বারা নিয়মিত ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ
- ✓ সুপারভাইজারের দ্বারা সমগ্র কাজের সমন্বয় এবং তদারকি

পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের কাজটি কার্যকরী ভাবে করার জন্য, রাজ্যের মোট ৩৩৩৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দুই ভাগে - **Peri-urban vulnerable** (১৪০ টি) এবং সাধারণ (৩১৯৯ টি), ভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্গত কর্মচারী বিন্যাস কীরকম ?

উত্তরঃ বিগত তিন বছরের রোগের প্রকোপ, আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা তথা এলাকার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি বিবেচনা করে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ১৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে Peri- urban vulnerable হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারী বিন্যাসের পরিবর্তন করে অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

এই ১৪০টি Peri-urban vulnerable গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে, কর্মচারী বিন্যাস নিম্নরূপ –

- সুপারভাইজার-১ জন,
- সমীক্ষা দল – প্রতি ৩০০ বাড়ি পিছু ২ জন সদস্য বিশিষ্ট ১টি সমীক্ষা দল,
- নিয়ন্ত্রণ দল-প্রতি ৩টি সমীক্ষা দল পিছু ৩ জন সদস্য বিশিষ্ট ১টি নিয়ন্ত্রণ দল।

তাছাড়া, ৩১৯৯ টি সাধারণ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে, কর্মচারী বিন্যাস নিম্নরূপ -

- সুপারভাইজার-১ জন।
- সমীক্ষক- ৮ জন সদস্য।
- নিয়ন্ত্রণ দল-২ জন সদস্য বিশিষ্ট ৩টি নিয়ন্ত্রণ দল (মোট ৬ জন)।

এই কর্মসূচিতে সারা রাজ্যে মোট ৫৭,৪২৭ জন কর্মচারী নিয়গের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা মাসে ৩০ দিন এই কাজে নিযুক্ত এবং দৈনিক ১৭৫ টাকার সাম্মানিক পান।

Peri-urban vulnerable গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একটি সমীক্ষা দলকে এক সপ্তাহে ৩০০টি বাড়ি সমীক্ষা করতে হয়। কিন্তু অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একজন সমীক্ষককে একটি বাড়ীতে কমপক্ষে ১৫ দিনে একবার সমীক্ষা করতে যাওয়ার লক্ষ নিয়ে কাজ করতে হয়।

প্রশ্নঃ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্গত কর্মচারীদের দায়িত্ব কী ?

উত্তরঃ সুপারভাইজার -

- সমীক্ষা দল/ সমীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রণ দলের কাজের সমন্বয় সাধন।
- সমীক্ষা দল যেসব জায়গা বা বাড়ীতে লার্ভা পেয়েছে, তা PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপ থেকে দেখে নিয়ন্ত্রণ দলকে জানানো এবং খুব তাড়াতাড়ি সেই জায়গাগুলিতে ব্যবস্থা নিয়ে PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপে নথিভুক্ত করা।
- সব বাড়িতে সমীক্ষা হল কিনা বা কোনও বাড়ি বাদ পড়ল কিনা তার তদারকি করা।
- প্রতিদিন মোট সমীক্ষা হওয়া এলাকার অন্তত ২৫% এলাকা এবং ৬টি বাড়ি, ২টি বাড়ি যেখানে সমীক্ষা দল লার্ভা পেয়েছে, ৪টি বাড়ি যেখানে লার্ভা পাওয়া যায়নি, সার্ভে করে কাজের তদারকি করা এবং PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপের "Sample Survey Verification" –এ নথিভুক্ত করা।
- মশার প্রজননস্থলগুলির চিহ্নিতকরণের জন্য সব কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিকে PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপের "Special Activity" তে নথিভুক্ত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষ সচেতনতা কর্মসুচীতে অনশগ্রহণ করা এবং সেগুলির তথ্য PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপের "Special Activity" তে নথিভুক্ত করা।
- জেলা/ মহকুমা/ ব্লক স্তরের প্রশিক্ষণে অনশগ্রহণ করা এবং বিষয়গুলি সমীক্ষা দল/ সমীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রণ দলের সাথে আলোচনা করে তাদের জানানো।
- প্রতিদিন রিপোর্ট ভালোভাবে দেখা ও সমীক্ষা দলের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা। কোনও ভুল পাওয়া গেলে শুধরে নেওয়া ও সমস্যা থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সঠিক জায়গায় জানানো।

সমীক্ষক/ সমীক্ষা দল -

- বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে মশার প্রজননস্থলগুলি চিহ্নিত করা ও নষ্ট করা এবং PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপ –এর নির্দিষ্ট ফর্মে তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা। Form – A হল বাড়ি বাড়ি সার্ভের তথ্য সম্পর্কিত এবং Form – B হল পরিবেশগত তথ্য সংকলনের জন্য।
- বাড়ির সদস্যদের লার্ভা দেখানো ও চিনতে সাহায্য করা ও জমা জলের বিষয়ে তাদের সতর্ক করা।
- জনসাধারণকে পরিবেশ তথা মশা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- যেসব অব্যবহার্য পাত্রের জল ফেলে দেওয়া সম্ভব, সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া এবং ব্যবহার্য পাত্রের জল ফেলে সেগুলি বাড়ির লোককে দেখিয়ে খালি করে, ভিতরটি ঘষে ধুয়ে, উল্টে রাখতে বলা।
- বিশেষ পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষ সচেতনতা কর্মসুচীতে অনশগ্রহণ করা এবং সেগুলির তথ্য PRD VBDCP মোবাইল অ্যাপের "Special Activity" তে নথিভুক্ত করা।
- এলাকার জনগণের ব্যবহারিক পরিবর্তনের জন্য বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার সময় লিফলেট দেওয়া।
- এলাকায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে জানতে পারলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।

প্রসঙ্গতঃ Peri-urban vulnerable এলাকায় একটি সমীক্ষা দলকে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ বাড়িতে সমীক্ষা করতেই হবে, কিন্তু, অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন সমীক্ষকের লক্ষ্য হল একটি বাড়িতে অন্ততঃ ১৫ দিনে একবার পুনরায় সমীক্ষা করা।

নিয়ন্ত্রণ দলের কাজ –

- সমীক্ষা দলের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবং সুপারভাইজার –এর নির্দেশিত ঝুঁকির জায়গায় ব্যবস্থা নেওয়া।
- যেখানে পাত্র বা মশার প্রজনন এর জায়গা ধ্বংস করা সম্ভব সেটা ধ্বংস করা।
- বাড়ির ভিতরে, বাইরে, সার্বজনীন স্থানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে Knapsack Spray Machine এর সাহায্যে অন্তত সপ্তাহে একদিন লার্ভানাশক বা Larvicide Spray করতে হবে।
- যে সকল পুকুরে মাছ ছাড়া হবে, সেখানে মাছ ছাড়ার পূর্বে জঞ্জাল পরিষ্কার করা।
- নিয়ন্ত্রণের কাজ হয়ে গেলে প্রতিবেদন-খ-এর নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করে সুপারভাইজারকে জমা দেওয়া।

প্রশ্ন: ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি কী কী?

উত্তরঃ সাধারণভাবে তিন ধরনের পদ্ধতিতে মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে,

- সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করা এবং সুপারভাইজারের জানানো জায়গাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ- মশার প্রজনন স্থান যেমন-জল জমে আছে বা জমতে পারে এমন পাত্র ভেঙে ফেলা, বদ্ধ নর্দমা, পুকুর পাড়ের আবর্জনা, ভ্যাট প্রভৃতি পরিষ্কার করা।
- জৈব পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ-মশার লার্ভা খায় এমন জাতের মাছ-যেমন গাপ্পি, তেলাপিয়া মাছ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, গ্রাম পঞ্চায়েতে Larvicide সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন)।
- রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ-লার্ভানাশক বা Larvicide Spray-করা (মৎস্য দপ্তর ব্লকে লার্ভা খায় এমন জাতের মাছ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন)।

প্রশ্নঃ এই কর্মসূচির বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় কী কী ?

উত্তরঃ

- টর্চ, হাতা, ডায়েরি সমীক্ষা দলের জন্য এবং কোদাল, ঝুড়ি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ দলের জন্য দেওয়া হয়।
- প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণ দলের সদস্যদের জন্য Protective Kit (Uniform, Water Proof Gloves, Boot, Mask) এবং সুপারভাইজার ও সমীক্ষা দলের কর্মচারীদের Uniform, Mask দেওয়া হয়।
- গ্রামাঞ্চলের সব বাড়িতে অন্ততপক্ষে একবার দেওয়ার জন্য লিফলেট ছাপানো হয়। এই লিফলেটে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং কোভিড রোগ প্রতিরোধের উপায় এবং জনসাধারণের কর্তব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। সব ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই লিফলেট যথাক্রমে বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও উর্দু ভাষায় ছাপানো হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ সিটিজেন টাস্ক ফোর্স (Citizen's Task Force) কী ?

উত্তরঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকায় পতঙ্গ বাহিত রোগের Citizen's Task Force- বা নাগরিক কর্তব্য বাহিনী হিসেবে পঞ্চায়েত সদস্যের নেতৃত্বে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC) কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- কমিটির সদস্যদের প্রত্যেককে উপসংঘ এবং স্বনির্ভর দলের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম সংসদ এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পতঙ্গ বাহিত রোগের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।
- প্রত্যেক মাসে 'সুস্বাস্থ্য দিবস'- এ এলাকার অবস্থা আলোচনা করা। কিছু সমস্যা পাওয়া গেলে সেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চতুর্থ শনিবারের বৈঠকে আলোচনা করা এবং সমাধানের চেষ্টা করা।

আন্তঃ-দপ্তর সমন্বয় - বর্ষার আগে পঞ্চায়েত এলাকার বন্ধ ক্যানাল গুলি, MGNREGA কর্মসূচির অনুমোদিত কাজের অন্তর্ভুক্ত করে পরিষ্কার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নঃ কী কী বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয় ?

উত্তরঃ গ্রাম পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ -

- সকলের অভ্যাস তৈরি করা - যাতে নিজের বাড়ি এবং চারপাশ ছাড়াও এলাকার সার্বজনীন জায়গাগুলি যেমন - বড় মাঠ, ধর্মীয় স্থান, হাট-বাজার, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন রাখা। এই উদ্দেশ্যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে 'গ্রাম পরিছন্নতা সপ্তাহ' পালন করা।
- এছাড়াও, প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে (রবিবার) অল্প কিছু সময় খরচ করে দেখে নেওয়া- বাড়ির উঠানে, ছাদে বা আশে পাশে কোথাও জল জমে আছে কিনা। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা হওয়ার জন্য অন্তত ১০ দিন সময় লাগে। তাই সপ্তাহে এক দিন অন্তত জমা জল ফেলা সহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস তৈরি করা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে কর্মসূচির নজরদারী করবে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পতঙ্গ বাহিত রোগ সংক্রান্ত কাজের নজরদারী বা তদারকির জন্য একজন নোডাল অফিসার রয়েছেন এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের জনস্বাস্থ্য কাজের তদারকির জন্য প্রধানের নেতৃত্বে যে দল রয়েছে তারা এ বিষয়টি নজরদারী করবেন।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী কাজ করতে পারে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে কাজ করতে পারে -

- নিয়মিত PRD VBDRS পোর্টাল খুলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সমীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের তথ্যের পর্যালোচনা করা।
- মশার স্থায়ী প্রজননস্থলগুলির নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্য PRD VBDRS পোর্টালের মাধ্যমে micro-plan তৈরি করা এবং সেই পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ করা।
- স্কুল, বাজার এবং অন্যান্য পাবলিক স্থানে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা এবং সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করা।
- বাড়ির ভিতরে বা আশেপাশে মানুষ যাতে জল না জমায় সেই বিষয়ে মানুষকে বোঝানো।
- প্লাস্টিক ও থার্মোকল ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।
- বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে সচেতনতার প্রসাএ ঘটানো।
- 'সুস্বাস্থ্য দিবস' উদ্যাপনের মাধ্যমে পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা।
- নিয়মিত আলোচনা ও তদারকির মাধ্যমে পতঙ্গবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দমন করা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা কী হবে ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা হবে -

- বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষক দল যাতে নির্বিঘ্নে চালাতে পারে সেটি দেখা।
- সমীক্ষা দল গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তার তদারকি করা।
- সমীক্ষা দল সঠিকভাবে কাজ না করলে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সঞ্চালক,নোডাল অফিসার এবং সুপারভাইজারের সঙ্গে আলোচনা করে রোগ দমনে ব্যবস্থা নেওয়া ও কাজের তদারকি করা।
- জনসাধারণ সমীক্ষা দলের পরামর্শ মেনে চলছে কিনা তা তদারকি করা এবং কথা বলা।
- সমীক্ষা দল এবং নিয়ন্ত্রণ দলের মধ্যে সমন্বয় আছে কিনা তা দেখা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানো।
- সপ্তাহে একবার সুপারভাইজারের সাথে বসে PRD VBDRS পোর্টালটি দেখা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতা ঘোষণা করা।

পতঙ্গ বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে কর্মসূচিতে প্রযুক্তির ব্যবহার- PRD VBDCP **মোবাইল অ্যাপ এবং PRD VBDRSওয়েব পোর্টাল**

প্রথম থেকেই এই কর্মসূচির আওতাধীন কার্যক্রম যেমন বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে-কলমে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হত।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর একটি GIS ভিত্তিক অনলাইন সিস্টেম - মোবাইল অ্যাপ "PRD VBDCP" চালু করেছে যা একটি ওয়েব পোর্টাল "Vector Borne Disease Reporting System - PRD VBDRS" এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে নিবিড় এবং নিরন্তর নজরদারি, স্বচ্ছতা এবং কর্মসূচির কার্যকরী রূপায়ন নিশ্চিত করা যায়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

বর্তমানে "PRD VBDCP" অ্যাপের মাধ্যমে সমীক্ষা দল/ সমীক্ষক সমীক্ষার কাজ করেন এবং সঠিকভাবে সমীক্ষা করা হল কিনা সেটা সুপারভাইজার যাচাই করেন। এইভাবে পরিবার/ পরিবেশের স্থানগুলির ভূ-অবস্থান (Geo-location) স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া, কোনও ঝুকিপূর্ণ এলাকা পাওয়া গেলে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অ্যাপের মাধ্যমে সুপারভাইজার নিয়ে থাকেন।

বিশেষ কর্মসূচি নথিভুক্তিকরন

সমীক্ষা এবং সমীক্ষার নমুনা যাচাই ছাড়াও বাজার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, "স্থায়ী প্রজনন স্থানের মানচিত্র তৈরি", "প্রজনন স্থানের জন্য বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম", গাপ্পি মুক্তি কার্যক্রম, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম যেমন - "স্কুল সচেতনতা কার্যক্রম", সম্প্রদায় সচেতনতা কার্যক্রম", 'অন্যান্য পাবলিক প্লেসে IEC কার্যকলাপ' PRD VBDCP অ্যাপের "Special Activity" বিভাগ থেকে নথিবদ্ধ করা হয়।

কার্যকর নজরদারির জন্য Exception Report:

বিভিন্ন স্তর থেকে যথাযথ নজরদারির জন্য তৈরি করা হয়েছে এরকম বিভিন্ন বিষয়গুলি- "Under performing sample survey verifications" , "Under performing average Survey done by VST", "More Average Survey by VST", "VST same location survey report", "Nos. of Special activity at GP level", "Low performing GP", "Low special Activity performing GP" ।

ভালো কাজের স্বীকৃতি

কর্মী এবং কর্মসূচীতে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার জন্য প্রতি মাসে সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত, সেরা সুপারভাইজার এবং সেরা সমীক্ষা কর্মীদের তালিকা পোর্টালে প্রদর্শিত হয়। চলতি মাসের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে একটি লিডার-বোর্ডও প্রদর্শিত হয়।

ডেঙ্গু সতর্কতা

পরামর্শ
1 পরিবেশ জঞ্জাল মুক্ত করুন
2 জমিয়ে রাখা জল সপ্তাহে ২ বার খালি করে দিন
• ডেঙ্গু একটি ভাইরাস-জনিত অসুখ যা মশার কামড়ের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

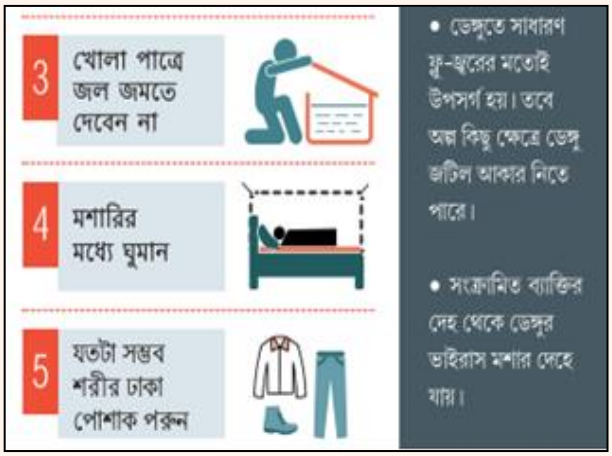
3 খোলা পাত্রে জল জমতে দেবেন না
4 মশারির মধ্যে ঘুমান
5 যতটা সম্ভব শরীর ঢাকা পোশাক পরুন
• ডেঙ্গুতে সাধারণ ফ্লু-জ্বরের মতোই উপসর্গ হয়। তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জটিল আকার নিতে পারে।
• সংক্রামিত ব্যক্তির দেহ থেকে ডেঙ্গুর ভাইরাস মশার দেহে যায়।

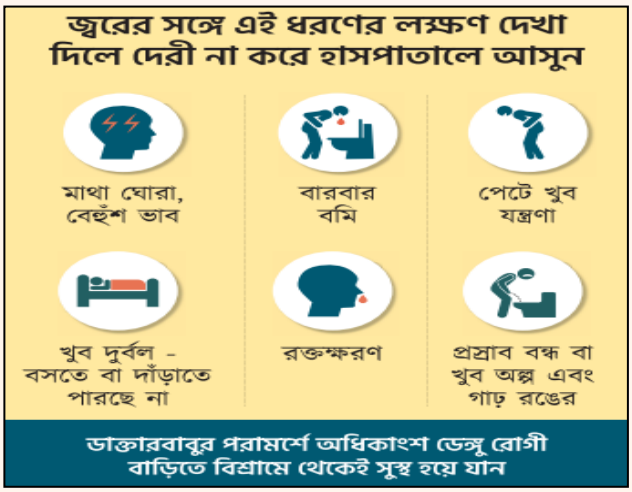
জ্বরের সঙ্গে এই ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে দেরী না করে হাসপাতালে আসুন
মাথা ঘোরা, বেহুঁশ ভাব
বারবার বমি
পেটে খুব যন্ত্রণা
খুব দুর্বল - বসতে বা দাঁড়াতে পারছে না
রক্তক্ষরণ
প্রস্রাব বন্ধ বা খুব অল্প এবং গাঢ় রঙের
ডাক্তারবাবুর পরামর্শে অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী বাড়িতে বিশ্রামে থেকেই সুস্থ হয়ে যান

জ্বর হলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান, প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো রক্তপরীক্ষা করান

দেখে নিন দশদিক, প্রতি রবিবার দশ মিনিট
কোথাও জল আটকে নেই তো?
ছাদে?
নর্দমায়?
ফেলে দেওয়া টায়ারে?
ট্যাঙ্কের ঢাকনা আছে তো?
ত্রিপল ঢাকায় জল জমে নেই তো?

ডেঙ্গু প্রতিরোধে
খোলা পাত্রে জল জমে থাকলে ডেঙ্গুর মশা জন্মায়

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি: স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) / মিশন নির্মল বাংলা

স্যানিটেশন বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ রাজ্যে এই কর্মসুচির সুচনা হয় ১৯শে নভেম্বর ২০১৩ । এই ক্রমসুচির লক্ষ্য ছিল ২রা অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে রাজ্যের সমস্ত গ্রামকে উনন্মুক্ত শৌচমুক্ত (ওডিএফ) গ্রামে পরিনত করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে উনন্মুক্ত শৌচমুক্ত রাজ্যে পরিনত করা । রাজ্য ইতিমধ্যে উনন্মুক্ত শৌচমুক্ত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করেছে ।

ওডিএফ-পরবর্তী ধাপে লক্ষ্য হল ওডিএফ-ঘোষিত গ্রামে পর্যায় ক্রমে কঠিন ও তরল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সুবিধা উপলব্ধ করা ।

প্রশ্নঃ ওডিএফ-পরবর্তী ধাপের কাজ গুলি কি কি ?

উত্তরঃ ওডিএফ-স্থায়িকরনঃ

- ওডিএফ অবস্থা বজায় রাখার জন্য যোগ্য বিবেচিত এমন সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের সুবিধা উপলব্ধ করা।
- জনসমাগম হয় এমন এলাকায় প্রয়োজন ভিত্তিক সর্ব্বসাধারনের ব্যবহার্য্য শৌচাগারের সুবিধা প্রদান করা। প্রয়োজনীয় জলের সংস্থান, রক্ষণাবেক্ষন ও তদারকির উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকাও আবশ্যিক।

- যে সমস্ত পরিবারে পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংকুলান নেই এমন কয়েকটি পরিবারের জন্য সামুদয়িক শৌচাগারের নির্মান করা। রক্ষণাবেক্ষন ও তদারকির কাজ সুবিধাভোগী পরিবার গুলিকে করতে হবে।
- পারিবারিক শৌচাগার নির্মানের জন্য যোগ্য বিবেচিত প্রতিটি পরিবার এই কর্মসুচি থেকে ১২,০০০ টাকা পর্যন্ত উৎসাহ বর্ধক অনুদান পেতে পারেন।
- সর্ব্বসাধারনের ব্যবহার্য শৌচাগারের নির্মান ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে ৩০% অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত তার পঞ্চদশ অর্থকমিশন বরাদ্দ থেকে বহন করবে ।

বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

<u>রাজ্যের সমস্ত গ্রামে কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাঃ-</u>

এই কর্মসুচির জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। ৫,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট

গ্রামে জন পিছু (*per capita*) ৬০ টাকা, তার বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে জন পিছু ৪৫ টাকা ব্যয় করা যাবে।এর মধ্যে ৩০% অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চদশ অর্থকমিশনের বরাদ্দ (শর্তযুক্ত) থেকে নিতে হবে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ পঞ্চদশ অর্থকমিশনের বরাদ্দ (শর্তযুক্ত), এম.জি.এন.আর.জি.এস , গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল ইত্যাদি থেকে বরাদ্দ করতে হবে। অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নিয়ম মেনে কাজগুলি করতে হবে।

প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন

- প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যকে নিষ্কাশন করার প্রয়োজনভিত্তিক ব্লকস্তরে জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে।
- প্রতিটি ব্লকে প্লাস্টিক বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র তৈরি করতে মিশন নির্মল বাংলা থেকে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যেতে পারে।
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তাধীন তহবিলের অর্থ ও আলাদা ভাবে এই কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

তরল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যাবস্থাপনাঃ-

- এই কর্মসুচির জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসুচি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে। ৫,০০০ পর্যন্ত জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে জন পিছু (*per capita*) ২৮০ টাকা, তার বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে জন পিছু ৬৬০ টাকা ব্যয় করা যাবে। এর মধ্যে ৩০% অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতের পঞ্চদশ অর্থকমিশনের বরাদ্দ থেকে নিতে হবে।
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তাধীন তহবিলের অর্থও এই কাজে আলাদা ভাবে ব্যয় করা যেতে পারে।

মল-কর্দমের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (Feacal Sludge Management)ঃ-

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসুচির অধীনে এই কাজের জন্য তিনটি ধাপের কথা বলা হয়েছে-

(১)কারিগরী ত্রুটি সম্পন্ন নির্মিত পারিবারিক শৌচাগারের যথা শীঘ্র মেরামতি (Retrofitting) ও এককূপ যুক্ত শৌচাগার গুলিকে দুই কূপ যুক্ত শৌচাগারে রূপান্তর করন।

(২)নিরাপদে যান্ত্রিক উপায়ে সংগৃহিত মলকর্দমকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত FSTP তে নিষ্কাশনের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

(৩)উপরের উপায়ে মল কর্দমের সম্পূর্ণ নিষ্কাশন সম্ভব না হলে নিয়ম অনুসারে পরিখা কেটে (Deep Row Trenching) বা FSTP নির্মান করে সংগৃহিত মলকর্দমকে নিষ্কাশিত করা যেতে পারে।

- এই কর্মসুচির জন্য মিশন নির্মল বাংলা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। জন পিছু (*per capita*) ২৩০ টাকা এই কাজের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচিতে এই কাজটি জেলা স্তরীয় কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তাধীন তহবিলের অর্থ ও এই কাজে আলাদা ভাবে ব্যয় করা যেতে পারে।

বৃহৎ বায়ো গ্যাস প্রকল্পঃ -

- গরু, মহিষের গোবর থেকে বায়ো গ্যাস বা জৈব গ্যাস উৎপাদন বিবরণ কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গ।
- এই কাজটি জেলা স্তর থেকে রূপায়িত হয়ার কথা। গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসুচি থেকে একটি জেলায় ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই কাজে ব্যয় করা যাবে।

- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তাধীন তহবিলের অর্থ ও এই কাজে আলাদা ভাবে ব্যয় করা যেতে পারে।

মেয়েদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থাপনাঃ

- গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসুচি থেকে মুলতঃ দু'ধরনের কাজ করা যেতে পারে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলের এই বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রচার-প্রসার।
- ঋতু কালে মহিলা / মেয়েরা যাতে সহজে স্যানিটারি প্যাড ইত্যাদি পায় তার ব্যবস্থা করা। এজন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা স্যানিটারি প্যাড তৈরি করে বিপণনের ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় বা অফিসে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা যায়।
- ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাডের নিরাপদ নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ভস্মীকরণ যন্ত্রের (incinerator) সাহায্যে করা হয়। এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যাবস্থাপনার উদ্দ্যেশে স্থাপিত প্রতিটি কেন্দ্রে উপযুক্ত ক্ষমতার নিরাপদ ভস্মীকরণ যন্ত্র স্থাপন করতে হবে।

- এই কাজের বিশেষত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রচার-প্রসারের জন্য মিশন নির্মল বাংলা কর্মসুচি থেকে অর্থ ব্যয় করা যাবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তাধীন তহবিলের অর্থ উপরোক্ত কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

*****

অষ্টম অধ্যায়

জল জীবন মিশন

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তর

প্রশ্নঃ জল জীবন মিশন লক্ষ্যনীয় দিকগুলি কি কি ?

উত্তরঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পের লক্ষ্যনীয় দিকগুলি হলো –

- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে গ্রাম বাংলার ১.৭৫ কোটি পরিবারের পর্যাপ্ত পরিমানে গুণগতমান সম্পন্ন ধারাবাহিক পানীয় জলের সংযোগ প্রদান।
- গ্রাম বাংলার প্রতিটি পরিবারের প্রতিজন পিছু ৫৫ লিটার BIS:10500 এর মান (পানীয় জলের গুনমান সংক্রান্ত ভারতীয় মানক) অনুযায়ী পানীয় জল সরবরাহ।
- ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যেমন – বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চায়েত কার্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানীয় জলের সংযোগ প্রদান।
- গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা, প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দ্বায়িত্ব নিয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাপনা।
- এই প্রকল্প-এর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার মহিলাদের পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও রূপায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরন এবং গ্রামের সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

প্রশ্নঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি ?

উত্তরঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পের উদ্দেশ্য -

- আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে গ্রাম বাংলার ১.৭৫ কোটি পরিবারের পর্যাপ্ত পরিমানে গুণগতমান সম্পন্ন ধারাবাহিক পানীয় জলের সংযোগ প্রদান
- কার্যকরী নলবাহিত জল সংযোগের জন্যে যে সমস্ত গ্রামে জলের গুনগতমানের সমস্যা আছে, খরা প্রবন এলাকা এবং আদর্শ গ্রাম যোজনার গ্রামগুলিতে জল প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ২০২৬ সালের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যেমন – বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চায়েত কার্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানীয় জলের সংযোগ প্রদান।
- জল পরিকাঠামো যেমন- জলের উৎস, জল যোগানের পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদিগুলিকে সুনিশ্চিত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা, প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দ্বায়িত্ব নিয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাপনা।
- গ্রামের মানুষের মধ্যে নির্মিত সম্পদের (পানীয় জল পরিকাঠামোর) প্রতি মালিকানা বোধের সৃষ্টি করা।
- এই প্রকল্প-এর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার মহিলাদের পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও রূপায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরন এবং গ্রামের সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

- জল বাহিত রোগ, জল সঞ্চয়, জলের ব্যবহার, জলের গুনগতমান, পূর্ণভরণ (recharge), পানীয় জলের উৎস ও উৎসের স্থিতিশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা

প্রশ্নঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পের সাম্প্রতিক সাফল্য কি :

উত্তরঃ

- নলযোগে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা বৃদ্ধি: ২০১৯ সালে মাত্র ২.১৪ লক্ষ (১%) গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ ছিল, এখন প্রায় ৯৬.০৮ লক্ষ (৫৫%) গ্রামীণ পরিবারে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ফলে মহিলাদের শ্রম কমেছে এবং এবং শিশুদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়ছে। জলবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকায় তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে এবং স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- গ্রামে ফিল্ড টেস্টিং কিট এর মাধ্যমে আশাকর্মীরা পাড়াভিত্তিক পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করছেন, যা জনগণের মধ্যে নিরাপদ জল সম্পর্কে আস্থা বাড়িয়েছে। রাজ্যে মোট দুই শত বত্রিশটি পানীয় জল পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে রাজ্য স্তরে দুইটি, জেলা স্তরে তেইশটি, এবং ব্লক স্তরে দুই শত সাতটি। এছাড়াও সাতটি চলমান পরীক্ষাগার রয়েছে।
- গ্রামের যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জল প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করা হয়েছে, যা কর্মসংস্থানের নতুন দিক উন্মোচিত করেছে।

প্রশ্নঃ জল জীবন মিশন পূরণে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তরঃ জল জীবন মিশন পূরণে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা - জল জীবন মিশন পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অন্ততঃ জরুরী। রাজ্য থেকে তৃণমূল স্তর অর্থাৎ গ্রাম পর্যন্ত জল জীবন মিশন ভাবনা বিস্তার ঘটানো এবং প্রকৃত অর্থে গ্রামের মানুষের কাছে সরকারী কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতন করা ও তাদের কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ বাড়িতে বাড়িতে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছনোর প্রয়োজনে সমাজের, প্রশাসনের এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা পালনে একটি কর্ম সহায়ক কাঠামো অত্যন্ত আবশ্যিক। তিনটি স্তরে এই কাঠামো বর্তমান, যেমন – রাজ্য স্তরে, জেলা স্তরে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে।

গ্রামের মানুষের কাছে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রয়োজনে রাজ্য স্তরে একটি স্বনির্ভর কাঠামো রয়েছে যাকে বলা হয় 'রাজ্য জল ও স্বাস্থ্যবিধান মিশন' (State Water and Sanitation Mission)। এই Mission – এর লক্ষ্য হলো, জল জীবন মিশন পূরণের লক্ষ্যে রাজ্যস্তরে রাজ্যের নীতি সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা এবং গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে নিরাপদ পানীয় জল পৌছানোর জন্য রাজ্যস্তরে একটি সার্বিক পরিকল্পনা কৌশল নীতি ও প্রনয়ন পদ্ধতি নির্ধারন করা। রাজ্যস্তরে কর্মসূচি গ্রহন করা, যাতে কিনা ২০২৫ সালের মধ্যে গ্রামের প্রতি পরিবারে নলবাহিত কার্যকরী জল সংযোগ স্থাপন করা যায়। এই বিষয়ে রাজ্যস্তরে কর্মসূচি প্রনয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া।

জল জীবন মিশন পূরণ প্রক্রিয়াটিতে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য স্তর থেকে জেলা স্তরের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত মূল কাঠামোটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া প্রনয়নের জন্য রাজ্য ও স্বাস্থ্যবিধান মিশন (SWSM) এর সাথে সাথে জেলাস্তরে যে কাঠামোটি আছে তা হলো, জেলা জল ও স্বাস্থ্যবিধান মিশন (DWSM), এবং একইভাবে গ্রাম স্তরে যে কাঠামোটি আছে, তা হলো, গ্রাম পঞ্চায়েত তথা গ্রামীন জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি (VWSC)। এই কাঠামোগুলি পারস্পরিকভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি কাঠামোর কিছু কিছু নির্দিষ্ট মানের দায়িত্ব ও ভূমিকা আছে।

প্রশ্নঃ গ্রামীন জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি (VWSC) তে গঠন কি ভাবে হবে এবং এর ভূমিকা ও দায়িত্ব কি ?

উত্তরঃ এ বিষয়ে রাজ্য সরকাএর আদেশনামায় স্মারক সংখ্যা 18/ACS/P&RD/2022 তারিখ 14.03.2022 অনুযায়ী গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান জকমিটি নীচে বর্ণিত ১৪ জন সদস্য দ্বারা গঠিত হবে যা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভাতে অনুমোদিত হবে–

ক্রমিক সংখ্যা	সদস্যদের বিবরণ	পদ
১	গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান	চেয়ারম্যান
২	গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সঞ্চালক	ভাইস্- চেয়ারম্যান
৩-৬	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে মনোনীত ৪ জন গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য – যাদের মধ্যে ২ জন হবেন মহিলা এবং এই ৪ জনের মধ্যে মহিলা সদস্য সহ ২ জন হবে তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত	সদস্য
৭	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক (নির্বাহী সহায়কের পদটি ফাঁকা থাকলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিত পদটি ফাঁকা থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত মনোনীত একজন সহায়ক)	সদস্য-সচিব
৮	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক	সদস্য
৯	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মনোনীত একজন শিক্ষিকা (এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে যার আগ্রহ ও উৎসাহ সুবিদিত)	সদস্য
১০-১১	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মনোনীত দুই জন ASHA কর্মী	সদস্য
১২	পানীয় জলের গুণগত মান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্বেচ্ছাসেবী সহায়ক (Volunteer-Facilitator for Water Quality Testing)	সদস্য
১৩-১৪	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মনোনীত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সক্রিয় দুইটি স্বনির্ভর দলের নেত্রী	সদস্য

এছাড়া, প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত আছেন এমন সুবিদিত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী / শিক্ষক / অসরকারি স্বেচ্ছাসসেবী সংগঠনে পদাধিকারী এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধানের কাজে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করলে এলাকার উন্নতি হতে পারে এমন ব্যক্তিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে উক্ত কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে (অনধিক ৩ জন) ।

প্রশ্নঃ গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি (VWSC) এর ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি কি কি ?

উত্তরঃ

- জল প্রকল্প -এর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ -এর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কে সহায়তা করবে।
- জল সরবরাহের সুবিধার সামনে এবং সাধারণ জলের উৎসগুলিতে স্নান, কাপড় ধোয়া, পশু ধোয়ার মাধ্যমে জল দূষণ রোধে গ্রাম পঞ্চায়েত কে আরও সহায়তা করবে।
- GP-এর পূর্বানুমতি নিয়ে জল সরবরাহের জন্য চুক্তি/চুক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।
-

- জল এবং স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করুন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য-জল- স্বাস্থ্যবিধান সংযোগের পাশাপাশি জলের সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে।
- গ্রামে পাইপযুক্ত জল সরবরাহ সম্পদের O&M-এর জন্য মাসিক জলের চার্জ (যদি থাকে) সংগ্রহে GP-কে সহায়তা করুন।
- FTK ব্যবহার করে পানির গুণমান পরীক্ষা পরিচালনায় GP কে সাহায্য করুন
- SVS এবং IVDN দ্বারা সরবরাহিত নিরাপদ পানীয় জলের জন্য ভৌত, রাসায়নিক এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত পরামিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পানির গুণমান পরীক্ষায় GP কে সাহায্য করুন
- SVS এবং IVDN এর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরিতে GP কে সহায়তা করুন
- গ্রামের সম্পদ রেজিস্টারে পানীয় জলের সম্পদের বিবরণ রেকর্ড করুন
- জল প্রকল্পের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর মাসিক সভা করা এবং এর কার্যবিবরণী/রেকর্ড বজায় রাখুন
- কৃষিকাজের জন্য অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন রোধে সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধি করুন; বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করুন; জলের গুণমান উন্নত করুন, এর সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব; জলের সংযোজনীয় ব্যবহার সম্পর্কিত অন্যান্য দিক এবং সামাজিক নিরীক্ষা করুন।
- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে জল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে, যাতে কিনা গ্রামের মানুষ তাঁদের জল বিষয়ক অভিযোগগুলি নথিভুক্ত করাতে পারেন।

প্রশ্নঃ জল জীবন মিশন পূরণের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি কি কি ?

উত্তরঃ জল জীবন মিশন পুরণের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি নীচে বর্ণিত করা হল -

- গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির (VWSC) গঠন ও পুনঃসক্রিয়করণ এবং গ্রামীণ স্তরে Village Health, Sanitation and Nutrition Committees (VHSNC) সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- বাড়িতে নলবাহিত জল সংযোগের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগকে সহযোগিতা করা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন - বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে নলবাহিত পানীয় জল স্থাপনের পরিকল্পনা করা।
- জল জীবন মিশন পূরণে গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য কাজগুলির মধ্যে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করা ও গ্রাম সভায় পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন নেওয়া, পরিকল্পনাগুলিকে একাত্রিত করে জেলাস্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা ইত্যাদি।
- পরিকল্পনা রূপায়ণের পরে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায় দায়িত্ব পালন করা, যাতে কিনা সঠিক গুনগতমানে ও নির্দিষ্ট পরিমানে পানীয় জল বাড়িতে বাড়িতে সময় মতো পৌঁছায়।
- প্রকল্পগুলি সামগ্রিকভাবে তদারকি ও নজরদারী করা, যাতে কিনা পানীয় জলের অপচয় রোধ করা যায়, অবৈধ জল সংযোগ বন্ধ করা যায় এবং জলের গুণগতমান সঠিক রাখতে প্রতিনিয়ত তদারকি করা যায়।
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী মোট প্রাপ্ত অর্থের (Tide Fund) ৬০% জল ও স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের আদেশনামায় (স্মারক সংখ্যা PHE/IV/1859/W-105/2022 তারিখ 09/11/2020) উল্লেখিত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা।

- Field Test Kit (FTK) এর মাধ্যমে ASHA কর্মীদের দ্বারা গ্রামের বিভিন্ন এলাকার পানীয় জলের উৎসের ও বাড়িতে নলবাহিত জল সংযোগের গুণগতমান পরীক্ষা এবং এই সম্পর্কে গ্রামীণ জনসাধারণকে সচেতন করা।
- গ্রামের মানুষকে, জলবাহিত রোগ, জল সঞ্চয়, জলের ব্যবহার, জলের গুণগতমান, পূর্ণভরণ (recharge), পানীয় জলের উৎস ও উৎসের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সচেতন করা।
- বর্জ্য জলের বাবস্থাপনার পরিকল্পনা রচনা করা এবং রূপায়ন করা।
- জেলাস্তরের জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি / মিশন (DWSM) জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ (PHED) এবং প্রনয়নকারী সাহায্য সংস্থা (ISA/ NGO) -দের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- জল প্রকল্পের পরিকাঠামো নির্ধারণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভূমি প্রদানে সহযোগীতা করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত, VWSC, VHSNC-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে পরিকাঠামো সম্পর্কিত সম্পদের তালিকা লিপিবদ্ধ করা।
- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে জল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে, যাতে কিনা গ্রামের মানুষ তাঁদের জল বিষয়ক অভিযোগগুলি নথিভুক্ত করাতে পারেন।

প্রশ্নঃ জল জীবণ মিশনে বিভিন্ন বিকাশ মুখী প্রকল্পের একমুখীকরণ বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ জল জীবণ মিশনে বিভিন্ন বিকাশ মুখী প্রকল্পের একমুখীকরণ –

জল জীবণ মিশন পূরণের সফল রূপায়নের জন্যে একটি অন্যতম জরুরী দিক হল কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে যে সকল বিকাশ মুখী প্রকল্প চালু আছে - বিশেষতঃ প্রকল্পগুলি জল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন বিকাশ কর্মসূচিতে অর্থপ্রদান করে, সেই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে জলস্বপ্ন পূরণের পরিকল্পনায় সংযুক্তিকরণ করতে হবে।

- পঞ্চদশ অর্থ কমিশন - এই কমিশন সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলোকে সর্বাত্মক বিকাশ কর্মসূচীর জন্যে অর্থ বরাদ্দ করে। আদেশানুক্রমে মোট প্রাপ্ত অর্থের ৬০ শতাংশ পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধান ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্যে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ জল প্রকল্পের রূপায়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনেরও কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মিশন নির্মল বাংলা (স্বচ্ছ ভারত মিশন - গ্রামীন) – বর্জ্য জলের ব্যবস্থাপনা, Soak pits (ব্যক্তিগত / গোষ্ঠীর), বর্জ্য জল স্থিতিকরণ পুকুর।
- গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প (MGNREGS)- সমস্ত জল সংরক্ষণ কর্মসূচী, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।
- ৫ম রাজ্য অর্থ কমিশন।

প্রশ্নঃ জনস্বাস্থ্যের উপর জল দূষণের কুপ্রভাব কি কি ?

উত্তরঃ

- আমাদের জানা প্রয়োজন যে, আর্সেনিক যুক্ত দূষিত জল দীর্ঘদিন বেশী মাত্রায় সেবন করলে ত্বকের ক্যান্সার, পাচনতন্ত্রের রোগ, স্নায়বিক বৈকল্য ইত্যাদি রোগ হয়।
- অতিমাত্রায় ফ্লুওরাইড প্রদূষিত জল সেবন করলে, দাঁত ও হাড়ের ফ্লুওরোসিস, হাড়ের ক্যান্সার, আর্থ্রাইটিস এবং কিডনির রোগ হয়।

- অতিমাত্রায় ক্লোরাইড জলের মধ্যে থাকলে জল প্রচণ্ড পরিমানে লবনাক্ত হয়ে যায়। অতিরিক্ত লবণাক্ত জল সেবনের ফলে, রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগ, হৃৎপিণ্ডের রোগ, কিডনীর রোগ এবং পাচনতন্ত্রের রোগ হয়।
- ক্ষতিকর জীবাণুযুক্ত দূষিত পানীয় জল কোনোভাবে সেবন করলে, টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস এর মতো মারাত্মক জীবাণুঘটিত রোগ হতে পারে।

প্রশ্নঃ জল দূষণের কুপ্রভাব দূর করতে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর কি কি প্রদক্ষেপ নিয়েছে ?

উত্তরঃ রাজ্যবাসীকে জল দূষণের প্রকোপমুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিম্নলিখিত প্রদক্ষেপ গুলি নিয়েছে –

- পানীয় জলের গুণগত মান আমাদের সকলেরই জানা খুব জরুরী। বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক রাসয়ানিক পদার্থ এবং জীবাণু দ্বারা পানীয় জল দূষণের মাত্রা পরিমাপ করার গুরু দায়িত্ব বিগত প্রায় ৩৫ বছর ধরে, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর পালন করে চলেছে।
- ইতিমধ্যেই জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর, ৯৬.২০ লক্ষ এর অধিক গ্রামীণ মানুষকে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করে থাকে, যা রাজ্যে বসবাসকারী গ্রামীন জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ শতাংশ।
- 2026 সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত গ্রামীণ গৃহস্থালিতে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জলের ট্যাপ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে ফলে রাজ্যের আপামর জনসাধারণ নীরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৩৯ টি পানীয় জল পরীক্ষাগার কেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে ৭ টি চলমান জল পরীক্ষাগার আছে। যার মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষাগার রাজ্য সরকারের জনসাস্থ্য কারিগরী দপ্তর সরাসরি পরিচালনা করে এবং কিছু পরীক্ষাগার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যৌথ ভাবে পরিচালিত হয়। প্রতি বছর 6,00,000 জলের নুমনের জল পরীক্ষা করা হয়।
- জল পরীক্ষাগারে পানীয় জলের গুণগত মান নির্ধারণের জন্যে নিম্নলিখিত রাসয়ানিক নির্ণায়কগুলি (Parameter) পরীক্ষা করা হয়।

  (i) পি.এইচ. (pH) (ii) টোটাল ডিসল্ভ্ড সলিডস (TDS) (iii) টার্বিডিটি (Turbidity) (iv) টোটাল হার্ডনেস (Total Hardness) (v) ক্লোরাইড (Chloride) (vi) আয়রন (Iron) (vii) ম্যাঙ্গানীজ (Manganese) (viii) টোটাল আর্সেনিক (Total Arsenic) (ix) ফ্লোরাইড (Fluoride) (x) ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন (Free Residual Chlorine)

  - জীবাণু সংক্রান্ত নির্ণায়কগুলি হল (i) টোটাল কলিফর্ম (Total Coliform) , (ii) ফিক্যাল কলিফর্ম (Feacal Coliform)
  - পানীয় জলের গুণগত মান নির্ধারণের জন্যে যে সমস্ত নির্ণায়কগুলি পরীক্ষা করা হয়, ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড (IS: 10500: 2012) অনুযায়ী তাদের সহনশীলতার মাত্রাগুলি হল :

নির্ণায়ক (Parameter)	**সহনশীল মাত্রা**
পি. এইচ. (pH)	6.5 – 8.5 মিগ্রা/লিঃ
টোটাল ডিসলভড সলিডস (TDS)	2,000 মিগ্রা/লিঃ
টার্বিডিটি (Turbidity)	5 এন টি উ
টোটাল হার্ডনেস (Total Hardness)	600 মিগ্রা/লিঃ
ক্লোরাইড (Chloride)	600 মিগ্রা/লিঃ

টোটাল আয়রন(Iron)	1 মিগ্রা/লিঃ
ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)	0.3 মিগ্রা/লিঃ
টোটাল আর্সেনিক (Total Arsenic)	0.01 মিগ্রা/লিঃ
ফ্লোরাইড (Fluoride)	1 মিগ্রা/লিঃ
ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন (Free Residual Chlorine)	0.2 মিগ্রা/লিঃ

জীবাণু সংক্রান্ত নির্ণায়ক গুলি হল

নির্ণায়ক (Parameter)	সহনশীল মাত্রা
টোটাল কলিফর্ম	0 সি.এফ.উ/100 মি. লি.
ফিকাল কলিফর্ম	0 সি.এফ.উ/100 মি. লি.
* উল্লেখ্য: একটি মাত্র জীবাণুও জল পানের জন্য ক্ষতিকারক এবং এটি কঠোরভাবে মানা প্রয়োজন।	

গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনস্ত গ্রামের নলকূপগুলি থেকে, 'জলবন্ধু'রা (Facilitators) পানীয় জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন জল পরীক্ষাগারে, জলের গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য

গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে পানীয় জলের গুণগত মান জেনে নিতে পারেন এবং বিশুদ্ধ জল পান করতে পারেন, সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর, তৎপর হয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল এর গুণগত মান পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছে।

প্রশ্নঃ জন সচেতনতা (IEC) কী এবং এটি জল জীবন মিশনের অংশ কেন ?

উত্তরঃ IEC (Information, Education, and Communication) হল তথ্য প্রচার, শিক্ষা ও যোগাযোগমূলক কার্যক্রম, যা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। জল জীবন মিশনে IEC-র মাধ্যমে সুরক্ষিত পানীয় জল ব্যবহারের গুরুত্ব, জল সংরক্ষণ, জল অপচয় রোধ এবং সঠিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করা হয়।

IEC কার্যক্রম বিভিন্ন উপায়ে পরিচালিত হয়, যেমন

- দ্বারেদ্বারে প্রচার (Door-to-Door Campaign)
- ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়ত স্তরের আলোচনা
- স্কুল ও AWC সচেতনতা কর্মসূচি
- মইকিং ও চলমান প্রচার গাড়ি
- সম্প্রদায় সচেতনতা কর্মসূচি
- গ্রাম সভা ও আলোচনা সভা
- টিভি ও রেডিও সম্প্রচার
- পোস্টার, ব্যানার ও ফ্লেক্স লাগানো

- সোশ্যাল মিডিয়া, SMS ও রেডিও ক্যাম্পেইন
- নাটক, লোকগান ও পথনাটিকা
- স্কুল ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে প্রচার

IEC কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়

- জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল নিরাপদ ও পানযোগ্য—এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
- জল অপচয় কমানো ও পানীয় জল ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।
- জলবাহিত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের প্রসার।
- নারী ও শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা।

IEC কার্যক্রমের সফলতা মূল্যায়ন করা হয় বিভিন্ন পরিমিতি অনুসারে, যেমন:

- গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিবর্তিত আচরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নল-সংযোগের জল ব্যবহারের হার বৃদ্ধি।
- জল অপচয় কমানোর প্রবণতা।
- জলবাহিত রোগের হার কমে আসা।
- জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারের টেকসই অভ্যাস গড়ে ওঠা।

*****

নবম অধ্যায়

গ্রামীণ রাস্তা ও সড়ক নিরাপত্তা

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ রাস্তা কয় প্রকার?

উত্তরঃ জাতীয় সড়ক (NH), রাজ্য সড়ক (SH), মুখ্য জেলা সড়ক (MDR), অন্যান্য জেলা সড়ক (ODR) এবং গ্রামীণ সড়ক (VR)।

প্রশ্নঃ গ্রামীণ সড়ক কি?

উত্তরঃ গ্রামীণ রাস্তাগুলি হল "অন্যান্য জেলা সড়ক" (ODRs) এবং "গ্রামের রাস্তা" (VRs)।

প্রশ্নঃ ODR এবং VR কি?

উত্তরঃ অন্যান্য জেলা রাস্তাগুলি (ODR) হল সেই রাস্তাগুলি যা গ্রামীণ এলাকা সংযুক্ত করে এবং তাদের বাজার কেন্দ্র, ব্লক, তালুক/তহসিল সদর দফতর বা প্রধান গ্রামীণ রাস্তাগুলির জন্য যোগাযোগ সরবরাহ করে। গ্রামের রাস্তাগুলি হল (VR) গ্রাম এবং গ্রামের গোষ্ঠীগুলিকে একে অপরের সাথে বা বাজার কেন্দ্রের সাথে এবং একটি উচ্চ শ্রেণীর নিকটতম রাস্তার সাথে সংযোগকারী রাস্তা।এগুলি পিআরআই কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

প্রশ্নঃ সর্ব আবহাওয়ার রাস্তা কি?

উত্তরঃ সমস্ত ঋতুতে ব্যবহার যোগ্য কিছু অনুমোদিত বাধা সহ রাস্তা। মূলত এর মানে হল যে ক্রস-ড্রেনেজ স্ট্রাকচারে, এক প্রসারিত ওভারফ্লো বা বাধার সময়কাল ODR-এর জন্য 12 ঘন্টা, পার্বত্য অঞ্চলে VR-এর জন্য 24 ঘন্টা এবং সমতল ভূখণ্ডে রাস্তার ক্ষেত্রে 3 দিনের বেশি হবে না। বছরে মোট বাধার সময়কাল ODR-এর জন্য 10 দিন এবং VR-এর জন্য 15 দিনের বেশি হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্নঃ ফেয়ার-ওয়েদার রোড কি?

উত্তরঃ অনুকুল আবহাওয়ায় ব্যবহার যোগ্য রাস্তাগুলি হল যেগুলি সমস্ত আবহাওয়ার রাস্তাগুলির জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে না । এই রাস্তাগুলিকে উন্নয়নের একটি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যাতে সর্ব-আবহাওয়ায় উন্নীত করা যায়।

প্রশ্নঃ কাঁচা ও পাকা রাস্তা কি?

উত্তরঃ কাঁচা বা সিলবিহীন রাস্তাগুলি হল 'কাদামাটির' রাস্তা থেকে আলাদা, যেগুলি শুধুমাত্র শুষ্ক-মৌসুমে হালকা ট্র্যাফিকের জন্য, এবং শিল্প ক্ষেত্রে পাথরের চূর্ণ দ্বারা নির্মিত। যা ভারী যানবাহনের পরিষেবা দিতে পারে। সাধারণত, এই ধরনের রাস্তাগুলি গ্রামীণ অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়, প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ১০০ যানবাহন চলাচল করে। এই ধরনের রাস্তার বেস কোর্স স্থানীয় উপকরণ যেমন, প্রাকৃতিক নুড়ি এবং সাধারণত নির্মাণের প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। অন্যদিকে,

পাকা বা সিল করা রাস্তাগুলি হল যেগুলি বিটুমিনাস সামগ্রী বা সিমেন্ট কংক্রিটের উপরিভাগ বা বেস-কাম-সারফেসিং দ্বারা জলরোধী এবং ধুলো বিহীন প্রস্তুত করা হয়।

প্রশ্নঃ গ্রাম / বাসস্থান কি?

উত্তরঃ বাসস্থান হল জনসংখ্যার একটি গুচ্ছ, একটি এলাকায় বসবাস করে, যার অবস্থান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না। বাসস্থান বর্ণনা করার জন্য দেশ, টোলা, মাজরা, হ্যামলেট ইত্যাদি সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নঃ একটি সংযোগহীন বাসস্থান কি?

উত্তরঃ একটি অসংযুক্ত আবাসস্থল হল একটি সর্ব-আবহাওয়া সড়ক বা সংযুক্ত বাসস্থান থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার বা তার বেশি (পাহাড়ের ক্ষেত্রে পথের দূরত্বের ১.৫ কিলোমিটার) দূরত্বে অবস্থিত সমতল অঞ্চলে ৫০০ জন বা তার বেশি (শুমারি ২০০১) জনসংখ্যা বিশিষ্ট জনপদ।

প্রশ্নঃ থ্রু রোড কি?

উত্তরঃ থ্রু রোড হল যেগুলি বেশ কয়েকটি লিঙ্ক রোড বা বাসস্থানের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল থেকে ট্র্যাফিক সংগ্রহ করে এবং সরাসরি বা উচ্চ শ্রেণীর রাস্তা যেমন, জেলা সড়ক বা রাজ্য বা জাতীয় সড়কের মাধ্যমে বিপণন কেন্দ্রে নিয়ে যায়।

প্রশ্নঃ লিংক রোড কি?

উত্তরঃ লিঙ্ক রোডগুলি হল একটি একক বাসস্থান বা বাসস্থানের একটি গ্রুপের সাথে থ্রু রুট বা বাজার কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাওয়া জেলা সড়কের সাথে সংযোগকারী রাস্তা। লিংক রুটগুলির সাধারনত একটি বাসস্থানের শেষ প্রান্ত থাকে, যখন রুটগুলি দুই বা ততোধিক লিঙ্ক রুটের সংযোগস্থল থেকে উৎপন্ন হয় এবং একটি প্রধান রাস্তা বা বাজার কেন্দ্রে উত্থিত হয়।

প্রশ্নঃ বিভিন্ন রাস্তার পরিচয়?

উত্তরঃ বিভিন্ন রাস্তার রঙের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

ক) জাতীয় মহাসড়ক (NHs) - গন্তব্যের এবং দূরত্বের নামগুলির জন্য পটভূমির রঙ কালো অক্ষর এবং সংখ্যা সহ সাদা হতে হবে। কিলোমিটার পাথরের অর্ধবৃত্তাকার অংশ কাঁচা হলুদ রঙ করা হবে (TS. শেড ৩০৯)।

খ) রাজ্য মহাসড়ক (SHs) - পটভূমির রঙ কালো অক্ষর এবং গন্তব্যের এবং দূরত্বের নামগুলির জন্য সংখ্যা সহ সাদা হতে হবে। কিলোমিটার পাথরের অর্ধবৃত্তাকার অংশটি উজ্জ্বল সবুজ রঙে আঁকা হবে (আই.এস. শেড ২২১)।

গ) প্রধান জেলা সড়ক (MDRs)- গন্তব্যের এবং দূরত্বের নামগুলির জন্য পটভূমির রঙ কালো অক্ষর এবং সংখ্যা সহ সাদা হতে হবে। কিলোমিটার পাথরের অর্ধবৃত্তাকার অংশটি উজ্জ্বল সবুজ রঙে আঁকা হবে (আই.এস. শেড ২২১)।

ঘ) অন্যান্য জেলা সড়ক (ODRs)- গন্তব্যের এবং দূরত্বের নামগুলির জন্য পটভূমির রঙ কালো অক্ষর এবং সংখ্যা সহ সাদা হতে হবে। কিলোমিটার পাথরের অর্ধবৃত্তাকার অংশ কালো রঙ করা হবে।

ঙ) গ্রামের রাস্তা (ভিআর) - পটভূমির রঙ কালো অক্ষর এবং গন্তব্যের এবং দূরত্বের নামগুলির জন্য সংখ্যা সহ সাদা হতে হবে। কিলোমিটার পাথরের অর্ধবৃত্তাকার অংশ কালো রঙ করা হবে।

চ) PMGSY রাস্তা - পটভূমির রঙ কালো অক্ষর এবং গন্তব্যের এবং দূরত্বের নামগুলির জন্য সংখ্যা সহ সাদা হতে হবে। কিলোমিটার পাথরের অর্ধবৃত্তাকার অংশ কমলা রঙে আঁকা হবে।

প্রশ্নঃ রাস্তার জন্য প্রস্তাব কিভাবে নির্বাচন করা হয়?

উত্তরঃ

ক) **রাস্তার জরিপ:** বিভাগীয় প্রকৌশলী দ্বারা রাস্তাগুলি জরিপ করা হয়। এই দিকটিতে, স্থানীয় জনগণ এবং নির্বাচিত সদস্যদের সাথে একটি ট্রানসেক্ট ওয়াক প্রয়োজন হবে। জরিপ কাজের সময় নিম্নলিখিত রাস্তার পরামিতিগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়:

i) মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য।

ii) বিদ্যমান রাস্তার উপরিতল-এর অবস্থা।

iii) দৈর্ঘ্য এবং সুরক্ষা কাজের ধরন।

iv) রাস্তার নিরাপত্তা বজায় রাখার সাথে রাস্তার দিক-নির্দেশনা ও অন্যান্য।

v) প্রস্তাবিত কালভার্ট ক) স্ল্যাব কালভার্ট, খ) হিউম পাইপ কালভার্ট।

পু:চঃ জরিপের সময় স্থানীয় জনগণ বা প্রতিনিধিরা তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারেন এবং প্রকৌশলীরা ডিপিআর-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য বিষয়টি দেখবেন।

খ) **গুণমান নির্ণয় পরীক্ষা:** MDD এবং CBR খুঁজে বের করতে প্রতি ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জন্য মাটির পরীক্ষা।

গ) **ফুটপাথের পুরুত্ব নির্ণয়:** আর্দ্র মাটির ভারবহন ক্ষমতার অনুপাত এবং সম্ভাব্য যানবাহনের মান থেকে IRC কোড অনুযায়ী নির্ণয় করা যেতে পারে।

জরিপ ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য একটি বিস্তারিত ডিপিআর প্রস্তুত করা হয়। ডিপিআর অনুমোদিত হলে SOQ/BOQ প্রস্তুতিকরনের প্রক্রিয়া ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা করা হয়।

প্রশ্নঃ সিডি স্ট্রাকচার (ক্রস ড্রেনেজ স্ট্রাকচার) কি?

উত্তরঃ একটি ক্রস ড্রেনেজ (সিডি) স্ট্রাকচার হল রাস্তার উপর নির্মিত একটি নির্মাণ যাতে ট্র্যাফিক ব্যাহত না করে প্রাকৃতিক জলের প্রবাহ (যেমন নদী, স্রোত বা ড্রেনেজ চ্যানেল) তলদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এই কাঠামোগুলি জলাবদ্ধতা, রাস্তার ক্ষতি এবং জলপ্রবাহকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে ক্ষয় রোধ করে।

প্রশ্নঃ সিডি স্ট্রাকচার কত প্রকার?

উত্তরঃ

ক : **কালভার্ট:** ছোট কাঠামো যা রাস্তার নীচ দিয়ে জলপ্রবাহ যেতে দেয়।

কালভার্টের প্রকারভেদ: পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, স্ল্যাব কালভার্ট, আর্চ কালভার্ট

খ. **ক্ষুদ্র সেতু:** স্প্যান দৈর্ঘ্য 6 থেকে 60 মিটার।

গ. **প্রধান সেতু:** স্প্যান দৈর্ঘ্য 60 মিটারের বেশি।

ঘ. **কজওয়ে:** নিম্ন-স্তরের কজওয়ে, উচ্চ-স্তরের কজওয়ে।

প্রশ্নঃ পেভমেনট কি?

উত্তরঃ পেভমেনট হল একটি রাস্তার টেকসই, লোড বহনকারী পৃষ্ঠের স্তর, যা একটি মসৃণ এবং নিরাপদ ড্রাইভিং পৃষ্ঠ প্রদান করার সময় ট্র্যাফিক লোডগুলিকে সমর্থন এবং বিতরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সাবগ্রেড, সাব-বেস, বেস এবং সারফেস কোর্স সহ একাধিক স্তর নিয়ে গঠিত এবং এটি অ্যাসফল্ট, কংক্রিট বা নুড়ির মতো উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। ফুটপাথের প্রাথমিক কাজগুলি হল ট্র্যাফিক চাপ সহ্য করা, পরিবেশগত প্রভাব প্রতিরোধ করা এবং রাস্তার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করা। রাস্তার পেভমেনট ধরন:-

ক. নমনীয় পেভমেনট (বিটুমিনাস রোড),

খ. অনমনীয় পেভমেনট (কংক্রিট রাস্তা), ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ বিটুমিনাস গ্রামীণ রাস্তা - রচনা ও ব্যাখ্যা ?

উত্তরঃ একটি বিটুমিনাস গ্রামীণ রাস্তা হল এক ধরণের নমনীয় রাস্তা যা সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহৃত হয়, এক্ষেত্রে বিটুমিনটি ব্যবহার হয় রাস্তার বাঁধাই-এর উপাদান হিসাবে।এটি হালকা থেকে মাঝারি ট্র্যাফিক লোডের জন্য উপযুক্ত একটি মসৃণ, টেকসই এবং সাশ্রয়ী পৃষ্ঠ প্রদান করে।

একটি বিটুমিনাস রাস্তা একাধিক স্তর নিয়ে গঠিত, প্রতিটি স্তরভার বন্টন এবং রাস্তার স্থায়িত্বের একটি নির্দিষ্ট কাজ পরিবেশন করে। এই স্তরগুলির মধ্যে রয়েছে:

i) সাবগ্রেড (প্রাকৃতিক মাটি)

ক রাস্তার নীচের স্তরটি প্রাকৃতিক মাটি দ্বারা আঁটো করে গঠন করা।

খ. উপরের স্তরগুলিতে ভিত্ হিসাবে ব্যবহার হয়।

গ. জল ধারণ এবং মাটি দুর্বল হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য সঠিক জল নিষ্কাশন প্রয়োজন।

ii) সাব-বেস কোর্স

ক সংকুচিত নুড়ি, চূর্ণ পাথর, বা দানাদার উপাদানের একটি স্তর।

খ. লোড-ভারবহন ক্ষমতা বাড়ায় এবং বিকৃতি প্রতিরোধ করে।

গ. নিষ্কাশন এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করে।

iii) বেস কোর্স

ক একটি মিশ্রিত ভাল-গ্রেডেড পাথর সমষ্টি এবং বাঁধাই উপাদানের দিয়ে গঠিত স্তর।

খ. কাঠামোগত শক্তি এবং লোড বিতরণ প্রদান করে।

গ. সাধারণ উপকরণ: ওয়াটার বাউন্ড ম্যাকাডাম (WBM) বা ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম (WMM)।

iv) আবরণ কোর্স (বিটুমিনাস সারফেস লেয়ার)

ক উপরের স্তরটি সরাসরি ট্র্যাফিক এবং আবহাওয়ার পরিস্থিতির সংস্পর্শে আসে।

খ. একটি মসৃণ, স্কিড-প্রতিরোধী, এবং আবহাওয়া-প্রতিরোধী পৃষ্ঠ প্রদান করে।

গ. সাধারণত প্রিমিক্স কার্পেট, সারফেস ড্রেসিং বা বিটুমিনাস কংক্রিট থাকে।

প্রশ্নঃ বিটুমিনাস গ্রামীণ রাস্তার সুবইধা কি কি ?

উত্তরঃ বিটুমিনাস গ্রামীণ রাস্তার সুবিধা -

ক) অনমনীয় ফুটপাথের (কংক্রিটের রাস্তা) তুলনায় অর্থনৈতিক।

খ) নমনীয় এবং টেকসই, তাপমাত্রার তারতম্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

গ) দ্রুত নির্মাণ এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।

ঘ) ন্যূনতম শব্দ এবং ধুলো উৎপন্ন করে এবং প্রদান করে মসৃণ রাইডিং পৃষ্ঠ।

প্রশ্নঃ কংক্রিট গ্রামীণ রাস্তা - রচনা ও ব্যাখ্যা ?

উত্তরঃ একটি কংক্রিট গ্রামীণ রাস্তা হল পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কংক্রিট (পিসিসি) ব্যবহার করে তৈরি এক ধরনের অনমনীয় রাস্তা। এটি সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহৃত হয় যেখানে স্থায়িত্ব, কম রক্ষণাবেক্ষণ এবং আবহাওয়ার প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। কংক্রিট রাস্তার আয়ুষ্কাল বিটুমিনাস রাস্তার চেয়ে দীর্ঘ এবং ভারী যানবাহন বা দুর্বল মাটির জন্য উপযুক্ত।
একটি কংক্রিট গ্রামীণ রাস্তা একাধিক স্তর নিয়ে গঠিত, প্রতিটি একটি কাঠামোগত উদ্দেশ্য পরিবেশন করে:

ক. সাবগ্রেড (প্রাকৃতিক মাটির স্তর)

- পেভমেনট-এর নীচে প্রস্তুত শক্ত মাটির স্তর্
- ভিত্তিগত সহায়তা প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত জল নিষ্কাশন করে।
- সংকোচন ভালো করলে মজবুত হয় এবং ধসে যাওয়া থেকে বাধা দেয়।

খ. সাব-বেস কোর্স (দানাদার স্তর - ঐচ্ছিক)

- সাবগ্রেডের উপরে দানাদার উপাদান, চূর্ণ পাথর বা নুড়ির একটি স্তর স্থাপন করা হয়।
- লোড বিতরণ উন্নত করে এবং অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করে।
- ফাটল প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

গ. বেস কোর্স (গ্রামীণ রাস্তার জন্য ঐচ্ছিক)

- কখনও কখনও অতিরিক্ত মজবুত-এর জন্য কংক্রিট চুনাপাথর বা পাতলা করা হয়।
- ট্র্যাফিক লোড বিতরণে সহায়তা করে এবং কংক্রিট স্ল্যাবের জন্য একটি স্থিতিশীল পৃষ্ঠ সরবরাহ করে।

ঘ. কংক্রিট স্ল্যাব (পেভমেন্ট স্ল্যাব)

- প্রধান লোড বহনকারী স্তরটি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কংক্রিট (PCC) দিয়ে তৈরি।
- সাধারণত 150-300 মিমি পুরু, কংক্রিট প্রদান করা হয় , এটা মুলত নির্ভর করে এবং ভারের প্রয়োজনীয়তার উপর।
- অতিরিক্ত ভার বহনকাজের জন্য (স্টিলের জাল বা বার) যোগ করা যেতে পারে।

ঙ. সম্প্রসারণ জয়েন্টস (প্রসারণ ও সংকোচন জয়েন্ট)

- সংকোচন জয়েন্টগুলি: তাপমাত্রার কারণে কংক্রিটকে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়।
- সংকোচন জয়েন্ট: সংকোচন জয়েন্ট দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ফাটল প্রতিরোধ হয়।

- ডোয়েল বারগুলি সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলিতে ব্যবহার করা হয় এবং স্ল্যাবের মধ্যে লোড স্থানান্তর প্রদানের জন্য অনুদৈর্ঘ্য জয়েন্টগুলিতে টাই বার ব্যবহার করা হয়।

চ. সারফেস ফিনিশ (টেক্সচারিং এবং কিউরিং)

- স্কিড প্রতিরোধের জন্য রাস্তার পৃষ্ঠটি টেক্সচারযুক্ত (ঝাড়ু ফিনিস) করা হয়।
- নিরাময় প্রক্রিয়া (জল স্প্রে, ও অন্যান্যভাবে) সঠিক হাইড্রেশন এবং মজবুত নিশ্চিত করে।

প্রশ্নঃ কংক্রিটের গ্রামীণ রাস্তার সুবিধা কি কি ?

উত্তরঃ কংক্রিটের গ্রামীণ রাস্তার সুবিধা:

ক) **স্থায়িত্ব:** সঠিক নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে, একটি কংক্রিট রাস্তা 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি দরকারী পরিষেবা দিতে পারে।

খ) **কম রক্ষণাবেক্ষণমতে খরচ কম :** বিটুমিনাস রাস্তার তুলনায় কম মেরামতের প্রয়োজন।

গ) **আবহাওয়া এবং ভারী যানবাহন প্রতিরোধী:** প্রতিকূলে জলবায়ু এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত যানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত।

ঘ) **জ্বালানি দক্ষতা:** একটি মসৃণ, শক্ত পৃষ্ঠ প্রদান করে, গাড়ির জ্বালানী খরচ কমায়।

প্রশ্নঃ সড়ক নিরাপত্তা প্রকৌশল কী?

উত্তরঃ দুর্ঘটনার স্থান অথবা সম্ভাব্য দুর্ঘটনার স্থানগুলির তদন্ত , বিশ্লেষণ , কার্যকরী প্রতিকারমূলক প্রকৌশলের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা। এটি রাস্তা এবং ট্র্যাফিক-সম্পর্কিত দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি প্রক্রিয়া, যা রাস্তার নকশা বা ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সনাক্ত করার জন্য প্রকৌশল নীতিগুলি প্রয়োগ করে, যা সবচেয়ে সাশ্রয়ী উপায়ে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং তীব্রতা হ্রাস করে।

প্রশ্নঃ সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্য কী?

উত্তরঃ সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্য: সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্য হলো সড়ক নিরাপত্তার ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রযুক্তি প্রবর্তন করে এই সমস্যা মোকাবেলা করা, যেমন শিক্ষা, প্রকৌশল, প্রয়োগ, জরুরি সেবা এবং মূল্যায়ন।

প্রশ্নঃ সড়ক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ **সড়ক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য** - সড়ক নিরাপত্তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা, প্রাণহানি ও আহতদের সংখ্যা কমানো এবং সড়ক অবকাঠামো উন্নত করা।

সড়ক নিরাপত্তার ছয়টি স্তম্ভ হল:

স্তম্ভ নং ১- সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক বিষয় যেমন কমিটি গঠন, প্রধান সংস্থা গঠন, কর্মপরিকল্পনা তৈরি, সড়ক নিরাপত্তা তহবিল, দুর্ঘটনা রেকর্ডিং ব্যবস্থা, তদন্ত ও গবেষণা, ড্রাইভিং স্কুলের তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা ইত্যাদি।

স্তম্ভ নং ২ - নিরাপদ সড়ক - নকশা বাস্তবায়ন, রাস্তার চিহ্ন এবং চিহ্নের উন্নতি। সড়ক নিরাপত্তা নিরীক্ষা বাস্তবায়ন, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অংশ (কালো দাগ) দূর করা, রাস্তার পাশের বিপজ্জনক বস্তু অপসারণ, নিরাপত্তা প্রকৌশলীদের সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

স্তম্ভ নং ৩ - নিরাপদ যানবাহন - এটি যানবাহন পরিদর্শন এবং সার্টিফিকেশন, যানবাহন পরিদর্শন কেন্দ্রগুলির নিরীক্ষা, আইনী সংস্কার ইত্যাদির হিসাব দেয়।

স্তম্ভ নং ৪- নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী - ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ - সড়ক নিরাপত্তা ডিভাইস ব্যবহার - হেলমেট এবং সিট বেল্ট প্রয়োগ, গতি সীমা প্রয়োগ, বিপজ্জনকভাবে পার্ক করা যানবাহনের শাস্তি, দখল অপসারণ।

স্তম্ভ নং ৫ - সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা, RSE, RAC পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উন্নতি এবং অন্তর্ভুক্তি, সম্প্রদায় শিক্ষা ইত্যাদির শিক্ষা-পর্যালোচনা এবং গবেষণা।

স্তম্ভ নং ৬ - জরুরি সেবা - ট্রমা সেন্টারের সুবিধাগুলির উন্নয়ন, ঘাটতিপূর্ণ জরুরি পরিষেবাগুলির উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন উদ্ধার পরিষেবা, দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধারকারী যানবাহন, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, জরুরি প্রযুক্তিবিদ এবং ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ।

প্রশ্নঃ ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক ব্যবহারকারী (VRU) কারা?

উত্তরঃ VRU হল পথচারী, সাইকেল আরোহী এবং মোটরসাইকেল আরোহী। যারা তাদের চারপাশে কোনও প্রতিরক্ষামূলক আবরণের অভাবে দুর্ঘটনায় সহজেই আহত এবং নিহত হন।

প্রশ্নঃ সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির কারণসমূহ কি কি ?

উত্তরঃ সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির কারণসমূহ:

১)অনিরাপদ সড়ক কাঠামো

ক) অনিরাপদ সড়ক বানানো এবং সুযোগ-সুবিধা না থাকা

২)অপর্যাপ্ত আইন প্রয়োগ

৩) মানবিক ত্রুটি

ক) দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো

খ) মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো

গ) হেলমেট/সিটবেল্ট ব্যবহার না করা

ঘ) নিয়ম লঙ্ঘন

ঙ) মনোযোগ না দেওয়া

৪) দুর্ঘটনা পরবর্তী অপর্যাপ্ত যত্ন

ক) হাসপাতাল-পূর্ব এবং হাসপাতালের যত্নের মান

৫)অনিরাপদ যানবাহন

প্রশ্নঃ গ্রামীণ সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ কি কি ?

উত্তরঃ গ্রামীণ সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ:

ক) নিরাপদ সড়ক অবকাঠামো

খ) নিরাপদ গতি

গ) সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা

ঘ) দক্ষ জরুরি প্রতিক্রিয়া

ঙ) নিরাপদ যানবাহন

প্রশ্নঃ সড়ক নিরাপত্তার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ সড়ক নিরাপত্তার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতি: শূন্য মৃত্যু দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থায় একটি মৃত্যুও অগ্রহণযোগ্য। এই ধারণাটি প্রথম ১৯৯৭ সালে সুইডেনে "ভিশন জিরো" হিসেবে গৃহীত হয়েছিল শূন্য মৃত্যু অর্জনের জন্য, একটি নিরাপদ ব্যবস্থা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ রোড সেফটি অডিট কী?

উত্তরঃ রোড সেফটি অডিট (RSA) হল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা এবং নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি অফিসিয়াল পদ্ধতি

- সড়ক-এর আগের অবস্থা
- সড়ক-এর ভবিষ্যৎ অবস্থা
- ট্র্যাফিক-সম্পর্কিত
- সড়ক ব্যবহারকারী।

এটি সম্ভাব্য সড়ক নিরাপত্তা সমস্যাগুলির গুণগতভাবে অনুমান এবং প্রতিবেদন করে এবং সমস্ত সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপত্তার উন্নতির সুযোগগুলি চিহ্নিত করে।

প্রশ্নঃ সড়ক নিরাপত্তায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?

উত্তরঃ সড়ক নিরাপত্তায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা, গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদে রাস্তা ব্যবস্থাপনার জন্য পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের (PRI) ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া, এই রাস্তাগুলিতে নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মূল বিষয়গুলি একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হল:

প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- PRI কর্মীদের প্রশিক্ষণ: PRI সদস্যদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান তাদের নিরাপত্তা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করে।
- নিয়মিত রিফ্রেশার: ক্রমাগত প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার কোর্স নিশ্চিত করে যে PRI সদস্যরা সড়ক নিরাপত্তার সর্বোত্তম অনুশীলন এবং সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে আপডেট থাকে।

সচেতনতা প্রচারণা:

- স্থানীয় ভাষার ভিডিও: স্থানীয় ভাষায় শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি করে, সম্প্রচার করা।
- সচেতনতা প্রচারণা: স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় সচেতনতা প্রচারণা করাএবং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সহযোগিতা এবং পরিকল্পনা:

- অংশীদারদের আলোচনা: গণপূর্ত বিভাগ সহ সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনা করা। স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ এবং নাগরিক গোষ্ঠী, সড়ক নিরাপত্তার জন্য একটি সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করা।
- কর্ম পরিকল্পনা: রাজ্য-স্তরের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রাম পর্যায়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা, স্থানীয় প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট সড়ক নিরাপত্তা সমস্যাগুলি মোকাবেলায় সহায়তা করে।

রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবকাঠামো:

- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে পঞ্চায়েত এবং স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী (SHG) কে দিয়ে রাস্তার ধার, সাইনবোর্ড, চিহ্ন এবং পরিষ্কার করে গাছপালা রাস্তার সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- P&RD এবং PWD এর সাথে যোগাযোগ: P&RD এবং PWD একসাথে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

বিপদ প্রতিরোধ:

- দখল উচ্ছেদ: জংশন এবং অন্যান্য এলাকায় দখল উচ্ছেদ করে রাস্তার মোড় গুলি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় তার ব্যবস্থা করা ।
- সামাজিক শিক্ষা: স্থানীয় সম্প্রদায়কে সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ, যেমন রাস্তায় ফসল শুকানো বা রাস্তার ধার গুলো পশু বেঁধে রাখা, এড়িয়ে চলার বিষয়ে শিক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণপরিবহন এবং অবকাঠামো:

- পরিবহন উন্নত করা: সাশ্রয়ী, নিরাপদ এবং গণপরিবহন ব্যবস্থা করা।
- রাস্তার পরিকাঠামো চিহ্নিত করা: প্রয়োজনীয় বাস স্টপ, বে, স্ট্যান্ড এবং প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড চিহ্নিত করা নিরাপদ পরিবহন সহজতর করতে সাহায্য করা।

অন্যান্য ব্যবস্থা:

- পথগামী প্রাণী নিয়ন্ত্রণ: রাস্তাগুলিকে পথগামী গবাদি পশুমুক্ত রাখতে পশুপালন ও পশুচিকিৎসা পরিষেবা অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতা করে রাস্তার ঝুঁকি কমাতে হবে।
- ব্যাপক পরিকল্পনা: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসমাগমের স্থানের জন্য পার্কিং ব্যবস্থা সহ ব্যাপক সড়ক নিরাপত্তা এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করে সামগ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘটনা এবং অংশগ্রহণ:

- জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ এবং রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহে যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্প্রদায়ের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তার গুরুত্বকে আরও জোরদার করা।
- এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, পিআরআইগুলি গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ সড়ক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যার ফলে দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক সড়ক নিরাপত্তা উন্নত হবে।

প্রশ্নঃ গ্রামীণ সড়ক ও পরিবহনের ভূমিকা কী?

উত্তরঃ আজকের বিশ্বে সড়ক ও পরিবহন প্রতিটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে সড়ক ব্যবহারকারী। বর্তমান পরিবহন ব্যবস্থা দূরত্ব কমিয়ে এনেছে কিন্তু অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। প্রতি

বছর সড়ক দুর্ঘটনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় এবং কোটি কোটি মানুষ গুরুতর আহত হয়।

সড়ক নিরাপত্তার মূল বিষয়গুলি:

- আমাদের জীবনে সড়কের ভূমিকা
- আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি
- সড়ক দুর্ঘটনার উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান
- সকলের জন্য নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা

পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য

- বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা (SDG-3)-সড়ক নিরাপত্তার জন্য কর্ম দশক ২০২১-২০৩০
- লক্ষ্য: এই সময়ের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং আহতদের কমপক্ষে ৫০% হ্রাস করা
- লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা: সরকার এবং অংশীদারদের সমন্বিত নিরাপদ ব্যবস্থা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা

সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি

ভারতে পরিস্থিতি

- সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভারত প্রথম স্থানে রয়েছে
- প্রতি বছর ৪৬০ হাজার সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে ১৬৮ হাজার মানুষ মারা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতি

- প্রতি বছর প্রায় ১৩.৫ হাজার সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে ৬ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

******

কমিশনার, এম জি এন আর ই জি এস, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

প্রশ্নঃ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল, চাহিদা অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি আর্থিক বছরে নিশ্চিত কর্মসংস্থান হিসাবে কমপক্ষে একশো দিনের অদক্ষ শ্রমিকের কাজ প্রদান করা -

- নির্ধারিত গুণমান এবং স্থায়িত্বের উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরি করা।
- দরিদ্রদের জীবিকা সংস্থানকে শক্তিশালী করা।
- সক্রিয়ভাবে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে প্রাপ্য অধিকারগুলি কী কী?

উত্তরঃ এই প্রকল্পে প্রাপ্য অধিকার অধিকারগুলি নিম্নরূপ -

- জব কার্ড পাওয়ার অধিকার।
- কাজের দাবি ও তা পাওয়ার অধিকার।
- বেকারত্ব ভাতা পাওয়ার অধিকার।
- প্রকল্পের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি করার অধিকার।
- গ্রামের ৫ কিমি ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে কাজ পাওয়ার অধিকার।
- কাজের অধিকারের সুবিধা।
- ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পাওয়ার অধিকার।
- মজুরি প্রদানে বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার।
- অভিযোগের সময়সীমাবদ্ধ প্রতিকারের অধিকার।
- সমসাময়িক সামাজিক নিরীক্ষা এবং সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করার অধিকার।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

উত্তরঃ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যঃ এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ-

- গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের যারা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক তাদের প্রতি পরিবারে সর্বাধিক ১০০ দিনের জন্য মজুরি প্রদানের আইনি গ্যারান্টি দেয়।
- এটি জেলার সকল গ্রামে প্রযোজ্য। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প-এর অধীনে নিবন্ধন করার অধিকার রয়েছে।

- জব কার্ড নিবন্ধনের জন্য আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প -এর অধীনে নিবন্ধিত প্রতিটি পরিবারকে জব কার্ড দেওয়া হয়।
- নিবন্ধিত জব কার্ড প্রাপকগণ একটি দল/ব্যক্তিগত আবেদন করে কাজ চাইতে পারেন।
- কাজটি গ্রাম থেকে ৫ কিমি অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রদান করা হবে।
- অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি (১০০ দিনের কাজ পর্যন্ত)-কেন্দ্রীয় সরকারের দায়।
- ৭৫% মজুরি দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এবং ২৫% অ-মজুরি দায় রাজ্য সরকারের উপর।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী এবং ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা।
- প্রকল্পে নিযুক্ত সমস্ত কর্মীদের মজুরির সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের সুবিধা (DBT) ব্যবস্থা।
- শুধুমাত্র আধার ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম মজুরি প্রার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক।
- প্রকল্পের অধীনে মোট ২৬৬ টি কাজ অনুমোদিত।
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান অর্থ প্রদান।
- মজুরি এক পাক্ষিকের মধ্যে পরিশোধ করা।
- নারীদের এমনভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া যাতে নিবন্ধীকৃত এবং কাজের জন্য অনুরোধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সুবিধাভোগী মহিলা হবেন।
- কর্মক্ষেত্রের সুবিধা যেমন ক্রেশ, পানীয় জল এবং ছায়ার ব্যবস্থা রাখা।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা কী কী?

উত্তরঃ সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতাঃ ক) নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাস খ) অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে ইচ্ছুক ১৮ বছর ঊর্ধ্বে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পের উপভোক্তা কারা?

উত্তরঃ প্রকল্পের উপভোক্তাগণঃ নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। এবং অনুচ্ছেদ – ৫ অনুযায়ী (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প) যেসব পরিবার সমূহের জমি ও বাস্তুজমিতে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, সেগুলি হল –

- তফসিল জাতি
- তফসিল উপজাতি
- যাযাবর সম্প্রদায়ের উপজাতি
- অবিজ্ঞাপিত উপজাতি
- অন্যান্য পরিবার যারা দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন
- মহিলা পরিচালিত পরিবার
- বিশেষ ভাবে সক্ষম (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি পরিচালিত পরিবার
- ভূমি সংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তা

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) -এর উপভোক্তা
- তফসিল উপজাতি ও অন্যান্য বন অধিষ্ঠাতা আইন (বন অধিকার স্বীকৃতি), ২০০৬ (২ ধারা ২০০৭)-এর উপভোক্তাসমূহ।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে কাজ পেতে গেলে কার সাথে ও কোথায় যোগাযোগ করতে হবে ?

উত্তরঃ এই প্রকল্পে কাজ পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে জব কার্ড ও তার পরে কাজের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও দায়িত্ব -

- জব কার্ডের আবেদন গ্রহণ ও তথ্যাদি যাচাই করে ১৫ দিনের মধ্যে জবকার্ড প্রদান।
- কাজের আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ প্রদান।
- ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না পারলে কর্মপ্রার্থী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান (এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বেকারভাতা বহন করবে)।
- গ্রামসভা আহ্বান করা, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং পরিকল্পনা মাফিক কার্য বাস্তবায়িত করা।
- সামাজিক নিরীক্ষা সংগঠন করা।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর কারা?

উত্তরঃ এই কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার হলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হন জেলা শাসক বা ডি.এম.।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পের জব কার্ড কার কাছে থাকবে ?

উত্তরঃ জব কার্ড রাখা – MGNREGA-আইনের ২৫ তম ধারা অনুযায়ী জব কার্ড সব সময় উপভোক্তার কাছেই থাকা দরকার। এটা কখনওই গ্রাম পঞ্চায়েত, সুপারভাইজার, বা অন্য কারোর কাছে থাকবে না।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পের শ্রম বাজেট কী ?

উত্তরঃ শ্রম বাজেট - (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প) আইনের ১৪ নম্বর ধারা (উপ ধারা ৬) অনুসারে কাজের চাহিদা অনুযায়ী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণ ও গ্রামসভা কর্তৃক অনুমোদন।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্র গুলি কি কি ? এবং কোন কোন বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরী ?

উত্তরঃ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে পরিকল্পনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে :-

1) গ্রাম সংসদ সভার পূর্বে, গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ভৌগোলিক তথ্য সমৃদ্ধ মানচিত্র নিতে হবে যাতে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা, যেমন বনাঞ্চল/ভূমির ঢাল/ চাষ যোগ্য জমি/ অব্যাবহৃত জমি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় এবং নতুন কাজের স্থান নির্বাচন যথাযথ হয়। ফলে কি কি বিষয়ে পরিকল্পনা করা যায় তার ধারণা তৈরি করা সম্ভব।

2) সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতে বিগত অন্ততঃ ৫ (পাঁচ) বছরে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে কত গুলি কাজ হয়েছে তার তালিকা জিও ট্যাগ যুক্ত মানচিত্র সহ ভুবন পোর্টাল থেকে নিতে হবে যাতে একই জায়গায় অনুরূপ কাজ আবার না নেওয়া হয় আর কাজের স্বছতা বজায় থাকে।

3) পরিকল্পনায় সেই সব কাজ গুলোকেই তালিকা ভুক্ত করতে হবে, যেগুলি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে অনুমতি যোগ্য।

4) গ্রাম সভার পূর্বে উপরোক্ত বিষয় গুলি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ কে বুঝিয়ে বলতে হবে।

5) গ্রাম সভা থেকে উঠে আসা কাজের তালিকা গুলি থেকে বাস্তবসম্মত, ভৌগোলিক অবস্থানের পক্ষে উপযুক্ত ও শুধু মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে অনুমতি যোগ্য বিষয় থেকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা ভুক্ত করতে হবে।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান পদ্ধতি কিরূপ ?

উত্তরঃ শ্রমিকদের মজুরি প্রদান - এই কর্মসূচিতে যে সমস্ত অদক্ষ শ্রমিক কাজ করবেন তাদের মজুরি সরাসরি তাঁদেরই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়। মাস্টাররোল শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে। এই প্রকল্পের ই-মাস্টার রোল প্রোগ্রাম অফিসার (বি.ডি.ও) ইস্যু করবেন।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার কিভাবে বজায় থাকবে ?

উত্তরঃ স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করণের বিষয় গুলি

- জব-কার্ড সর্বদা যাকে ইস্যু করা হয় সেই পরিবারের কাছে রাখা।
- কর্মক্ষেত্রে ন্যাশনাল মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম (NMMS) এর মাধ্যমে শ্রমিকদের উপস্থিতি চিহ্নিত করা হবে।
- পি আইএ স্তরে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি।
- ৩ স্টেজ জিও-ট্যাগ করা প্রতিটি কাজের জন্য বাধ্যতামূলক।
- অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি জেলায় ন্যায়পাল নিয়োগ।
- প্রতিটি কাজে সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে নাগরিক জন্য তথ্য বোর্ড রাখার বিষয়টি কিরূপ ?

উত্তরঃ নাগরিক জন্য তথ্য বোর্ডঃ প্রতিটি কাজের বিষয়ে নাগরিকের জন্য তথ্য বোর্ড রাখা। নাগরিকের জন্য তথ্য বোর্ড স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ করা। কমিউনিটি কাজের ক্ষেত্রে বোর্ড হবে: হলুদ রং এর এবং তথ্য লেখা হবে নীল রং দিয়ে। ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে বোর্ড হবে: হলুদ রং এর এবং তথ্য লেখা হবে কালো রং দিয়ে।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে প্রতিটি কাজের জন্য প্রকল্পের তথ্য-বিবরণ কীভাবে রাখা হয়?

উত্তরঃএই প্রকল্পে প্রতিটি কাজের জন্য প্রকল্পের তথ্য-বিবরণ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অনুলিপি / নিজস্ব পরিকল্পনা।

- প্রযুক্তিগত প্রাক্কলন ও নকশার অনুলিপি - প্রযুক্তগত অনুমোদন।

- প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন।
- সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত তথ্য।
- আবেদনপত্রের চাহিদার কর্ম।
- কাজের বরাদ্দের -ই-মাষ্টার রোলের প্রতিলিপি।
- কাজের পরিমাপের পৃষ্ঠা বা খাতার প্রতিলিপি।
- উপাদান সংগ্রহের নথি এবং ব্যবহার।
- মজুরির তালিকার প্রতিলিপি।
- মজুরি ও উপাদান প্রদানের এফ.টি.ও. -র প্রতিলিপি।
- উপাদানের (মেটিরিয়াল) ভাউচার ও বিল।
- রয়্যাল্টি প্রদত্ত রসিদের প্রতিলিপি।
- প্রকল্পের ফটোগ্রাফ / কাজের তিনটি পর্যায়ের।
- কাজ সমাপ্তির শংসাপত্র।
- মাষ্টাররোলের গতিবিধির তথ্য।
- পূর্বের, কাজ চলাকালীন, কাজের পরে।
- সম্পদের ফটোগ্রাফ জিও-ট্যাগিং করা।
- সামাজিক নিরীক্ষার প্রতিলিপি।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে কত ধরনের রেজিষ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক?

উত্তরঃ সাত ধরনের রেজিষ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক –

১. জবকার্ডের বিশদ বিবরণ ওপরিবারের তথ্য।

২. গ্রাম সভা সম্পর্কিত তথা, সামাজিক নিরীক্ষা (বিশেষ গ্রাম সভা)।

৩.কাজের দাবী, কাজের বরাদ্দ, মজুরি প্রদান।

৪. কাজের নিবন্ধনের তথ্য।

৫. স্থায়ী সম্পদের নিবন্ধনের বই।

৬. অভিযোগ নিবন্ধন বই।

৭. উপকরণের নিবন্ধন বই।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে সামাজিক নিরীক্ষা সম্পাদনের বিষয়টি কিরূপ?

উত্তরঃ সামাজিক নিরীক্ষা সম্পাদন - মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী প্রকল্পের প্রতিটি কাজের সামাজিক নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

প্রশ্নঃ এই কর্মসূচির প্রকল্প রূপায়নে সুশাসন ব্যবস্থা কিরূপে বজায় রাখা সম্ভব?

উত্তরঃ প্রতিটি কাজে সুশাসনের ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। যেমন –

- জব কার্ড নিয়মিত হালনাগাদ করা।
- প্রতিটি কাজের জায়গায় নাগরিক তথ্য বোর্ড স্থাপন করা।
- প্রতিটি কাজে কাজের ফাইল রাখা।
- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সাতটি (৭) রেজিস্টার এবং অভিযোগ রেজিস্টার বজায় রাখা।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীন কিছু কাজের নমুনা

*****

কর্মশ্রী প্রকল্প

প্রশ্নঃ কর্মশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি ?

উত্তরঃ কর্মশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে একটি আর্থিক বছরে প্রতিটি জব কার্ডধারী পরিবারকে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মজুরি কর্মসংস্থান প্রদান করা।

প্রশ্নঃ কর্মশ্রী প্রকল্প কোথায় রূপায়িত হবে ?

উত্তরঃ কর্মশ্রী প্রকল্প সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত হবে।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা কী কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ জব কার্ডধারী পরিবার, যারা মহাত্মা গান্ধী এনআরইজিএস-এর অধীনে নিবন্ধিত, তারা এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান পাওয়ার যোগ্য।

প্রশ্নঃ কোনো শ্রমদানকারীর জব কার্ড না থাকলে সে কি ভাবে কর্মশ্রী তে অন্তর্ভুক্ত হবে ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গের যদি কোনও গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা শ্রমদানকারী এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান পেতে ইচ্ছুক হন কিন্তু তাঁর পরিবারের কাছে জব কার্ড না থাকে, তবে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর পরিবারকে স্থানীয় বিডিও অফিস থেকে একটি জব কার্ড দেওয়া হবে হবে যাতে সেই শ্রমদানকারী কর্মশ্রীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

প্রশ্নঃ কর্মশ্রী প্রকল্প রূপায়ণ কাদের মাধ্যমে হবে ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট (বিভাগ) দ্বারা কর্মশ্রী প্রকল্প রূপায়িত হবে।

প্রশ্নঃ কর্মশ্রী প্রকল্পে জব কার্ড ধারীরা কি ভাবে কাজ চাইবেন ?

উত্তরঃ এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী জব কার্ড ধারীরাএকটি নির্দিষ্ট কাজ চাওয়ার ফর্মে -এ (ডিমান্ড ফর্ম) গ্রাম পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিসে আবেদন করবেন এবং আবেদনকারী একটানা সর্বোচ্চ চোদ্দ দিনের কাজ চাইতে পারেন।

প্রশ্নঃ ডিপার্টমেন্টের কাজে জব কার্ডধারীদের যুক্ত করার পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ

1) রাজ্য সরকারের অধীনস্ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিস তাদের প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থা কে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার সময় ওয়ার্ক অর্ডারে জব কার্ড ধারীদের নিযুক্ত করার বিষয়টি উল্লেখ থাকবে।

2) কাজ শুরু হবার ৭ দিন আগে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিস, জেলা এম.জি.এন.আর.ই.জি. এস নোডাল অফিসারকে পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শ্রমদানকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করবেন।

3) এম. জি. এন. আর. ই. জি. এস এর জেলা নোডাল অফিসার সংশ্লিষ্ট বিডিও এর কাছে তা পাঠাবেন। বিডিও তার কাছে বা গ্রাম পঞ্চায়েতে, কাজের জন্য আবেদন করা জব কার্ডধারীদের তালিকা থেকে ঠিকাদারি সংস্থা যেখানে কাজ করছে সেই কাজের জায়গায় শ্রমদানকারীদের নিযুক্ত করবেন।

4) এই নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া কাজ শুরু হওয়ার তিন দিন পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট ও নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে কোন কাজের জন্য জবকার্ডধারীদের নিযুক্ত করা হলো তা বিডিও জানিয়ে দেবেন।

5) পাশাপাশি স্থানীয় বিডিও তার অফিসের মাধ্যমে, যে জব কার্ডধারীদের নিযুক্ত করা হল তাদের লিখিতভাবে নির্দিষ্ট কাজের দিনগুলিতে উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার কথা জানিয়ে দেবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে।

কর্মস্থলে জবকার্ডধারীদের উপস্থিতি এবং তাদের দ্বারা যথোপযুক্ত শ্রমদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমদানকারী না থাকার কারণে ডিপার্টমেন্টের কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

প্রশ্নঃ কর্মশ্রী প্রকল্পে জব কার্ডধারীরা কার কাছ থেকে মজুরি পাবেন ?

উত্তরঃ যে ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে সেই ডিপার্টমেন্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী ঠিকাদার/সংস্থা কোনও কাজে নিযুক্ত জব কার্ডধারীদের মজুরী প্রদান করবেন।

প্রশ্নঃ মজুরী কত হবে ?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের মজুরীর হার প্রযোজ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী মজুরী দেওয়া হবে।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে তত্ত্বাবধান কারা করবেন ?

উত্তরঃ

ক) বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে ইচ্ছুক জব কার্ডধারীদের কাছ থেকে কাজের আবেদন নেওয়া, রূপায়ণকারী সংস্থার প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজে এই জব কার্ডধারীদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় বিডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

খ) এম. জি. এন. আর. ই. জি. এস এর জেলা নোডাল অফিসার -

১. জেলার বিভিন্ন ডিপার্মেন্টের (বিভাগীয়) অফিস এবং স্থানীয় ব্লক ডেভেলমেন্ট অফিস গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন

২. ঠিকাদার/সংস্থাগুলিতে জব কার্ডধারীদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে বিডিও দের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন এবং জেলায় কর্মশ্রী প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করবেন।

জেলা শাসক জেলায় কর্মশ্রী প্রকল্প কর্মসূচি রূপায়ণের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। একজন অতিরিক্ত জেলা শাসক এই প্রকল্পের জন্য নোডাল অফিসার হিসাবে কাজ করবেন।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে অভিযোগ জানানোর মাধ্যম কি ?

উত্তরঃ এই প্রকল্পের আওতায় কোন অভিযোগ থাকলে, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং নির্দিষ্ট ব্লকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

*****

একাদশ অধ্যায়

সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি ও সমব্যথী প্রকল্প

এন এস এ পি বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি

ভারতের সংবিধান নির্দেশমূলক নীতির ৪১ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে যেমন – অক্ষম, বয়স্ক, অসুস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক সহায়তা প্রদান। তাই ১৯৯৫ সালে আমাদের দেশে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি চালু হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথ অংশীদারিত্বে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিটি সারা দেশে রূপায়িত হচ্ছে।

প্রশ্নঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে কোন কোন কর্মসূচি চালু আছে?

উত্তরঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে মোট ৪টি কর্মসূচি চালু আছে। এগুলি হল -

১। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প।

২। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প।

৩। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প।

৪। জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প।

প্রশ্নঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলিতে যোগ্যতা কী এবং সহায়তার পরিমাণ কত?

উত্তরঃ নীচে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির অন্তর্গত মোট ৩টি পৃথক ভাতা কর্মসূচির যোগ্যতা ও সহায়তার পরিমাণ আলোচনা করা হল -

যোগ্যতাঃ	ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প	ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প	ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প।
• আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত গণনা ২০১১ এর ভিত্তিতে তৈরি তথ্য ভান্ডারের মাধ্যমে নির্বাচিত দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ	• বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি। • অন্য কোনও বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের উপভোক্তা নন।	• বয়স ৪০-৭৯ বছর। • বিধবা • অন্য কোনও বিধবা ভাতা প্রকল্পের উপভোক্তা নন।	• বয়স ১৮-৭৯ বছর। • ৮০% বা তার অধিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত অথবা একাধিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে প্রতিটিতে কমপক্ষে ৪০% করে
• উপভোক্তার আর্থিক সহায়তার পরিমাণ	• মাসিক ১০০০ টাকা	• মাসিক ১০০০ টাকা	• মাসিক ১০০০ টাকা

প্রশ্নঃ জাতীয় পরিবার সহায়তা কর্মসূচিতে যোগ্যতা কী এবং সহায়তার পরিমাণ কত?

উত্তরঃ আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত গণনা ২০১১ এর ভিত্তিতে তৈরি তথ্য ভান্ডার থেকে সাত ধরণের বঞ্চনা নির্ণায়ক মাপকাঠির ভিত্তিতে আর্থ সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পরা পরিবারের মূল উপার্জনকারীর মৃত্যু হলে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এককালীন অনুদান দেওয়াই হল জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প। শর্তঃ

- ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে কোনও পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী মহিলা বা পুরুষের মৃত্যু।
- স্বাভাবিক (সাধারণ ভাবে বা কোনও অসুখে মৃত্যু) বা দুর্ঘটনাজনিত (পথ দুর্ঘটনা, ট্রেন দুর্ঘটনা, জলে ডোবা, সাপের কামড়, আকস্মিক পতন বা বজ্রাঘাতে) মৃত্যু।
- আত্মহত্যার ক্ষেত্রে কোনওরূপ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় না।
- আর্থিক সহায়তার পরিমাণ মাথাপিছু এককালীন ৪০,০০০ টাকা।

স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করে যদি দেখা যায় যে ওই পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা অর্জনের সমস্ত শর্তাবলীর নিরিখে উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রধান ও যোগ্য উত্তরসূরীব্যক্তিকে এই জাতীয় পরিবার সহায়তা কর্মসূচির অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে । এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সাহায্য পেতে গেলে যোগ্য উত্তরসূরী ব্যক্তিকে পরিবারের মূল উপার্জনকারীর মৃত্যুর পরে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত / বি ডি ও অফিসে আবেদন করতে হয়।

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির অন্তর্গত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প , ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প ও জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আবেদনকারীর পোস্ট অফিস বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে । তাই এক্ষেত্রে আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। পরিবারের অন্য কোনও সদস্যের সঙ্গে যুগ্ম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলে সেই অ্যাকাউন্ট সহায়তা প্রদানের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না । উপভোক্তার নিজস্ব একক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। উপভোক্তার আধার কার্ড থাকলে আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর সংযুক্তিকরণ করানো আবশ্যক। আধার কার্ড না থাকলে তা করাতে হবে এবং তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর সংযুক্তিকরণ ঘটাতে হবে । বর্তমানে রাজ্যস্তর থেকে সরাসরি উপভোক্তার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে পেনশনের টাকা পাঠানো হয়।

প্রশ্নঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানের অংশীদারিত্ব কীরূপ?

উত্তরঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে অংশীদারিত্ব নিম্নরূপঃ-

প্রকল্প	আর্থিক সহায়তার পরিমাণ	কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারীত্ব	রাজ্য সরকারের অংশীদারীত্ব
• ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প	• ১০০০ টাকা (৬০- ৭৯ বছর বয়স অবধি) • ১০০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)	• ২০০ টাকা (৬০- ৭৯ বছর বয়স অবধি) • ৫০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)	• ৮০০ টাকা (৬০- ৭৯ বছর বয়স অবধি) • ৫০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)
• ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প	• ১০০০ টাকা (৬০- ৭৯ বছর বয়স অবধি) • ১০০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)	• ৩০০ টাকা (৬০- ৭৯ বছর বয়স অবধি) • ৫০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)	• ৭০০ টাকা (৬০- ৭৯ বছর বয়স অবধি) • ৫০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)
• ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প	১০০০ টাকা (১৮- ৭৯ বছর বয়স অবধি) ১০০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)	৩০০ টাকা (১৮- ৭৯ বছর বয়স অবধি) ৫০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)	৭০০ টাকা (১৮- ৭৯ বছর বয়স অবধি) ৫০০ টাকা (৮০ বছরের উর্ধ্বে)
• জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প	• ৪০,০০০ টাকা	• ২০,০০০ টাকা	• ২০,০০০ টাকা

প্রশ্নঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য কীরূপ?

উত্তরঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

- ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের উপভোক্তা আবার বিবাহ করলে এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্য ভাতা বন্ধ হয়ে যায়।
- জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাধীন তিনটি পেনশন প্রকল্পের কোনও উপভোক্তার মৃত্যু হলে তার বকেয়া প্রাপ্য টাকা (উপভোক্তার মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বকেয়া টাকা), ওই উপভোক্তার যোগ্য উত্তরাধীকারীকে দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সহায়তায় অনুসন্ধান সাপেক্ষে যোগ্য উত্তরাধীকারীর বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে।
- জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির উপভোক্তাদের প্রতি বছরে একবার সরেজমিনে যাচাইকরণ করা হয়। বার্ষিক সরেজমিনে যাচাইকরণ করার পর মৃত, স্থানান্তরিত বা অন্য কোনও কারণে অযোগ্য ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান সাময়িক (স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে) বা একেবারে (মৃত ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে) বন্ধ করা হয়ে থাকে।
- কোনও উপভোক্তার মৃত্যু হলে তার ভাতা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে উপভোক্তার কোনও উত্তরাধিকারী এই ভাতার জন্য দাবী করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে উপভোক্তার মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য টাকাটুকুই কেবল তার নমিনী ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারবেন।

প্রশ্নঃ স্বয়ংক্রিয় অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ আর্থ-সামাজিক জাতিগত গণনা ২০১১ এর ভিত্তিতে পাওয়া তথ্য ভান্ডারের নিরিখে কোনও ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত মাপকাঠিগুলির মধ্যে অন্তত একটি পূরণ করে থাকেন তাহলে তার নাম আপনা-আপনিই জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের উপভোক্তা রূপে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটিকে বলে স্বয়ংক্রিয় অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি।এই মাপকাঠি গুলি হল -

১। আশ্রয়হীন পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তি।

২। অত্যন্ত দরিদ্র, দিন আনি দিন খাই – এই ধরনের ব্যক্তি।

৩। ময়লা - আবর্জনা সংগ্রহকারী ধাঙর শ্রেণির মানুষ।

৪। প্রত্যন্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ।

৫। চুক্তি-নির্ভর নয় এমন দাস বা চাকর বা মজুর।

প্রশ্নঃ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাদ যাওয়া বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ কোনও ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত মাপকাঠিগুলির মধ্যে অন্তত একটিও পূরণ করেন তাহলে তার নাম আপনা আপনিই জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে নির্বাচন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এই ভাবে নাম বাদ যাওয়ার পদ্ধতিকে বলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাদ যাওয়া। এই মাপকাঠিগুলি হল -

১। ব্যক্তির যদি ২/৩/৪ চাকা বিশিষ্ট মোটর গাড়ি থাকে অথবা মাছ ধরার নৌকা থাকে।

২। ব্যক্তির যদি ৩/৪ চাকা বিশিষ্ট ট্রাক্টর থাকে।

৩। ব্যক্তির যদি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থাকে।

৪। ব্যক্তির পরিবারের কেউ যদি সরকারি কর্মচারী হয়ে থাকে।

৫। ব্যক্তির পরিবারের যদি সরকারি রেজিস্ট্রেশন করা অ-কৃষিভিত্তিক কোনও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ থেকে থাকে।

৬। ব্যক্তির পরিবারের কেউ যদি মাসিক ১০,০০০ টাকা বা তার বেশি আয় করে থাকেন।

৭। ব্যক্তি যদি আয়কর জমা দেন।

৮। ব্যক্তি যদি বৃত্তিমূলক কর বা প্রফেশনাল ট্যাক্স জমা দেন।

৯। ব্যক্তির যদি ৩ বা তার বেশি কক্ষ বিশিষ্ট পাকা দেওয়ালযুক্ত বাড়ি থাকে।

১০। ব্যক্তির বাড়িতে যদি ফ্রিজ, ল্যান্ডলাইন টেলিফোন থাকে।

১১। ব্যক্তির যদি আড়াই একরের বেশি চাষযোগ্য জমি ও চাষ করবার যন্ত্রপাতি থেকে থাকে।

১২। ব্যক্তির যদি ৫ একর বা তার বেশি দুই মরসুমের ফসল ফলানোর মতো জমি থেকে থাকে।

১৩। ব্যক্তি যদিঅন্তত ৭.৫ একর বা তার বেশি চাষযোগ্য জমির মালিক হয়ে থাকেন এবং অন্তত একটি চাষের যন্ত্র থেকে থাকে।

প্রশ্নঃ বঞ্চনা নির্ণায়ক মাপকাঠি গুলি কী কী?

উত্তরঃ মোট সাত ধরণের বঞ্চনা নির্ণায়ক মাপকাঠি আছে। এগুলি হলঃ-

১। কোনও ব্যক্তির যদি একটি মাত্র বসবাস করার ঘর এবং সেটি কাঁচা দেওয়াল ও কাঁচা ছাদ যুক্ত হয়।

২। পরিবারে যদি কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮-৫৯ বছর বয়সি) ব্যক্তি না থাকে।

৩। পরিবারের প্রধান যদি কোনও মহিলা হন এবং পরিবারে যদি কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ (১৮-৫৯ বছর বয়সি) ব্যক্তি না থাকে।

৪। পরিবারে যদি কোনও প্রতিবন্ধি সদস্য থাকেন এবং আর কোনও প্রাপ্তবয়স্ক, উপার্জনক্ষম সদস্য না থাকেন।

৫। তপশিলি জাতি/ উপজাতি।

৬। পরিবারে যদি ২৫ বছরের উর্ধ্বে কোনও শিক্ষিত সদস্য না থাকে।

৭। কোনও ব্যক্তির যদি নিজস্ব কোনও জমি না থাকে এবং ব্যক্তিটি অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেই মূলত আয় করে থাকেন।

প্রশ্নঃ যাচাইকরণের জন্য তৈরি ব্যক্তির প্রাথমিক তালিকা বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে উপভোক্তাকে কতগুলি যোগ্যতামান পূরণ করতে হয়। স্বয়ংক্রিয় অন্তর্ভুক্তিকরণের মাপকাঠি যাচাই করে কোনও ব্যক্তি যদি অন্তত একটি মাপকাঠি পূরণ করেন তাহলে তার নাম যাচাইকরণের জন্য তৈরি ব্যক্তির প্রাথমিক তালিকায় চলে আসে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত গণনা ২০১১ এর ভিত্তিতে তৈরি করা তথ্য ভান্ডারের নিরিখে একজন ব্যক্তির বঞ্চনার মাপকাঠি যাচাই করে দেখা হয়। মোট ৭ ধরণের বঞ্চনা নির্ণায়ক মাপকাঠি রয়েছে। এই মাপকাঠিগুলি হলঃ

১। কোনও ব্যক্তির যদি একটি মাত্র বসবাস করার ঘর এবং সেটি কাঁচা দেওয়াল ও কাঁচা ছাদ যুক্ত হয়।

২। পরিবারে যদি কোনও প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৫৯ বছর বয়সি) ব্যক্তি না থাকে।

৩। পরিবারের প্রধান যদি কোনও মহিলা হন এবং পরিবারে যদি কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ (১৮-৫৯ বছর বয়সি) ব্যক্তি না থাকে।

৪। পরিবারে যদি কোনও প্রতিবন্ধি সদস্য থাকেন এবং আর কোনও প্রাপ্তবয়স্ক, উপার্জনক্ষম সদস্য না থাকেন।

৫। তপশিলি জাতি/ উপজাতি।

৬। পরিবারে যদি ২৫ বছরের উর্ধ্বে কোনও শিক্ষিত সদস্য না থাকে।

৭। কোনও ব্যক্তির যদি নিজস্ব কোনও জমি না থাকে এবং ব্যক্তিটি অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেই মূলত আয় করে থাকেন।

কোনও ব্যক্তি যদি উপরোক্ত মাপকাঠিগুলির মধ্যে সবকটি বা যেকোনও ৩ টি মাপকাঠি পূরণ করে থাকেন তাহলে তাকে যোগ্য

উপভোক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। তার নাম যাচাইকরণের জন্য তৈরি ব্যক্তির প্রাথমিক তালিকায় চলে আসে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ যাওয়ার মাপকাঠিগুলোর মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি একটিও মাপকাঠি পূরণ করেন তাহলে তার নাম যাচাইকরণের জন্য তৈরি ব্যক্তির প্রাথমিক তালিকায় থাকবে না।

প্রশ্নঃ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির উপভোক্তা নির্বাচনের পদ্ধতিটি কীরূপ এবং কীভাবে স্থায়ী অপেক্ষমান উপভোক্তার তালিকা তৈরি করা হয়?

উত্তরঃ যাচাইকরণের জন্য তৈরি ব্যক্তির প্রাথমিক তালিকা থেকে উপভোক্তা নির্বাচন করা হয়। জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে একটি বছরে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক উপভোক্তা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন তার সংখ্যা নির্দিষ্ট। অধিকাংশ সময়ে উপভোক্তার সংখ্যা প্রায় সর্বোচ্চ সীমা অবধি থাকার জন্যশূন্যস্থান পূরণ করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে। বর্তমান উপভোক্তার মৃত্যু ঘটলে বা কোনওভাবে বর্তমান উপভোক্তা অযোগ্য ঘোষিত হলে শুধুমাত্র সেই শূন্যস্থানের জায়গাতেই নতুন উপভোক্তার নাম অপেক্ষমান ব্যক্তিদের তালিকা থেকে পূরণ করা হয়। আর্থ-সামাজিক জাতিগণনা ২০১১-এর ভিত্তিতে যাচাইকরণের জন্যতৈরি ব্যক্তিদের প্রাথমিক তালিকা, প্রতিটি পরিবারের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে পুনরায় যাচাইকরণ করা হয়। এই যাচাইকরণের মাধ্যমে অযোগ্য আর্থ-সামাজিক ভাবে উন্নত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে পরিশেষে যোগ্য, বঞ্চিত ব্যক্তিদের নিয়ে স্থায়ী অপেক্ষমান উপভোক্তার তালিকা (Permanent Waitlist) তৈরি করা হয় এবং এই তালিকা গ্রাম সংসদে প্রকাশ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতি / ব্লক স্তরে এই সমগ্র কর্মসূচি দেখাশোনা করেন পঞ্চায়েত সমিতির উপসচিব (Deputy Secretary) বা অন্য কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত বি ডি ও অফিসের আধিকারিক। জেলা স্তরে এই কর্মসূচি দেখাশোনা করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক (DPRDO)।

প্রশ্নঃ বর্তমান উপভোক্তাদের বার্ষিক সরেজমিনে যাচাইকরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ প্রত্যেক বছর ব্লক স্তরের কোনও একজন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাক্ষুষ করে তাদের সাম্প্রতিকতম তথ্য যাচাই করে দেখা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বার্ষিক সরেজমিনে যাচাইকরণ বলে।

প্রশ্নঃ কোনও উপভোক্তার নাম কীভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়?

উত্তরঃ বার্ষিক সরেজমিনে যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে যদি জানা যায় কোনো উপভোক্তা মারা গেছেন, বা স্থায়ী ভাবে কর্মসূত্রে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছেন, বা তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার এমন উন্নতি ঘটেছে যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে নাম বাদ যাওয়ার পদ্ধতি অনুসারে তার উপভোক্তা তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার উপযুক্ত, এই সকল ক্ষেত্রে ওই সব ব্যক্তিদের নাম উপভোক্তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

প্রশ্নঃ কোনও বয়স্ক ব্যক্তির আধার কার্ড না থাকলে কী করণীয়?

উত্তরঃ কোনো বয়স্ক ব্যক্তির আধার কার্ড না থাকলে তাকে নিকটবর্তী আধার সংযুক্তিকরণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে বি ডি ও অফিসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আধার কার্ড করানো হয়ে গেলে তাদের আধার কার্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করিয়ে নিতে হবে। অত্যধিক বয়সের কারণে যদি কারোর আধার কার্ড করানো সম্ভব না হয় তাহলে আধার সংযুক্তিকরণ কেন্দ্র থেকেই ওই ব্যক্তির জন্য একটি সার্টিফিকেট করিয়ে এনে তা বিডিও অফিসে জমা দিতে হবে। বিডিও সেই ব্যক্তির তথ্য জেলা স্তরের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

প্রশ্নঃ ডেমোগ্রাফিক ডেটা মিসম্যাচ কী?

উত্তরঃ কোনও ব্যক্তির নামের সঙ্গে তার আধার নম্বর না মিললে তাকে ডেমোগ্রাফিক ডেটা মিসম্যাচ বলে।

প্রশ্নঃ ডেমোগ্রাফিক ডেটা মিসম্যাচের কারণে আধার সংযুক্তিকরণ করানো না গেলে কী করতে হবে?

উত্তরঃ ব্যক্তির সাম্প্রতিকতম আধার কার্ড আধার পোর্টাল থেকে সফট কপি ডাউনলোড করে নিতে হবে। সেই সাম্প্রতিকতম আধারে যে নাম দেওয়া আছে সেই নামই NSAP-PPS পোর্টালে এন্ট্রি করাতে হবে। সেই নামই ব্যাঙ্কের পাসবুকেও দিতে হবে।

প্রশ্নঃ ইনভ্যালিড আধার কী? এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হবে?

উত্তরঃ সঠিক ১২ টি সংখ্যার আধার নম্বর না দিলে বা আধার যদি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ইনভ্যালিড আধার এর সমস্যা হয়।
এই সমস্যা সমাধানের জন্যে সঠিক ১২ টি সংখ্যার আধার নম্বর এন্ট্রি করতে হবে এবং আধার সংযুক্তিকরণ কেন্দ্রে গিয়ে ব্যক্তির সাম্প্রতিকতম বায়োমেট্রিক তথ্য দিয়ে আধার সক্রিয় বা অ্যাক্টিভেট করাতে হবে।

প্রশ্নঃ কোনও পেনশন উপভোক্তার মৃত্যু হলে কী করণীয়?

উত্তরঃ কোনও উপভোক্তার মৃত্যু হলে মৃত্যুর তথ্য বিডিও অফিসে এবং ব্যাঙ্কে মৃত্যুর ৩ দিনের মধ্যে তার পরিবারের সদস্যরা জানাতে বাধ্য থাকবেন। প্রয়োজনে সমব্যাথী প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিসে তারা আবেদন করতে পারেন।

প্রশ্নঃ পরিযায়ী উপভোক্তা বা পরিযায়ী পরিবারের পেনশন প্রাপকের মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য বিডিও অফিসে জানানো কি আবশ্যক?

উত্তরঃ কোনও পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের পেনশনার যদি রাজ্যের বাইরে মারা যান তাহলে সেই সংবাদ পাওয়া মাত্রই স্থানীয় বিডিও অফিসে জানানো কর্তব্য।

প্রশ্নঃ 'লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি' বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ যে সকল পেনশন উপভোক্তারা অতিরিক্ত বয়সজনিত কারণে বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যাঙ্কে গিয়ে পেনশনের টাকা সংগ্রহ করতে পারেন না, অথবা যাদের ৩ কিলোমিটার বা তার বেশি পথ অতিক্রম করে পেনশন সংগ্রহ করতে যেতে হয়, তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পেনশনের টাকা পৌঁছে দিয়ে আসার পরিষেবাটির নাম 'লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি'। এক্ষেত্রে যাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে তারা হল- ব্যাঙ্কিং সহায়ক / করেসপন্ডেন্ট, ব্যাঙ্কিং সখী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা। এছাড়া পোস্ট অফিসের কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমেও এই পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট'কী ? এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকা কী ?

উত্তরঃ সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বর্তমানে ২০২৪ সালে প্রকাশিত হওয়া সাম্প্রতিকতম নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা এবং উপভোক্তাদের অংশগ্রহণ উন্নত করবার লক্ষ্যে বছরে অন্তত একবার সামাজিক নিরীক্ষা/ সোশাল অডিট পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। সোশাল অডিট পরিচালনার আদেশ গ্রাম সভার সংবিধিবদ্ধ সংস্থার উপর নির্ভর করে।

এক্ষেত্রে গ্রাম প্রধানদের ভূমিকা নিম্নরূপঃ

১। গ্রাম প্রধানদের উচিত সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট' প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, সামাজিক নিরীক্ষার সূচনা সভাটি প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত আহ্বান করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে প্রতিটি সূচনা সভায় নেতৃত্ব প্রদান করবেন গ্রাম প্রধান।

২। গ্রাম প্রধানরা নিশ্চিত করবেন যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য যেমন, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির এক্তিয়ারের অধীনে বসবাসকারী উপভোক্তাদের নাম, ঠিকানা, পেনশন বিতরণের মাধ্যম এবং বিতরণ করা পেনশনের পরিমাণ ইত্যাদি সোশাল অডিট ইউনিটকে সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট' প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন আগে দিতে হবে।

৩। সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট' প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য গ্রাম সভায় সর্বসমক্ষে পাঠ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট' প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য / রিপোর্ট অবশ্যই আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি করতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে জনসাধারণের দেখার জন্য উপলব্ধ করা হবে।

৫। সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট' প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য গ্রাম সভার দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে তার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্থাৎ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক / বি ডি ও জেলা শাসককে প্রদান করবেন।

সামাজিক নিরীক্ষা / 'সোশাল অডিট' প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা হলে, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুযায়ী, পেনশন দেওয়ার জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হবে না।

৬। মোট তিনটি মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে বর্তমানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এগুলি হল- ক) পেনশন প্রাপকের তালিকায় মৃত ব্যক্তির নাম ঢুকে থাকা খ) যোগ্য পেনশন উপভোক্তার নাম পোর্টাল থেকে বাদ হয়ে যাওয়া গ) অযোগ্য ব্যক্তিকে পেনশন দেওয়া।

প্রশ্নঃ DBT মাধ্যমে পেনশন প্রদান সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রাম প্রধানরা কী কী উদ্যোগ নেবেন ?

উত্তরঃ DBT মাধ্যমে পেনশন প্রদান সুনিশ্চিত করার জন্য ব্লক তথা সংশ্লিষ্টগ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যেযে উদ্যোগ নিতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলঃ-

১। NSAP PPS পোর্টালের ব্লক লগ ইন থেকে যে সকল উপভোক্তাদের নাম নগদ উপভোক্তা / Cash Beneficiary হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে তাদের নামের তালিকা ডাউনলোড করতে হবে।

২। বর্তমানে যাদের নাম নগদ উপভোক্তা হিসেবে পোর্টালে দেখা যাচ্ছে তারা আসলে কোনো পেনশনই পাচ্ছেননা, কারণ বর্তমানে নগদে কোনো পেনশন অর্থ প্রদান করা হয় না।

৩। এই সকল উপভোক্তাদের জন্য অবিলম্বে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলাতে হবে।

৪। প্রত্যেক উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অবশ্যই তার আধার নম্বরের সাথে সংযুক্তিকরণ করতে হবে। এই কাজটি ব্লক তথা ব্যাঙ্কের দ্বারা (KYC আপডেট করা বাধ্যতামূলক) নিষ্পন্ন করতে হবে।

৫। প্রতি মাসে বাধাহীন ভাবে পেনশন প্রদান সুনিশ্চিত করতে ব্লক অফিস কর্তৃক প্রত্যেক উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট PFMS এ নথিভুক্ত করতে হবে।

সমব্যথী প্রকল্প

'সমব্যথী' প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল ২০১৬ সালের ২৪শে নভেম্বর। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল শেষকৃত্য সম্পাদনের (দাহকার্য/ সমাধিস্থ) ব্যয় বাবদ মৃত ব্যক্তির আর্থিকভাবে অসমর্থ পরিবারকে বা নিকট আত্মীয়কে এককালীন ২,০০০ (দু'হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা। কোন মৃত ব্যক্তি এরাজ্যের গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে থাকলে এবং তার শেষকৃত্য (দাহকার্য/ সমাধিস্থ) এই রাজ্যে হয়ে থাকলে তাঁর পরিবার এই সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাঁর নিকটতম আত্মীয়কে এই সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট ১৮,৯৭,৫৫৭ (আঠারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শত সাতান্ন) জন মৃত ব্যক্তির পরিবার উপকৃত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, মোট ৪৬,৬৪,৪৪,০০০ (ছেচল্লিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে এরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে সমব্যথী প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ২২টি জেলাকে বন্টন করা হয়েছে এবং মোট ২,৩৩,২২২ (দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুই শত বাইশ) জন মৃত ব্যক্তির পরিবার এই অর্থের দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

*****

দ্বাদশ অধ্যায়

গ্রামীন আবাসন

গ্রামীণ আবাসন বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

বাংলার বাড়ি

প্রশ্নঃ বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ উত্তরঃ সমস্ত গৃহহীন পরিবার এবং গ্রামীণ এলাকায় কাঁচা ও জরাজীর্ন বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারকে মৌলিক সুবিধা সহ একটি পাকা বাড়ি তৈরিতে আর্থিক সহায়তা করা। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে এই যোজনা শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন : বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের খরচের পরিমান ?

উত্তর : বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের সম্পূর্ণ খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তাদের একাউন্টে ১.২ লক্ষ টাকা, ৬০, ০০০/- করে দুটি কিস্তি তে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত অর্থ উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক / পোস্ট অফিসের একাউন্টগুলিতে ইলেকট্রনিক ভাবে প্রদান করা হবে। রাজ্য সরকার ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির জন্য মোট ৭.২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ।

প্রশ্নঃ বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য কী ?

উত্তরঃ ২৫ বর্গ মিটার জায়গা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকর রান্নার একটি জায়গা সহ পাকা বাড়ি তৈরি করা। উপভোক্তা সরকারি আর্থিক সহায়তা ছাড়াও নিজের অর্থ ও গৃহ নির্মাণ কাজে লাগাতে পারে। কোন ঠিকাদার নিযুক্ত করা যাবেনা। বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) এর লোগো স্কিমের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রত্যেক বাড়িতে লাগাতে হবে ।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্পে উপভোক্তা শনাক্তকরণ এবং নির্বাচনের নিয়ম কী ?

উত্তরঃ আবাস যোজনায় ২০২২-২৩ সালে সরেজমিন যাচাইয়ের মাধ্যমে এর স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকা তৈরি করা হয়। ৩৩,৪২,৬৪২ পরিবার AwaasPlus এর স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছে, এর মধ্যে ১১,০১,৭২৩ টি পরিবারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অভাবে অর্থ দেওয়া যায়নি। উপরোক্ত ১১,০১,৭২৩ আবাস যোজনায় অনুমোদিত উপভোক্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ রেমাল/বন্যায়/ দানা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে করা আবেদনগুলি, আদালতের নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট আবেদনগুলি এবং স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকায় থাকা উপভোক্তাদের লিস্ট তালিকাভুক্ত করে একটি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সমীক্ষা করা হয়।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্প রূপায়ণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী ?

উত্তরঃ সমীক্ষার পরে প্রাথমিকভাবে উপভোক্তাদের তালিকাটিকে পঞ্চায়েতের গ্রাম সভাতে আলোচনা করে সেটিকে পর্যালোচনা করা ও মতামত দেওয়া এবং ব্লকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো। প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে উপভোক্তাদের জানানো হয়। বাড়ি তৈরির সামগ্রী কোথা থেকে সহজে ও সুলভে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে উপভোক্তাদের জানানো এবং বাড়ি তৈরির জন্য প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রি কোথা থেকে পাওয়া যাবে সে বিষয়েও জানানো হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি সহ বর্তমান বাড়ি , প্রস্তাবিত বাড়ির Lintel স্তর পর্যন্ত, ও বাড়ি সম্পূর্ণ হওয়ার পর জিও - ট্যাগিং করতে ব্লকের কর্মচারীদের সাহায্য করা । যে সমস্ত উপভোক্তা বাড়ি তৈরি করতে সমস্যায় পড়ছেন বিশেষ করে প্রতিবন্ধী বা বৃদ্ধ , তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা। সামাজিক নিরীক্ষণ এর সময় নিরীক্ষকদের সাহায্য করা।

চা সুন্দরী এক্সটেনশন স্কিম (গ্রামীণ)

প্রশ্নঃ চা সুন্দরী এক্সটেনশন স্কিম প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ 'চা সুন্দরী এক্সটেনশন' প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯শে জানুয়ারী, ২০২৪-এ জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি মাঠে চালু করেছিলেন। চা সুন্দরী এক্সটেনশন স্কিম চালু করা হয়েছিল দরিদ্র চা বাগানবাসীদের একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্য নিয়ে (ন্যূনতম ২৫ বর্গমিটার এলাকা) এবং বর্তমান বাড়ির সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য।

সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে যোগ্য উপভোক্তাদের পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

প্রশ্নঃ চা সুন্দরী এক্সটেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ?

উত্তরঃ এই স্কিমটি চা বাগানের বাসিন্দাদের (কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত/ চা বাগানের জমির দীর্ঘমেয়াদী বসবাসকারী) সুবিধা দেয় যাদের চা বাগানের মধ্যে বাস্তু পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম ২৫ বর্গ মিটার এলাকা নিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করতে হবে।

১.২০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা তিনটি কিস্তিতে প্রদান করা হয়।

- ১ম কিস্তি - ৬০,০০০ টাকা।
- দ্বিতীয় কিস্তি - ৪০,০০০ টাকা।
- তৃতীয় কিস্তি - ২০,০০০ টাকা।

পাকা বাড়িটি আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি উপভোক্তা তার নিজের অবদানে বা ছাড়াই নির্মাণ করবেন। কোন ঠিকাদার নিযুক্ত করা যাবে না। উপভোক্তার ব্যাঙ্ক / পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে ইলেকট্রনিকভাবে অর্থপ্রদান করা হয়।

শৌচালয়, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি সরবরাহ করে।

প্রশ্নঃ উপভোক্তা কারা হবেন এবং এই স্কিমে উপভোক্তা শনাক্তকরণ ও নির্বাচনের নিয়ম কী ?

উত্তরঃ উপভোক্তা সংশ্লিষ্ট চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বা চা বাগানের জমির দীর্ঘদিনের বসবাসকারী হতে হবে যাদেরকে সরকার চা বাগানে বসতবাড়ির পাট্টা প্রদান করেছে।

এই ধরনের উপভোক্তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। উপভোক্তা চা বাগান এলাকায় পাকা বাড়ির মালিক নন বা ২৫ বর্গমিটারের কম বসবাসকারী এলাকার বাড়ির মালিক নন। উপভোক্তা নির্বাচন, অনুসন্ধান এবং অনুমোদন জিওরেফারেন্স সহ একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা ১০,০০০ হয়।

ইতিমধ্যে ২৪,৫০০টি বাড়ি নির্মাণের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে।

▪ আলিপুরদুয়ার - ১৪,০০০, ▪ জলপাইগুড়ি – ১০,০০০ এবং ▪ উত্তর দিনাজপুর – ৫০০।

প্রশ্নঃ এই স্কিমটি বাস্তবায়নে ব্লক / জেলা / পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী ?

উত্তরঃ জেলা প্রশাসন প্রাথমিকভাবে পোর্টালে চা বাগানের বাসিন্দাদের বসতবাড়ির পাট্টার বিবরণ পূরণ করে। চা বাগান এলাকার হোমস্টেড পাট্টা ধারণকারীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ আবেদনপত্রের মাধ্যমে এই আবাসন প্রকল্পে সহায়তার জন্য আবেদন করতে হবে এবং তা BDO অফিস / পর্যবেক্ষণকারী দল / ক্যাম্প অফিসে জমা দিতে হবে।

- জমা দেওয়া আবেদনপত্র থেকে ব্লক স্তর থেকে প্রাথমিক তথ্য পোর্টাল এ তোলা হয়।
- এরপর পর্যবেক্ষণকারী পরিদর্শন করে দাবির সত্যতা যাচাই করবেন এবং জিও-ট্যাগ করা ছবি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য মোবাইল এ আপলোড করবেন।
- যাচাইয়ের পর, প্রস্তাবটি BDO দ্বারা সুপারিশ করা হয়।
- জেলা শাসক এগুলিকে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অনুমোদিত হলে জেলা শাসক দ্বারা উপভোক্তাকে একটি অনুমোদন পত্র দেওয়া হয়।
- অনুমোদনের পরে, আধার, ব্যাঙ্ক / পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্ট নম্বর, ইত্যাদি পুনরায় যাচাই করার পরে ব্লক থেকে নথিভুক্তকরণ করা হয়।
- এরপর ব্লক প্রশাসন প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তার একাউন্ট-এ পাঠানো হয়।
- জানালা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ হয়ে গেলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাঠানো হয়।
- বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তৃতীয় ও শেষ কিস্তির টাকা পাঠানো হয়।

*****

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অধীন বিভিন্ন কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের (WBCADC - WEST BENGAL Comprehensive AREA DEVELOPMENT CORPORATION)-এর বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ নামে স্বশাসিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা আইনসভার অনুমোদনক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। চাষী ও খামারীদের কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক গ্রামন্নোয়নের মাধ্যমে স্বনিযুক্ত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাই হল এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর,পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়গ্রাম জেলা ব্যতীত প্রতিটি জেলায় অন্তত পক্ষে একটি সর্বমোট ২১ টি প্রকল্প ও ১ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের (বাঁকুড়া জেলা) মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে কৃষি, প্রানীসম্পদ ও মৎস্য চাষের মধ্য দিয়ে গ্রামন্নোয়নের কাজে নিয়োজিত। আর.কে.ভি.ওয়াই, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ, আনন্দধারা ও অনগ্রসর গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির মতো প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট সংস্থার আর্থিক আনুকুল্যে গ্রামন্নোয়ন সংক্রান্ত স্কিমের সফল রূপায়ন ও পরিদর্শন করাও এই সংস্থার ধারাবাহিক কর্মসূচির অন্তর্গত।

বর্তমানে অবস্থিত প্রকল্প গুলি

১) বলরামপুর	৮) নলহাটি	১৫) ডেবরা	এছাড়াও সোনামুখি KVK (কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র) বর্তমানে সি. এ. ডি. সি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।
২) ফালাকাটা	৯) বহরমপুর	১৬) সোনামুখি	
৩) কালিম্পং	১০) রানাঘাট	১৭) শাহারজোর	
৪) শিলিগুড়ি নক্সালবাড়	১১) হরিণঘাটা	১৮) কালনা – ২	
৫) গোয়ালপোখের	১২) গাইঘাটা	১৯) বৈঁচি	
৬) কালিয়াগঞ্জ	১৩) দেগঙ্গা	২০) বাগনান, ২১) অযোধ্যা হিলস	
৭) রতুয়া – ২	১৪) তমলুক	২১) অযোধ্যা হিলস	

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বিভিন্ন প্রকল্পের লক্ষ্য কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বিভিন্ন প্রকল্পের লক্ষ্য হল -

- সুসংহত, নিবিড় ও সামগ্রিক গ্রামীন উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তি চাষী / খামারীদের মধ্যে সম্প্রসারন।
- গ্রামীন প্রান্তিক মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনে কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রের গবেষণালব্ধ ফল চাষী / খামারীদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহন এবং তাদেরকে প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহনে উৎসাহ প্রদান।
- নতুন শস্য ও চাষ প্রনালী প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ ও রূপায়ন।

- কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের প্রয়োগ ও বিকাশ।
- চাষী, গ্রামীণ কারিগর, স্ব-উদ্যোগীদের কারিগরী প্রশিক্ষনের নিমিত্তে প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শন ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ফার্মাস প্রোডিউসার কোম্পানি গুলিকে আর্থিক স্ব-নির্ভরতার জন্যে ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত করা ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্ষেত্র কী কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্ষেত্রগুলি হল -

কৃষি – পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের কৃষি বিভাগ রাজ্যের ৬ টি কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ও কৃষকদের উৎপাদনকারী সংস্থার কৃষকদের বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নতমানের অধিক ফসল উৎপাদনে সমর্থ করে তাদের জীবন – জীবিকার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। এছাড়া মাশরুম উৎপাদন, জৈবসার তৈরি, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি তৈরি, সরিষার তৈল, ডাল, মশলার ব্যবহার্য সামগ্রী প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীন মহিলাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন ঘটানো হয়। অপ্রচলিত বিদেশী ফল, সব্জি চাষের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা হয়। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রধান উদ্যোগ গুলি গ্রহন করা হচ্ছে।

- ধান, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদির বীজ উৎপাদন।
- জি – ৯ টিস্যু কালচার কলাগাছ চাষ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে বন্টন।
- প্রকল্প খামারে উচ্চ ফলনশীল সংকর জাতের শাক সব্জির বীজ উৎপাদন ও তালিকাভুক্ত চাষীদের মধ্যে বন্টন।
- পেঁপে বীজ উৎপাদন ও চাষিদের মধ্যে বন্টন।
- ফল বাগান পরিচালনা।
- কেঁচো সার উৎপাদন।
- জৈব পদ্ধতিতে সব্জি চাষ ও তার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- মাশরুম (ছাতু) বীজ উৎপাদন বীক্ষনাগার ও ছাতুচাষ।
- বিদেশী ফল চাষ যথা – ড্রাগনফ্রুট, অ্যাভোকাডো, কিউয়ি ইত্যাদি চাষের প্রয়োগ ও অনুকুল আবহাওয়ায় চাষের উদ্যোগ গ্রহন।

প্রানীপালণ - গ্রামীন অর্থনীতিতে কৃষির পাশাপাশি প্রানীপালন জীবিকা নির্বাহে এক প্রধান ও অন্যতম ক্ষেত্র। স্বনির্ভরতা ও সনিযুক্তি কর্মসংস্থানে প্রানীপালনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুসংহত চাষে প্রানীপালণের অবস্থান বহুজন বিদিত। খাদ্য প্রক্রিয়াকরনে প্রানীজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও বিপণন অর্থকরী মূল্যযুক্ত আয়ের পথ দেখাতে পারে। স্বভাবতই সি. এ. ডি. সি প্রানীপালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে খামারী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ফার্মাস প্রোডিউসার কোম্পানির মধ্যে উন্নত করার জন্য নিরন্তন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নতুন পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট খামারিদের মধ্যে সম্প্রসারিত করায় নিয়োজিত। যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি সি. এ. ডি. সি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তা হল :

- ডিম ফুটোনো যন্ত্রের মাধ্যমে একদিনের মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রকল্প রূপায়নে সরবরাহ।
- প্রকল্পে স্থাপিত হাঁস-মুরগী খামারে উৎপাদিত হ্যাচিং ডিম খামারীদের সরবরাহ ও গ্রামীণ এলাকায় উন্নত জাতের হাঁস মুরগী সৃষ্টি ও পালন।

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, ঘুঙ্গরু ও টি অ্যান্ড ডি প্রজাতির শূকর খামার স্থাপন এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী / ফার্মাস প্রোডিউসার কোম্পানির উপভোক্তাদের মধ্যে বন্টন।

মৎস্য চাষ - গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উপভোক্তা ও সাধারণ মৎস্যজীবিদের মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে WBCADC উন্নত মানের বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য বীজ সরবরাহ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে। এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়ন হয়ে থাকে।

- বিভিন্ন প্রজাতির মাছের হ্যাচারির মাধ্যমে মৎস্যবীজ উৎপাদন ও উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ।
- মাগুর, শিঙ্গি, চিংড়ি প্রভৃতি মাছের বীজ উৎপাদন ও উৎসাহী মৎস্যচাষীদের মধ্যে বিতরণ।
- বিলুপ্তপ্রায় মাছ যেমন সরপুঁটি, ট্যাংরা, পাবদা ইত্যাদি মাছের বীজ উৎপাদন ও চাষ।
- চারাপোনা ও বড় মাছের চাষ এবং স্থানীয় বাজারে নির্ধারিত দামে সরবরাহ।
- গ্রামীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের মৎস্যচাষ ও মৎস্যজাত দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বায়োফ্লক পদ্ধতিতে পাবদা, কই, মাগুর ইত্যাদি মাছের চাষ।

প্রশিক্ষণ - কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্র তৎসহ অ-কৃষিজ ক্ষেত্রের উপভোক্তাদের বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লাভজনক চাষে নিযুক্ত করা ও আয়ের রাস্তা সুগম করতে সি. এ. ডি. সি নিজ ব্যবস্থায় অথবা WBSRLM এর অর্থানুকুল্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যপক উদ্যোগ গ্রহন করেছে। বর্তমানে যে সকল বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাহা নিম্নরূপ : -

- মাশরুম, কেঁচো সার ও জৈব পদ্ধতিতে সব্জি চাষ সম্বন্ধীয় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- ফলের গাছ, নারিকেল ও টিস্যু কালচার, কলা চাষের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- উন্নত জাতের অর্থকরী হাঁস, মুরগী, ছাগল ও শুকর পালনের প্রশিক্ষণ।
- মাছ চাষের হ্যাচারী পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- সুসংহত চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- জৈব পদ্ধতিতে কৃষি, মৎস্ ও প্রাণী পালনের ওপর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- অ-কৃষিজ ক্ষেত্র যথা - টেলারিং, চটের ব্যাগ তৈরি, উলের সোয়েটার তৈরি, কাঁথাস্টিচ সেলাই, বিউটিশিয়ান (রূপ চর্চা) ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (যথা – আঁচার, টোম্যাটো সস, কাসুন্দি। জ্যাম, জেলি, দুধ, মাছ, মাংস, পনীর ইত্যাদি) ও সংরক্ষন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- কৃষি, প্রানীপালন ও মৎস্ চাষ ক্ষেত্র প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উদ্যোগপ্রতি (এন্টেপ্রুনারশিপ) গঠন।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY) কী ?

উত্তরঃ আর.কে.ভি.ওয়াই - পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ ২০০৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY) বাস্তবায়ন করেছে। কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হল কৃষি, মৎস্য অপ্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিতে উদ্ভাবনী এবং সাশ্রয়ী নতুন প্রযুক্তি গ্রহন করা যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী/কৃষকদের এক ছাতার নীচে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY) প্রোগ্রাম ব্যবহার করে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের পাশাপাশি জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়।

- মাশরুম উৎপাদন বীক্ষনাগার স্থাপন।
- ডিমপাড়া মুরগীর খামার স্থাপন।
- ব্রয়লার মুরগী পালন ও মাংসের প্রক্রিয়াকরন কেন্দ্র স্থাপন।
- ছাগল, ভেড়া ও শূকর খামার স্থাপন।
- সুসংহত খামার স্থাপন যথা হাঁস সহ মাছ চাষ।
- দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- ড্রোনের সাহায্যে কীট পতঙ্গ দমন ও চাষ সংক্রান্ত রোগ নিয়ন্ত্রন।
- বানিজ্যিক কার্য ও ব্যবসা সংক্রান্ত পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন সরবরাহ ও বিপননে হিমায়িত যান ক্রয় ও ব্যাবহার।
- প্রানী খাদ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন (যথা গো খাদ্য, পোল্ট্রি খাবার, মাছের খাবার)।
- তৈল নিষ্কাশন যন্ত্র স্থাপন।

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের (WBCADC)-এর অধীন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কী কী সুযোগ রয়েছে ?

উত্তরঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প - সি. এ. ডি. সি -এর অন্তর্গত কয়েকটি প্রকল্প যথা কালিম্পং, রানাঘাট ও বৈঁচি প্রকল্পের অন্তর্গত উপভোক্তাদের অ-কৃষিজ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ ও নিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

- কালিম্পং ও রানাঘাট - ২ প্রকল্পে উৎপাদিত শীত বস্ত্র (উলের) কলকাতা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, হোম গার্ড, বন দপ্তর ও সরকারী হাসপাতালে সরবরাহ।
- বৈঁচী প্রকল্পে বীজ প্যাকিং এর জন্য জুটের / চটের বস্তা তৈরি।

*****

চর্তুদশ অধ্যায়

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও গ্রামীন দারিদ্র হ্রাস পরিকল্পনা (ভি পি আর পি)

ডব্লিউ বি এস আর এল এম, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ আনন্দধারা / রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন কী?

উত্তরঃ জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের (MoRD) অধীনে চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ই মে ২০১২ তারিখে এন.আর.এল.এম. প্রকল্পটি আনন্দধারা নামে চালু করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (West Bengal State Rural Livelihood Mission বা সংক্ষেপে WBSRLM) গঠন করেছে।

রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (WBSRLM) ১৯৬১ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট XXVI-এর অধীনে একটি নিবন্ধিত সোসাইটি যারা সারা রাজ্যে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন বাস্তবায়ন করার দায়িত্বে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ একটি সংস্থা হল রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন। এর লক্ষ্য হল গ্রামীণ দরিদ্রদের দক্ষ ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ তৈরি করা, তাদের স্থায়ী জীবিকা বৃদ্ধি এবং পরিবারের আয় বাড়ানো।

প্রশ্নঃ আনন্দধারা / রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন কী?

উত্তরঃ জাতীয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পথ-নির্দেশাত্মক নীতি হল –
দরিদ্রদের সুপ্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য সামাজিক একত্রিকরণ এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ -

- সামাজিক একত্রিকরণ, প্রতিষ্ঠান গঠন ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় উৎসাহ সৃষ্টি করবার জন্য একটি স্বতন্ত্র, একনিষ্ঠ ও সহমর্মী সহায়ক কাঠামো ও কর্মীদলের প্রয়োজন।
- দরিদ্রদের দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র ইচ্ছা ও সুপ্ত ক্ষমতা আছে।
- জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, ঋণ লাভ, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ এবং অন্যান্য জীবিকা সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া সহজ করে তুলতে পারলে দরিদ্রদের উন্নয়নও দ্রুততর ও সহজতর হয়।

প্রশ্নঃ আনন্দধারা কর্মসূচির মিশন ও ভিশন কী?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলিকে লাভজনক স্ব-সহায়ক কর্মসংস্থান, দক্ষ মজুরী কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলা ও দারিদ্র্য হ্রাস করে গ্রামের দরিদ্রদের শক্তিশালী তৃণমূলস্তরের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভাবে তাদের জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানো।

প্রশ্নঃ - আনন্দধারা কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী?

উত্তরঃ পরিবারগুলিকে লাভজনক স্বনিযুক্তি এবং দক্ষ মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস এবং তৃণমূল স্তরে দরিদ্র মানুষের, বিশেষ করে মহিলাদের নিজস্ব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে এই দরিদ্র পরিবারগুলির জীবন ও জীবিকার স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চতকরণ করা।

প্রশ্নঃ - আনন্দধারা কর্মসূচির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

উত্তরঃ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল - ▪ সার্বজনীন সামাজিক একত্রিকরণ ▪ দরিদ্র পরিবারগুলির প্রতিষ্ঠান তৈরি ও সশক্তিকরণ ▪ সার্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ▪ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ▪ জীবিকার উন্নয়ন ও সমন্বয় ▪ সামাজিক উন্নয়ন ▪ জীবনের ঝুঁকি কম করা ইত্যাদি । এখানে সমন্বয় বলতে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান-এর সঙ্গে সমন্বয়, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-এর সঙ্গে সমন্বয়-এর কথা বলা হয়েছে ।

প্রশ্নঃ বিভিন্ন স্তরে স্বনির্ভর দলের সংগঠনের কাঠামো?

উত্তরঃ বিভিন্ন স্তরে স্বনির্ভর দলের সংগঠনের কাঠামো-

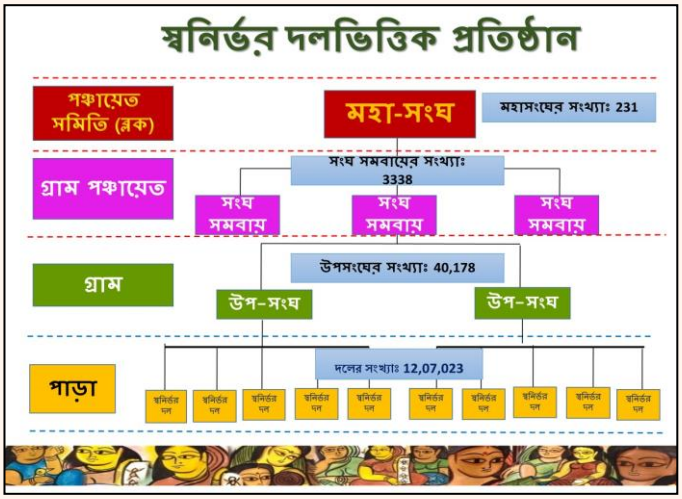

আইনি স্বীকৃতি

মহাসঙ্ঘগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আইনে কেন্দ্রীয় সমবায় হিসাবে নিবন্ধিত ।
সংঘ সমবায়গুলি একই আইনে প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় হিসাবে নিবন্ধিত ।
উপসংঘের আইনি স্বীকৃতি নেই কিন্তু সংঘ সমবায়ের কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে ।
এখন পর্যন্ত মোট **১২,০৭,০২৩ স্বনির্ভর দলে ১ কোটি ২২ লাখ মহিলা** আনন্দধারায় যুক্ত হয়েছেন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করছেন ।

প্রশ্নঃ বিভিন্ন স্তরে স্বনির্ভর দলের সংগঠনের সদস্যপদ ও নেতৃত্ব ও দায়িত্ব কী কী ?

উত্তরঃ বিভিন্ন স্তরে দলের সংগঠনের সদস্যপদ ও দায়িত্ব –

স্বনির্ভর দল

- সদস্য সংখ্যা ১০-২০ জন প্রতি দলে ।
- একটি দলে নুন্যতম ১০ জন সদস্য *থাকতে* হবে। দুর্গম এলাকা, পাহাড় বা যেখানে পরিবারের সংখ্যা খুবই কম বা বিশেষ দল, এমন প্রতিবন্ধি দল, সেখানে ৫ -১০ জন সদস্য নিয়ে দল হতে পারে ।
- খুব অসহায়, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, বা অসুস্থ মহিলাদের দলে নিয়ে আসার উপর জোর দেওয়া ।

দলের নেতৃত্বে থাকবেন দলের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও কোষাধক্ষা। দলের নেতৃত্ব ২-৩ বছর অন্তর বদল হয় ।

উপসংঘ

- কমপক্ষে ৩টি দল নিয়ে গ্রাম স্তরে একটি উপসংঘ গঠন করা হয় ।
- একটি উপসংঘে সর্বোচ্চ ২৫ টি দল থাকতে পারে। দলের সংখ্যা ২৫ এর বেশি হলে নতুন উপসংঘ গঠন করা যেতে পারে ।
- উপসংঘগুলি সংঘ সমবায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
- প্রতিটি দলের সব সদস্যকে নিয়ে তৈরি হয় উপসংঘের সাধারণ পরিষদ ।
- প্রতিটি দলের থেকে ২ জন নিয়ে তৈরি হয় উপসংঘের পরিচালন কমিটি ।

উপসংঘের নেতৃত্বে থাকবেন নির্বাচিত সভানেত্রী, সহ সভানেত্রী, সম্পাদিকা, সহ সম্পাদিকা ও কোষাধক্ষা। উপসঙ্ঘের নেতৃত্ব ২-৩ বছর অন্তর বদল করতে হবে ।

সংঘ সমবায়

- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সবকটি উপসংঘ নিয়ে একটি সংঘ সমবায় গঠিত হয় ।
- সংঘ সমবায়ের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্য স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হয় সংঘ সমবায়ের সাধারণ পরিষদ ।
- প্রতিটি উপসংঘ থেকে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি হবে সংঘ সমবায়ের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস (BOD) ।
- সংঘ সমবায়ের সব সদস্য স্বনির্ভর দল সমবায়ের শেয়ারহোল্ডার এবং সাধারণ পরিষদের গভর্নিং বডি (GB)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন ।

সংঘ সমবায়ের নেতৃত্বে থাকবেন নির্বাচিত সভানেত্রী, সহ সভানেত্রী, সম্পাদিকা, সহ সম্পাদিকা ও কোষাধক্ষা। সংঘ সমবায়ের নেতৃত্ব ৫ বছর অন্তর বদল করতে হবে ।

প্রশ্নঃ সংঘ সমবায় গঠনের কারণ কী?

উত্তরঃ সংঘ সমবায় গঠনের কারণ হল -

- সব গ্রামীণ পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভর দলের আওতায় নিয়ে আসা, বিশেষ ভাবে, মহিলা প্রধান পরিবার, বিধবা, অবিবাহিত মহিলা, বিবাহবিচ্ছিনা মহিলা ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্ত মহিলা।
- স্বশাসিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে সমবায়ের আওতায় থাকা পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক পরিষেবা প্রদান/ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন আবশ্যিক আইনি প্রক্রিয়াগুলি নিয়মিত ভাবে করে সংগঠনের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো।

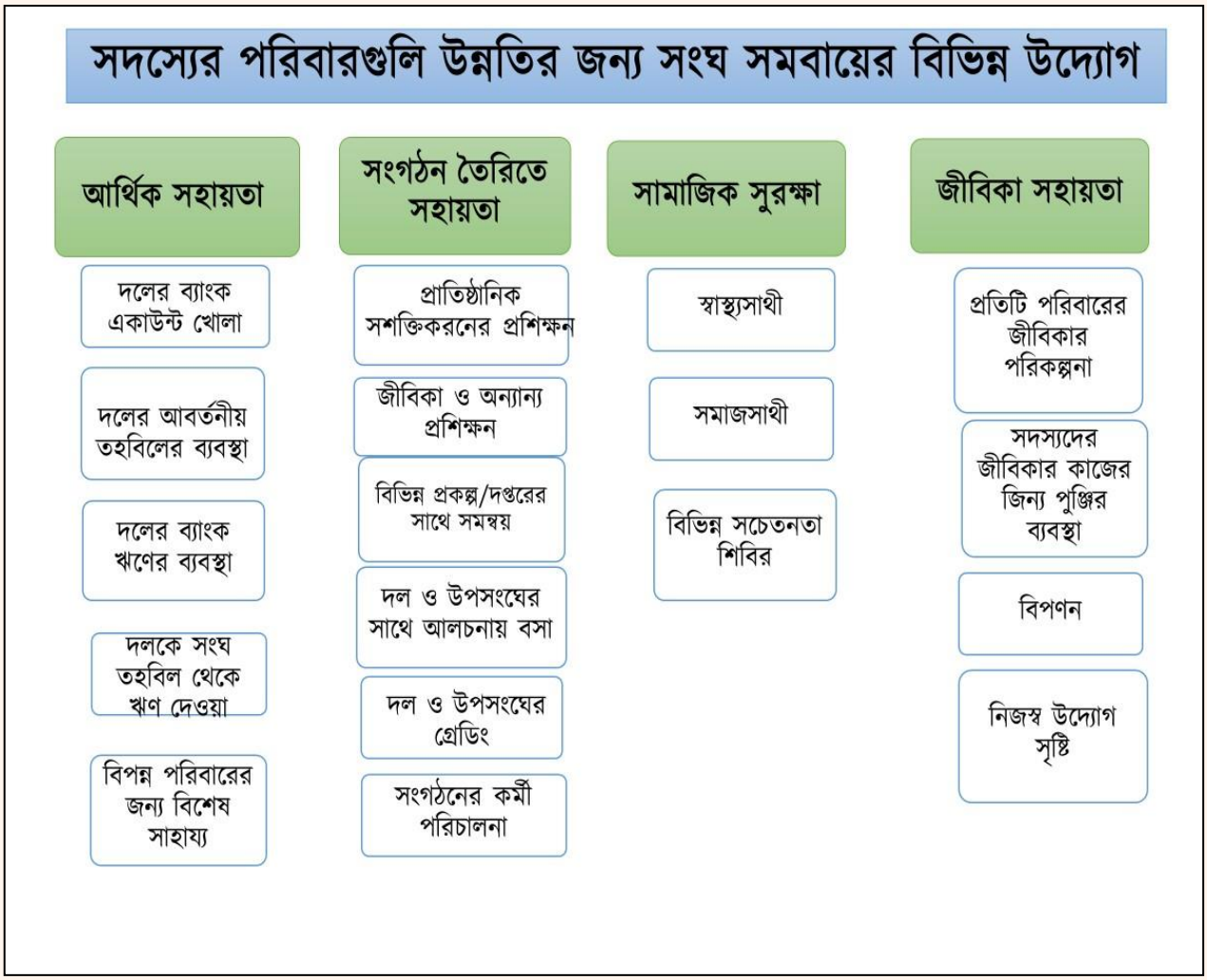

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সংঘ সমবায়গুলির মূল ভিত্তি। একটি সংঘ সমবায় তখনই শক্তিশালী যখন সদস্য দলের প্রতিটি পরিবার আর্থিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী হবে। এই লক্ষ্য অর্জন কি ভাবে করবে তার জন্য সংঘ সমবায় তার সব সদস্য দলের সাথে পরিকল্পনা করে।

প্রশ্নঃ সদস্য পরিবারগুলির উন্নতির জন্য সংঘ সমবায়ের কি কি উদ্যোগ রয়েছে ?

উত্তরঃ সদস্য পরিবারগুলির উন্নতির জন্য সংঘ সমবায়ের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে –

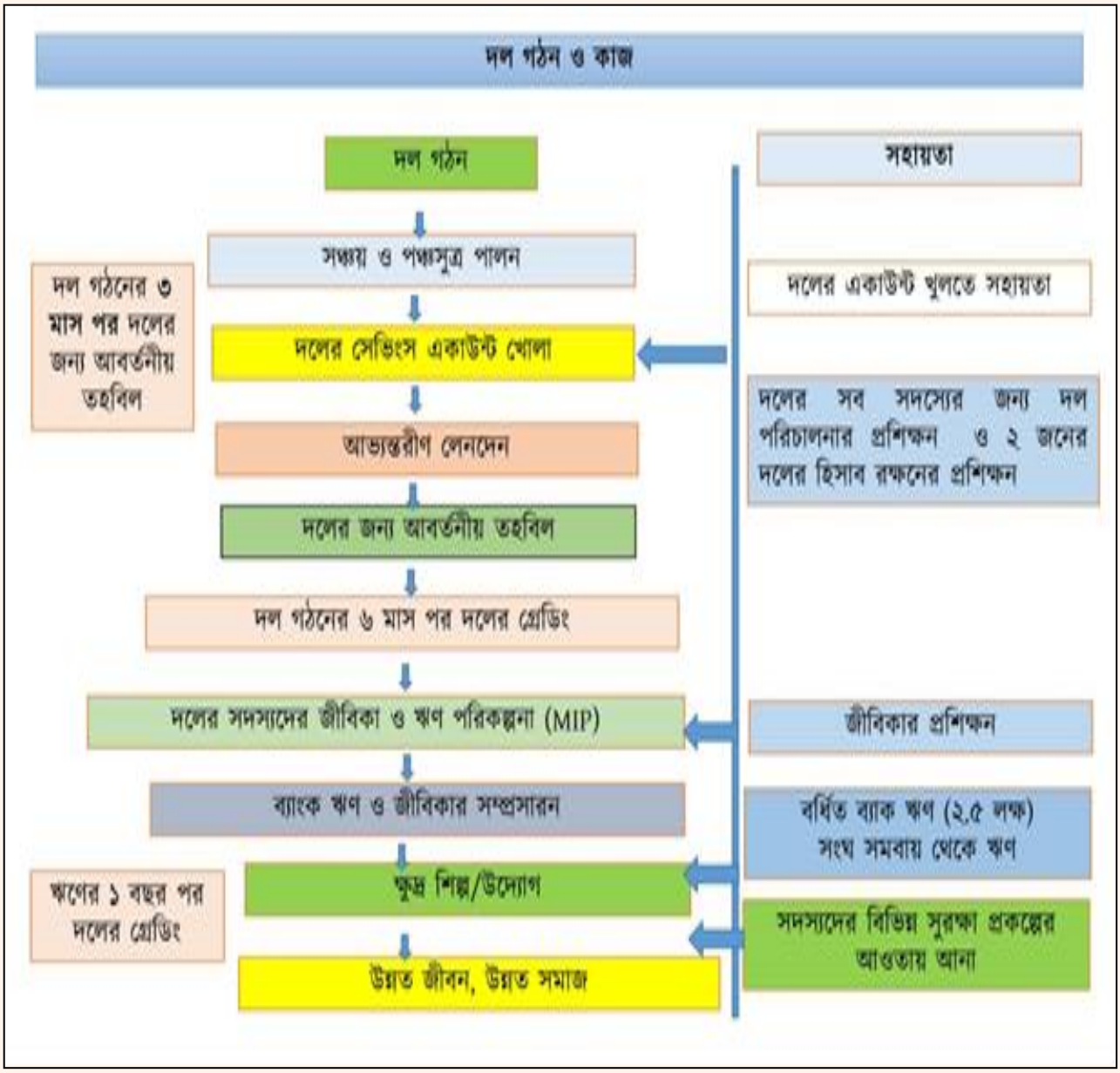

প্রশ্নঃ সংঘ সমবায় একটি দলকে বিভিন্ন পরিষেবা দেবার জন্য কী কাজ করে?

উত্তরঃ সংঘ সমবায় একটি দলকে বিভিন্ন পরিষেবা দেবার জন্য যে যে কাজ করে –

সংঘ সমবায়ের কর্মী ও সাহায্যকারী দলঃ

সংঘ কো-অপারেটিভের পরিচালনা পর্ষদ (BODs) কর্মীদের সহায়তায় সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত সমস্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সাধারন পরিষদের কাছে দায়বদ্ধতা থাকে।

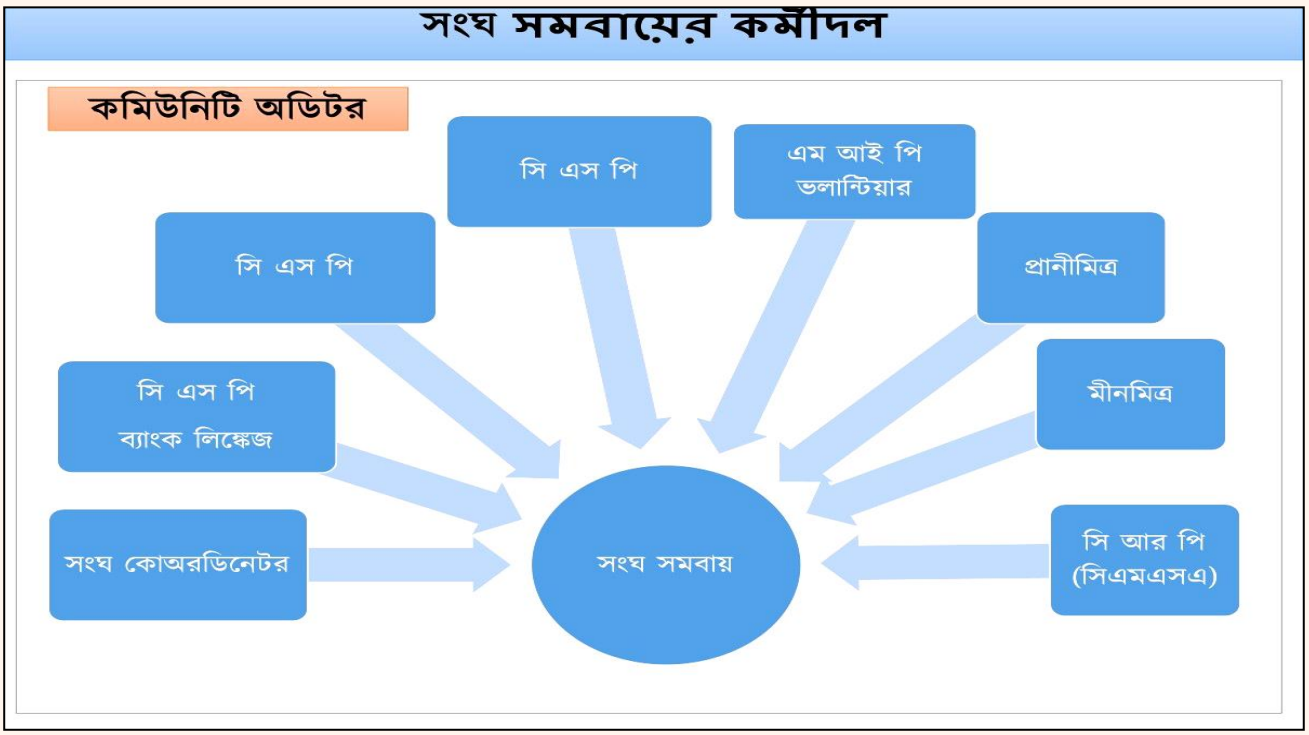

প্রশ্ন: এই কর্মসূচি / প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী?

উত্তর: এই প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব হল-

- দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে ও তাদের স্বনির্ভর দলের আওতায় আনার জন্য সাহায্য করতে পারেন।
- এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির চাহিদাগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গ্রাম সভায় পেশ করার জন্য সাহায্য করা।
- এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনকে কাজে লাগানো।
- স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন/বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্য প্রচার/উন্নয়নের জন্য দল হিসাবে পরিকল্পনা/গ্রাম সভায় উপস্থিতির জন্য ব্যবহার করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া ।
- MGNREGS প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহার করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
- বিভিন্ন প্রকল্প পরিষেবা সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যবহার করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
- শিশুশ্রম, নারী পাচার ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলির সাহায্য নেওয়া।
- সামাজিক নিরীক্ষার কাজে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।
- পঞ্চায়েত এলাকায় সমিতির জন্য নির্দিষ্ট অফিসের ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গঠিত বিভিন্ন কার্যকরী কমিটিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তাদের সংগঠনগুলি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জীবন জীবিকার সমন্বয়মূলক কাজগুলিতে যেমন স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি, পৌষ্টিক পাউডার তৈরি স্যানিটারি ন্যাপকিনতৈরি ইত্যাদি কাজে অনির্বাণ গোষ্ঠী ও সংঘ গুলি কে যুক্ত করা।
- গ্রামীণ স্তরে উদ্যোগী তৈরীর ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সংঘ কে যুক্ত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজের জন্য একটি অংশীদারী পরিকল্পনা বা Partnership Plan তৈরি করা।
- প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার আলোচনা সভায় স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিভের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন সস্যাগুলির সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

প্রশ্নঃ স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলি কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য করে?

উত্তরঃ স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য করতে পারে-

- স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সহায়তা নেওয়া, বিশেষত সমাজের অনগ্রসর অংশের মহিলাদের স্বনির্ভর দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলি চিহ্নিত করে গ্রামসভায় অনুমোদন করা।
- স্বনির্ভর দল ও তাদের সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের দাবিগুলি সরাসরি গ্রামের মিটিং এ পেশ করার জন্য পদক্ষেপ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রাম সভাগুলিকে উন্নীত করতে, তাদের ডেটাবেস তৈরি করতে এবং আলোচনা জোরদার করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্ধারিত কর্মসূচীগুলি (যা সমাজকল্যাণমূলক, উপকারী এবং গ্রহণযোগ্য) সুচারুভাবে সম্পাদন করা।
- প্রতিনিধিত্ব করা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত কার্যকরী কমিটিতে অংশগ্রহণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সম্পত্তি যেমন পুকুর, খেলার মাঠ, বাজার, ব্যক্তিগত জমি ইত্যাদির বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন জীবিকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্মানাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যাতে এই বিষয়ে কোন আলোচনা থাকলে তা দ্বিতীয় শনিবারের আলোচনা সভায় তুলে ধরা হয়।
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন সুবিধার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সহ অন্যান্য সংস্থাগুলিকে সম্পৃক্ত করে এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরাসরি ভূমিকা নেওয়া এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তর থেকে সুবিধা পেতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি পরিমাপ করা এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত-সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির অগ্রগতি যেমন MGNRES, GPDP, মিশন নির্মল বাংলা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, ICDS ইত্যাদি স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী ও ফেডারেশনগুলির নিজস্ব বৈঠকে নিয়মিত পর্যালোচনা ও আলোচনা করা।

প্রশ্নঃ এই প্রকল্প থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় না?

উত্তরঃ এই প্রকল্প যা কখনই নয় - ▪ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরির প্রকল্প নয় ▪ দান, অনুদান দেওয়ার প্রকল্প নয় ▪ স্বল্প সময়ের প্রকল্প নয় ▪ শুধুমাত্র ঋণ দেওয়ার প্রকল্প নয় ▪ বিশাল বড় পরিকাঠামো তৈরির প্রকল্প নয় ▪ প্রচুর টাকার প্রকল্প নয় ▪ সহজে ও দ্রুত সাফল্য পাওয়ার প্রকল্প নয়।

প্রশ্নঃ এই কর্মসূচি থেকে কী কী বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তরঃ এই কর্মসূচি থেকে যে যে বিশেষ পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ -

- **স্কুল ইউনিফর্ম সরবরাহ** - ৫১,৭২৩টি স্ব-নির্ভর দলের সদস্যারা ৮৩,১৩৫টি স্কুলের ১.২১ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল ড্রেস সরবরাহ করে ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে প্রায় ৩০৭ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছে।
- **আইসিডিএস খাবার সরবরাহ** - ২,৬৬৪ জন স্ব-নির্ভর দলের সদস্যা ৩১২ টি আইসিডিএস কেন্দ্রে আইসিডিএস খাবার সরবরাহ করে কেন্দ্র পিছু মাসিক ১লাখের বেশি লাভ করছে।
- **রেডি টু ইট (আর টি ই) পুষ্টি খাবার সরবরাহ** - ১১০২ জন দক্ষ স্ব-নির্ভর দলের সদস্যা ৫০ টি রেডি টু ইট (আর টি ই) কেন্দ্রে মাসে গড়ে ৪,৫০০ কুইন্টাল পুষ্টি খাবার তৈরি করছেন যার ব্যবসায়িক মূল্য বছরে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা।
- **খাদ্য-ছায়া ক্যান্টিন** - খাদ্য-ছায়া নামে স্ব-নির্ভর দলের সদস্যাদের পরিচালিত ৫০টি ক্যান্টিন পরিষেবা চালু রয়েছে। এই কাজে প্রায় ৬৬৯ জন স্ব-নির্ভর দলের সদস্যা যুক্ত রয়েছেন।
- **বেঙ্গল এক্সপেরিয়েন্স কেন্দ্র** - হস্তশিল্প বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে ২১টি বেঙ্গল এক্সপেরিয়েন্স কেন্দ্র চালু রয়েছে যাতে ৬১৭ জন স্ব-নির্ভর দলের সদস্যা যুক্ত রয়েছেন।
- **ধান ক্রয়** - ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে স্ব-নির্ভর দলের সদস্যারা প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ধান কেনার কাজ করেছেন।
- **বিসি সখী দল** - বিসি সখী (Business Correspondence) দল গঠন করা হয়েছে প্রান্তিক মানুষের দোর-গোড়ায় ব্যাঙ্কের পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।
- **আর্থিক স্বাক্ষরতা** - সক্ষম অ্যাপলিকেশন-এর মাধ্যমে স্ব-নির্ভর দলের সদস্যাদের কাছে আর্থিক স্বাক্ষরতার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।
- **বয়স্ক দল** – গ্রামীণ পরিবারের বয়স্কদের নিয়ে বিশেষ স্বনির্ভর দল গঠন হচ্ছে।

এছাড়াও লাখপতি দিদি, ওয়ান স্টপ ফেসিলিটি সেন্টার, ইনকিউবেসন সাপোর্ট, আর্টিসান ক্লাস্টার, এফ পিও, এফ পিসি, প্রডিউসার গ্রুপ, অরগানিক ক্লাস্টার, ব্যাবসায়িক উদ্যোগীদের সহায়তা প্রকল্প (SVEP), মহিলাদের জমির অধিকার (WLL), শিশু সহায়ক সংঘ (CFS), দুধশ্রী (Special Projects on Dairy & Poultry) ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ সুচারু রুপে চলছে।

প্রশ্নঃ এই কর্মসূচি / প্রকল্প রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী কী?

উত্তরঃ এই কর্মসূচি / প্রকল্প রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি হল -

- প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভূক্তিকরণে সাহায্য করা।

- এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলিকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামসভাগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।
- স্থানীয় স্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্র সকল স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তাদের ফেডারেশনগুলিকে ব্যবহার করা।
- এই গোষ্ঠীকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে আরও সদর্থক ভাবে ব্যবহার করা ; যেমন : সামাজিক বিকাশ / বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্য নাগরিকদের মধ্যে প্রচার করা/পরিকল্পনা প্রণয়ণে অংশগ্রহণকারী দল হিসাবে / পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র পরিমাপ / গ্রাম সভায় উন্নয়নের যে দলিল বা রিপোর্ট পেশ হবে তার মধ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা Micro Investment Plan এর অন্তর্ভূক্তিকরণ ইত্যাদি।
- MGNREGS প্রকল্প রূপায়ণে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ফেডারেশনগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহার করা।
- বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা উপভোক্তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেবার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা।
- বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন এবং প্রাপ্য পরিষেবা নির্দিস্ট স্তরে সকল উপভোক্তার কাছে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে দেবার মাধ্যমে সুস্থায়ী উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা।
- সরকারি অর্থে গৃহীত ও রূপায়িত বিভিন্ন পরিষেবার বা কোন সৃষ্ট সম্পদগুলির পরিচালন ব্যবস্থা স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে এবং বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য ধার্য্য ন্যূনতম চার্জ বা ফী আদায়ের দায়িত্ব এদের হাতে দেওয়া যেতে পারে।
- বিভিন্ন জীবিকানির্বাহী কাজের লক্ষ্যে এলাকার পুকুর, খোলা জায়গা ইত্যাদি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লিজ প্রদান করা।
- বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি যথা মদ্যপান, শারীরিক অত্যাচার, বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, নারী পাচার ইত্যাদি হ্রাস করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা।
- সামাজিক নিরীক্ষা বা Social Audit এর কাজে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে যুক্ত করা।
- পঞ্চায়েত এলাকাতে সংঘগুলির জন্য নির্দিষ্ট অফিস-এর ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গঠিত বিভিন্ন কার্যকরী কমিটিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তাদের ফেডারেশনকে যুক্ত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজের জন্য একটি অংশীদারী পরিকল্পনা বা Partnership Plan তৈরি করা।
- প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবারের আলোচনা সভাতে পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উপস্থিতি সুনির্দিষ্ট করা ও আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি পরিমাপ এবং উদ্ভুত সমস্যা নিরসন করা।

প্রশ্নঃ- স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ফেডারেশন গ্রাম পঞ্চায়েতকে কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

উত্তরঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ফেডারেশন গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে যে ভাবে সহায়তা করতে পারে তা হল-

- স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের জন্য বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্ত করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া এবং প্রয়োজনে প্রকৃত দরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিতকরণ এবং তা গ্রাম সভায় অনুমোদন করানো।

- স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তাদের ফেডারেশনগুলির সঙ্গে পূর্ব আলোচনা অনুযায়ী স্থিরিকৃত দাবী ও চাহিদাগুলি, (মূলত MGNRES এবং GPDP কেন্দ্রিক)কে নিয়ে গ্রাম সভায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা।
- গ্রামসভাগুলির প্রচার, তার তথ্য ভান্ডার তৈরি এবং আলোচনাকে সুদৃঢ় করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা নির্ধারিত কর্মসূচিগুলিকে (যা সামাজিক কল্যাণমূলক, উপকারী ও গ্রহণযোগ্য) সুচারুভাবে সম্পন্ন করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল কার্যকরী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সম্পত্তি, যথা পুকুর, খেলার মাঠ, বাজার, খাসজমি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বিভিন্ন জীবিকানির্বাহী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা নির্মিয়মান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যাতে উক্ত বিষয়ে কোনো আলোচনা থাকলে তা দ্বিতীয় শনিবারের আলোচনা সভাতে তুলে ধরা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে পরিকল্পনাগুলিতে অংশগ্রহণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সহ অন্যান্য সংস্থাকে যুক্ত করে এলাকার দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি রূপায়ণে প্রত্যক্ষ ভুমিকা গ্রহন করা এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।
- প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবারের আলোচনা সভাতে অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি পরিমাপ এবং উদ্ভুত সমস্যা নিরসন করা।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ফেডারেশনগুলির নিজেদের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রকল্পগুলি নিয়ে যেমন MGNRES, GPDP, মিশন নির্মল বাংলা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, ICDS ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা এবং অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা।

প্রশ্নঃ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তনির্মিত পণ্যর বিপণন কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের অধীনে WBSRLM, "আনন্দধারা" মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হস্তনির্মিত পণ্যগুলি প্রদর্শন, প্রচার এবং বিক্রি করার জন্য কলকাতায় একটি বহুতল বিশিষ্ট স্থায়ী বিপণন কেন্দ্র 'সৃষ্টিশ্রী' খুলেছে। এছাড়া SHG পণ্যের প্রচারের জন্য ১৭ টি জেলায় জেলা সৃষ্টিশ্রী আউটলেটও খোলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ সৃষ্টিশ্রী খোলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ সৃষ্টিশ্রী হল WBSRLM (আনন্দধারা)-এর অধীনে একটি অভিনব বিপণন কেন্দ্র, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের দ্বারা তৈরি হস্তশিল্পের পণ্যগুলি প্রদর্শন, প্রচার এবং বিক্রি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটিতে স্থায়ী দোকান সহ একাধিক শপিং আউটলেট রয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার অগণিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলি প্রদর্শন হয়। বিপণন কেন্দ্রের স্বতন্ত্রতা হল রাজ্যের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেরাই স্টলগুলি চালান। এই উদ্যোগের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য তাদের পণ্যের স্থায়ী বিক্রি ব্যবস্থা, তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে সাহায্য করা যা তাদের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম করবে। দোকানগুলিতে প্রদর্শিত পণ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির গ্রামীণ কারুশিল্পের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি আভাস দেয়।

প্রশ্নঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যের প্রচারের জন্য বিপণন কৌশল কী?

উত্তরঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যের অফলাইন বিপণন:

- রাজ্য সৃষ্টিশ্রী আউটলেট।
- জেলা সৃষ্টিশ্রী আউটলেট।
- সরস মেলা এবং অন্যান্য আন্তঃরাজ্য মেলায় অংশগ্রহণ।
- জেলা নির্দিষ্ট সৃষ্টশ্রী মেলা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ।
- বিভিন্ন সরকারি বিভাগসমূখে অংশগ্রহণ।
- অ্যাপার্টমেন্টাল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- বিমানবন্দর ও রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদিতে সৃষ্টিশ্রী KIOSK স্থাপন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যের অনলাইন বিপণনঃ

o সৃষ্টিশ্রীর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল চালু করা।

o ONDC এবং Flipkart-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যের মান উন্নতিকরণ প্রশিক্ষণ

o উন্নতি ও উদ্ভাবন আনতে বিশেষজ্ঞর সঙ্গে বাংলার হস্তশিল্পের পণ্যগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করা হচ্ছে।

প্রশ্নঃ বিপণনের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যে কোথা থেকে কিভাবে আসে ?

উত্তরঃ বিপণন ফেডারেশনের সহায়তায় সৃষ্টশ্রী আউটলেটগুলি পরিচালিত হয়।

- জেলা স্তরের বিপণন সংঘ সমবায়গুলি রাজ্য স্তরের সৃষ্টিশ্রী এবং জেলা স্তরের সৃষ্টিশ্রী আউটলেটগুলি পরিচালনা করছে।
- বিপণন সংঘ সমবায়গুলি জেলাগুলি থেকে পণ্য নিয়ে আসা, মূল্য নির্ধারণ, গুণমান পরীক্ষা এবং রাজ্য, জেলা এবং অন্যান্য সৃষ্টিশ্রী আউটলেটগুলিতে পণ্যগুলির বিতরণ করে।
- বিপণন সংঘ সমবায়গুলিতে কারিগরদের বিশদ বিবরণ সহ পণ্যগুলির একটি ব্লকভিত্তিক রেজিস্টার বজায় রাখা হয়।

কৃষি ক্ষেত্রে আনন্দধারার অবদান

সুস্থায়ী কৃষিকাজ: সি. এম. এস. এ

প্রকল্পের ব্যাপ্তি

- প্রজেক্টের অধীনে মোট ব্লক : ২০২
- প্রজেক্টের অধীনে রিসোর্স ব্যক্তির সংখ্যা : ৫৪৫
- মোট উপকৃত হওয়া পরিবারের সংখ্যা : ৫৭১৬৩২

প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কার্যকলাপ:

- বছরে ১৮০ দিন ধরে রিসোর্স ব্যক্তি দের দ্বারা মহিলা চাষি দের হাতেকলমে জৈবিক পদ্ধতিতে মরশুমভিত্তিক সুস্থায়ী কৃষিকাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক শেখানো হয় । যেমন :
  - জৈব পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান তৈরী করা
  - মাটির স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপনা
  - মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ
  - একই জমিতে একাধিক ফসলের চাষ
  - কেঁচো সার তৈরী ও জমিতে ব্যবহার
  - পুকুর পাড়ে সবজি চাষ

ঝুলন্ত বীজতলা ও নার্সারি

সি. এম. এস. এ দ্বারা তৈরি করা স্কুলে পুষ্টি বাগান

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কার্যকলাপ

প্রকল্পের ব্যাপ্তি

- প্রজেক্টের অধীনে মোট জেলা: ২৩
- প্রজেক্টের অধীনে মোট ব্লক: ৩৪৫
- প্রজেক্টের অধীনে প্রাণিমিত্রার সংখ্যা: ৮০৪৭
- মোট উপকৃত হওয়া পরিবারের সংখ্যা: ১৪৪৩৭০

প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কার্যকলাপ:

- আনন্দধারা প্রকল্পের দ্বারা প্রতি পঞ্চায়েতে নিযুক্ত প্রাণিমিত্রারা ব্লক লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এর তত্ত্বাবধানে ১৫০-২০০ পরিবার কে সংঘসমবায় স্তরে পশুপালন সংক্রান্ত ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।
- সংঘসমবায় স্তরে প্রশিক্ষণ এর পরে প্রতিটি পরিবার কে বছরে মোট ৩ বার পরিদর্শন করতে যাওয়া হয় পুনঃ প্রশিক্ষণ এর অঙ্গ হিসাবে। পরিদর্শন চলাকালীন ও বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন ও নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কাজগুলি প্রাণিমিত্রা দের দ্বারা করা হয়:
  - পশু পাখির টিকাকরণ
  - গবাদি পশুকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো
  - গবাদি পশুর সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা
  - হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে পশুখাদ্য চাষ
  - গবাদি পশুকে অ্যাজোলা খাওয়ানো
  - বাড়ির লাগোয়া উঠোনে হাঁস-মুরগি পালন

প্রাণিমিত্রার দ্বারা ছাগলপালন

হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে পশুখাদ্য চাষ

প্রাণিমিত্রা দের দ্বারা পশুর টিকাকারণ ও কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো :

বাজারমুখী উৎপাদন ওপণ্যের বাজারজাতকরণ

- স্বনির্ভর দলের সেই সব সদস্যা যাঁরা একই পণ্য উৎপাদন করছেন তাঁদের একত্রিত করে উৎপাদক গোষ্ঠী (পিজি) গঠন করা হচ্ছে।
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপণন এর লক্ষ্য নিয়ে তৈরী হওয়া এই উৎপাদক গোষ্ঠী গুলি ইতিমধ্যেই সাফল্য পেতে শুরু করেছে।
- প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহযোগিতায় এই সমস্ত উৎপাদক গোষ্ঠী গুলি কে একত্রিত করে কৃষি উৎপাদক কোম্পানি (FPC) হিসেবে নিবন্ধীকরণ করা হচ্ছে।
- এই সমস্ত উৎপাদক গোষ্ঠী ও কৃষি উৎপাদক কোম্পানি গুলি প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অধীনস্থ লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কে উন্নত মানের ছাগল সরবরাহ করতেও শুরু করেছে ও নিজেদের ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির দিশা খুঁজে পেয়েছে।
- এছাড়াও SHG সদস্যা দের নিয়ে WBCADC দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ে রাজ্যের ৪ টি জায়গায় সাদা পেকিন হাঁস এর ক্লাস্টার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- দুধ ও ডিম্ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ডেয়ারি ও পোল্ট্রি ক্ষেত্রে আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের দুটি জায়গায় দুটি বড়মাপের দুধ ও পোল্ট্রি উৎপাদক কোম্পানি (FPC) তৈরী করা হচ্ছে ।

Formation & Promotion of 10K FPO-by **WBSRLM**

Central Sector Scheme "Formation and Promotion of 10,000 new Farmer Producer Organizations (FPOs)

Department of Agriculture Cooperation & Farmers ' Welfare (DAC&FW) উদ্যোগে সারা দেশ জুড়ে **10,000** ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানী (FPO) বানানোর উদ্যোগ শুরু হয়।

DAY- NRLM এবং (DAC&FW)-এর প্রস্তাবে FDRVC কে **Implementing Agency (IA)** হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

State Rural Livelihoods Missions (SRLMs) গুলি কে **Cluster-Based Business Organizations(CBBOs)** হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

10K FPO প্রোগ্রামে তৈরি FPO গুলির বৈশিষ্ট্য

- ❑ এই FPO গুলি **Companies Act (1956)** অধীনে গঠিত হয়েছে।
- ❑ প্রাথমিক ভাবে FPO গুলির গঠনে ও প্রসারে **CBBO সহায্য করবে**।
- ❑ FPO গুলির সঠিক ভাবে গঠন,পরিকল্পনা,পরিচালনা বাবদ **CBBO** গুলি মোট **25 লক্ষ টাকা/FPO পাবে**।
- ❑ Central Sector Scheme এ FPO গুলির পরিচালনার জন্য **আর্থিক অনুদান** হিসেবে **বার্ষিক 6 লক্ষ টাকা** হিসেবে **3 বছরে মোট 18 লক্ষ** টাকা অবধি পেতে পারে।
- ❑ প্রতিটি FPO প্রাথমিক **ভাবে 300 জন শেয়ার-হোল্ডার অন্তর্ভুক্ত**করার জন্য মেম্বারশিপ প্রদানের কাজ করবে।
- ❑ FPO গুলি শেয়ার হোল্ডার দের থেকে যে শেয়ার **(1000/2000 টাকা)** সংগ্রহ করবে এবং তার সমানুপাত টাকা **ইকুইটি গ্রান্ট** হিসেবে ফেরত পাবে **(সর্বাধিক 15 লক্ষ টাকা)**।
- ❑ এই FPO গুলির পরিচালনের জন্যে নির্বাচিত BOD **(5 থেকে 15 জন)** ছাড়াও **CEO ও Acountant** নিয়োগ করতে হবে।

FPO সম্পাদিত পরিষেবা এবং কার্যক্রম

- **বীজ, সার, কীটনাশক** এবং এই জাতীয় উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ।
- **কৃষি-ভিত্তিক যন্ত্রপাতি**যেমন পাওয়ার টিলার, স্প্রিংকলার সেট, হারভেস্টার ইত্যাদি **কাস্টম হায়ারিরিং সেন্টার(CHC)** এর মাধ্যমে মানুষের জন্য উপলব্ধ করানো ও সেখান থেকে আয় করা।
- **বাছাই, গ্রেডিং,প্যাকিং** এর মাধ্যমে **ভ্যালু-অ্যাডিশন,**এবং বিভিন্নসার্ভিস এর মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি ঘটানো।
- **বীজ উৎপাদন, মৌমাছি পালনের, মাশরুম** চাষের মতো **উচ্চতর আয়-বর্ধক কার্যক্রম** গ্রহণ করা।
- **কৃষক-সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্য একত্রিত করা**ভ্যালু অ্যাডিশন করা ও বাজারজাত করা ।
- পণ্য ও চাহিদা অনুযায়ী **বাজার নির্বাচন**করা ।
- সঞ্চয়, সংরক্ষণ, পরিবহন, লোডিং/আন-লোডিং এর মতো **লজিস্টিক পরিষেবা দেওয়া।**
- ক্রেতাদের কাছে সমষ্টিগত পণ্য বাজারজাত করা এবং বিপননের মাধ্যমে FPO লাভজনক করে তোলা ।

WBSRLM এর অন্তর্গত FPO গুলির অবস্থান ও পরিকল্পনা

- **9 টি** জেলায় **25 টি FPO** চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **25টি** FPO কেই **Companies Act (1956) অধীনে রেজিস্টার**করা হয়েছে। (ফেব্রুয়ারী,2024)
- প্রতিটি FPO প্রাথমিক ভাবে **ইকুইটি গ্রান্ট**পাওয়ার লক্ষ্যে **300 জন শেয়ার-হোল্ডার অন্তর্ভুক্ত** করার জন্য **membership drive**শুরু করেছে।
- 25টি FPO-এর BOD-রা **FPO-এর অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট এবং ফিনান্সিল ম্যানেজমেন্টের**উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ছে Agri-Marketing দফতরের সহযোগে
- BOD দের **বাণিজ্যিক পরিকল্পনা**(Business Plan) বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- **Production, Post-Production, Procurement,Marketing** এ FPO গুলি কে সহায়তা করা হচ্ছে।
- **কনভারজেন্স** এর মাধ্যমে অনান্য দফতরের সাথে সংযোগের মাধ্যমে FPO গুলিকে সাহায্য করা হচ্ছে।
- ONDC, eNAM এর মত মাধ্যমের সাথে FPO গুলির সংযোগ ঘটানো।

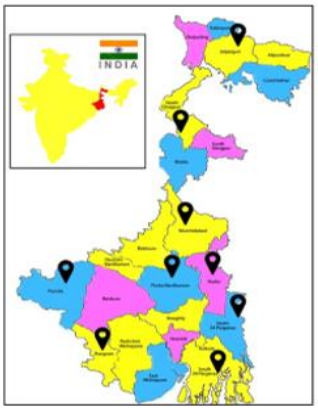

Anandadhara
West Bengal State Rural Livelihoods Mission (WBSRLM)

ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার প্রজেক্ট আই.এফ.সি

পশ্চিমবঙ্গে আইএফসি-র বাস্তবায়নের রূপরেখা

একটি সাধারণ গৃহস্থালির-এটি জীবিকা থেকে
•কৃষি (শস্য, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি

•বাগানবাড়ি(ফল, ফুল, শাকসবজি বাগানের ফল, মশলা ইত্যাদি

•পশুপালন(বড় পশুসমূহ ক্ষুদ্র পশুসমূহ অন্যান্য পশুসমূহ হাঁস-মুরগী, হাঁস খামার শূকর খামার ইত্যাদি

•মৎস্য চাষ

•মৌমাছি পালন

•বনজ উপকরণ

•অ-কৃষি কাজ

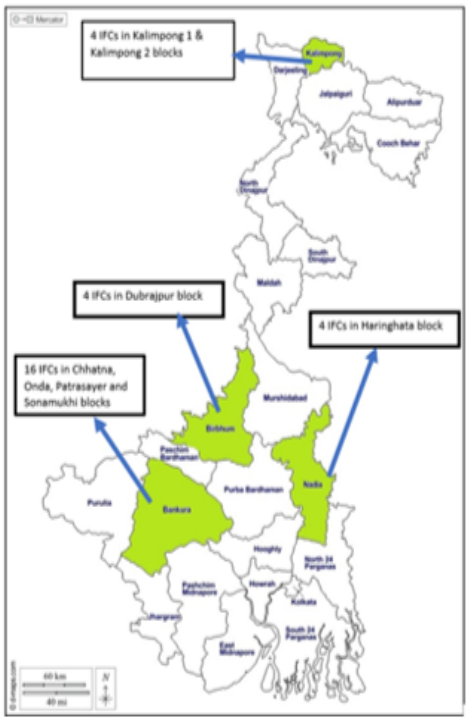

Outreach	Number
District coverage	4
Block coverage	8
IFC Cluster	32
Village coverage	152
No. of MKs	15022

উদ্দেশ্য

- ❑ কৃষি খামারের প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং প্রথম থেকে শেষ সমাধান প্রদান করা
- ❑ প্রতিটি স্তরে গ্রামীণ পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা
- ❑ সম্মিলিত জীবিকা ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

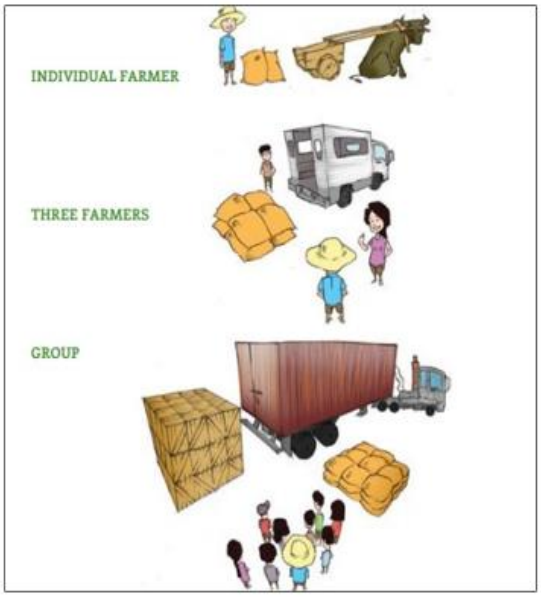

Intervention Plan (হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা)

পরিবার	গ্রাম	ক্লাস্টার/ সাংগঠনিক স্তর	বৃহত্তর ভূগোল
উৎপাদন/ চাষাবাদ/ সংগ্রহ/লালন-পালন	সম্প্রসারণ সেবা	ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ - উদ্ভিদ নার্সারি, শিশু নার্সারি, ছানা, হাঁস, CHC ইত্যাদি	PE প্রমোট করা
ফার্ম গেট ভ্যালু অ্যাডিশন	Convergence	ফরোয়ার্ড লিংকেজ এবং পিজি স্থাপনা	সেকেন্ডারি প্রসেসিং / মূল্য সংযোজন, প্যাকেজিং এবং বিপণন
সম্পদ, ইনপুট পরিষেবা, দক্ষতা	ক্রেডিট অ্যাক্সেস (সাশ্রয়ী মূল্যে উপযুক্ত ঋণ পণ্য)	সম্মিলিত ক্রয়, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ, জীবিকা পরিষেবা কেন্দ্র	

মূল জীবিকা মডেল

- কৃষি (শস্য, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি) – শস্য ব্যাবস্থাপনা
- হর্টিকালচার (ফল, ফুল, শাকসবজি, বৃক্ষরোপণ ফসল, মশলা ইত্যাদি)
- গবাদি পশু (বড় রুমি, ছোট রুমি, অ-রুমি, হাঁস-মুরগি, হাঁস, শূকর, ইত্যাদি)
- মৎস্য
- মৌমাছি পালন কেন্দ্র
- NTFP
- অ-কৃষিজাত (Non- farm)

জীবিকা সেবা কেন্দ্র

উৎপাদনের আগের কার্যক্রম এবং সাহায্য প্রদান

❑কৃষি - ইনপুট

❑খামার যন্ত্রপাতি

❑প্রাণিসম্পদ ঔষধ

❑গবাদি পশুর খাদ্য

উৎপাদন হয়ে যাবার পরের যাবতীয় সাহায্য

❑ক্রয়

❑প্রক্রিয়াকরণ

❑বিপণন

গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান(GPDP)

পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের কাছে উপলব্ধ সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) তৈরির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পিডিপি পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি হতে হবে ব্যাপক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তিরে যা সংবিধানের একাদশ তফসিলে তালিকাভুক্ত 29টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/লাইন ডেপার্টমেন্টের স্কিমগুলির সাথে সম্পূর্ণ একত্রিত হওয়াকে জড়িত করে।

পরিকল্পনা প্রস্তুতির স্তর

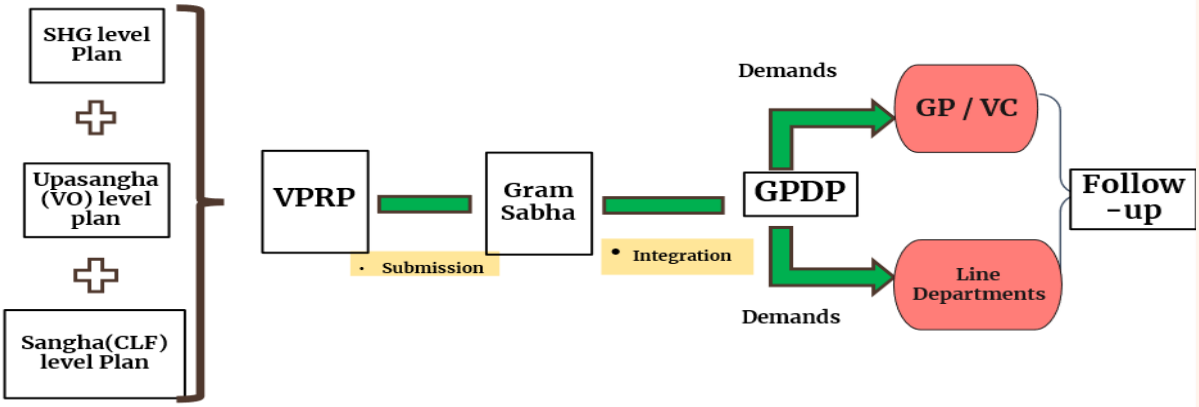

VPRP বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও পরিকল্পনা

VPRP পরিকল্পনার বিস্তারিত রূপরেখা

- ❑ **State Level Workshop**এর মাধ্যমে **জেলার মুখ্য অধিকারিকদের**VPRP নিয়ে অবগত করা।
- ❑ জেলা পিছু 2-3 **জন মাস্টার ট্রেনার(MT)** বাছাই করে তাদের VPRP নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- ❑ **District Level Workshop**এর মাধ্যমে **সংঘ (CLF)** পিছু 2-3 **জন** ও **ব্লক স্তরের আধিকারিক**দের VPRP নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- ❑ জেলা স্তরের **MIS আধিকারিক**রা **ব্লক স্তরের** Data Entry Operator **(DEO)** দের VPRP APP এর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- ❑ ব্লক স্তরে-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত **সংঘের সদস্যরা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকা**ণ **উপসংঘ** পিছু 2-3 **জন স দস্য কে** VPRP বাস্তবায়ন ও **মোবাইল App** ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেবেন।
- ❑ **উপসংঘ** স্তরেরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই 2-3 **জন** সদস্য পরবর্তী ক্ষেত্রে **GPDP পরিকল্পনার**জন্যে **GPPFT** (Gram Panchayat Planning Facilitation Team)দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।
- ❑ প্রতি মাসে **রাজ্য-জেলা-ব্লক স্তরের বিভিন্ন রিভিউ**এর মাধ্যমে VPRP র মাধ্যমে GPDP এর গুণগত পরিকল্পনা উঠে আসবে।

*****

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারী ও শিশুবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত

নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর

নারী ও শিশুদের আইনগত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়

প্রশ্নঃ নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য কী কী আইন আছে ?

উত্তরঃ নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য যে যে আইন আছে -

- বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ ।
- হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ (শেষ সংশোধন, ২০০৫) ।
- চিকিৎসা-ভিত্তিক গর্ভপাত আইন, ১৯৭১ ।
- পারিবারিক নিগ্রহে মহিলা সুরক্ষা আইন, ২০০৫ ।
- ৩০৪-বিবাহের পণের কারণে বধূর মৃত্যু ।
- ৩০৬-বি ধারা – আত্মহত্যায় প্ররোচনা ।
- ৩১২ ধারা – গর্ভপাত ঘটানো ।
- ৩১৩ ধারা – মহিলার অনুমতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটানো ।
- প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট (পকসো)-২০১২ ।
- ইমমোরাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৫৬ ।
- কর্মক্ষেত্রে মহিলার যৌন হেনস্থা (নির্ধারণ, নিষিদ্ধকরণ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩ ।

প্রশ্নঃ শিশু বলতে কী বুঝব? শিশু সুরক্ষার জন্য কী কী বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন?

উত্তরঃ ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন দি রাইটস অফ দি চাইল্ড (UNCRC) অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে প্রত্যেকেই শিশু। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শিশুরা নানা ধরনের হিংসা, নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়ে থাকে। বিশেষ করে বাড়ি, বিদ্যালয় ও বর্তমানে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা, যে জায়গাগুলোতে শিশুদের সুরক্ষিত থাকার কথা সেখানেও শিশুরা নানারকমের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা অন্যান্য জরুরি অবস্থায় শিশুরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, হারিয়ে যায় ও নানারকম শারীরিক আঘাত, নির্যাতন, শোষণের মতন ঝুঁকি এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হয় । এইসব পরিস্থিতিতেই শিশুরা বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুপাচার, ভিক্ষাবৃত্তির শিকার হয়। এছাড়াও মাদক ও অন্যান্য নেশা করার জিনিসের প্রতি আসক্তি, কোনো না কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতার সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, প্রতিটি শিশুরই যে কোনো ধরনের আঘাত, হিংসা , নির্যাতন ও শোষণের থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার আছে ।

শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা জন্ম থেকে শুরু করে শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে। এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, দারিদ্র্য এবং দুর্যোগের শিকার হওয়া শিশুদের যত্ন প্রদান ; শিশুশ্রম বা পাচারের শিকার; এবং যারা প্রতিবন্ধী বা সরকারি ব্যবস্থায় বিকল্প যত্নে বসবাস

করে তাদের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। শিশু সুরক্ষার অর্থ হল তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য তাদের শারীরিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করা ও সেই সংক্রান্ত অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করা। শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য নানা আইন রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হল -

- জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট ২০১৫।
- প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট ২০০৬।
- চাইল্ড লেবার (প্রোহিবিশন এন্ড রেগুলেশন) এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৬।
- প্রটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট ২০১২।
- ইম্মরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট ১৯৫৬।

এছাড়াও আমাদের রাজ্যে 'মিশন বাৎসল্য' রূপায়িত হয়েছে যার আওতায় প্রতিটি জেলায় একটি ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট আছে যাদের কাজ জেলায় শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও তার যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা। প্রতিটি জেলায় আছে শিশু কল্যাণ পর্ষদ (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি) যারা যে কোনো শিশু যার যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন তার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড আছে যারা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া শিশুদের ন্যায় - বিচারের বিষয়টি দেখেন।

পশ্চিমবঙ্গে ইউনিসেফ, নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর, শ্রম দপ্তর ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে বাল্য বিবাহ, শিশু পাচার, শিশু শ্রম ও স্থানান্তরের সময় শিশুদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য কাজ করে চলেছে।

প্রশ্নঃ শিশুদের অধিকার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : শিশু অধিকার হল শিশুর মানবাধিকারের সমার্থক যা অপ্রাপ্তবয়স্কদের অধিকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। এই অধিকারগুলি পরস্পর নির্ভরশীল এবং অবিভাজ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়। ২০ শে নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকারগুলির বিশেষ সেট রয়েছে যা সারা বিশ্বের শিশুরা অধিকারী। এটিতে ৫৪ টি নিবন্ধ রয়েছে, ১-৪১ টিতে শিশুদের মৌলিক অধিকার রয়েছে। অধিকারগুলিকে বেঁচে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, জাতি, লিঙ্গ বা ক্ষমতা নির্বিশেষে সমস্ত শিশু এই অধিকারগুলির অধিকারী। শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনের দুটি নির্দেশক নীতি হল বৈষম্যহীনতা এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

ভারত ১৯৯২ সালে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশন অনুসমর্থন করে। ভারত UNCRC-এর দুটি ঐচ্ছিক প্রোটোকলও অনুমোদন করে, যেমন শিশু বিক্রির ঐচ্ছিক প্রোটোকল, শিশু পতিতাবৃত্তি এবং শিশু পর্নোগ্রাফি এবং সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের জড়িত থাকার ঐচ্ছিক প্রোটোকল। ১৬ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ এবং ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৫ যথাক্রমে। শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন শিশুদের বিভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করেছে। কিন্তু ইউএনসিআরসি অনুসারে, একজন শিশু এমন একজন ব্যক্তি যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি।

শিশু সুরক্ষা হল শিশু অধিকারের অন্তর্গত যা শিশুদের সহিংসতা, অপব্যবহার, অবহেলা এবং শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য আইন, নীতি, স্কিম এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রধান শিশু সুরক্ষা সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে শিশুশ্রম, শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ, শিশু ভিক্ষা, শিশু পর্নোগ্রাফি, শিশু অভিবাসন, নারী ভ্রূণ হত্যা, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং শোষণ, পিতামাতার যত্নহীন শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করে এমন অনেকগুলি আইন, নীতি এবং পরিকল্পনা রয়েছে।

যাইহোক, জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫ শিশুদের সঙ্গে আচরণ করার জন্য প্রধান আইন হিসাবে বিবেচিত হয়।

জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫ এর আওতায় থাকা শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশু, আইনের সাথে দ্বন্দ্বে থাকা শিশু এবং শিকার বা সাক্ষী হিসাবে আইনের সংস্পর্শে থাকা শিশুর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

জুভেনাইল জাস্টিস আইন, ২০১৫-এর বিধিবদ্ধ কমিটি

- জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড হল আইনের সঙ্গে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।
- চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি হল শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।
- বিশেষ জুভেনাইল ইউনিট।

শিশুদের সম্পর্কিত প্রকল্প

শিশুদের সম্পর্কিত প্রধান প্রকল্পগুলির মধ্যে, সমন্বিত শিশু সুরক্ষা স্কিম, দেশের সমস্ত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কিম যা ২০০৯ সালে চালু করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে, এটিকে "শিশু সুরক্ষা পরিষেবা স্কিম" এবং ২০২১-এ নামকরণ করা হয় 'মিশন বাৎসল্য' হিসাবে।

মিশন বাৎসল্য হল দেশের শিশু সুরক্ষা পরিষেবাগুলির জন্য একটি সামগ্রিক প্রকল্প (Umbrella Scheme)। মিশন বাৎসল্যের অধীনে উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির কার্যকারিতা উন্নত করা; সেবা প্রদান কাঠামো শক্তিশালী করা; উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ও সেবা; অ-প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায়-ভিত্তিক যত্নকে উৎসাহিত করা; জরুরি প্রচার পরিষেবা; প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

পরিষেবা

ক) প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা: প্রাতিষ্ঠানিক যত্নের অধীনে, যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুর জন্য নিম্নলিখিত শিশু যত্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে:

1) চিলড্রেনস হোম
2) খোলা আশ্রয়
3) বিশেষায়িত দত্তক সংস্থা

এবং আইনের সাথে সংঘর্ষ আছে এমন শিশুদের জন্য, আছে

1) পর্যবেক্ষণ হোম
2) বিশেষ বাড়ি
3) নিরাপত্তার স্থান

খ) অ-প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা

- সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্পনসরশিপ এবং বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্পনসরশিপের মাধ্যমে স্পনসরশিপ সহায়তা।
- পালিত যত্ন: সন্তানের যত্ন সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের জন্য একটি সম্পর্কহীন পরিবার সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- দত্তক নেওয়া: দত্তক নেওয়ার জন্য আইনত বিনামূল্যে থাকা শিশুদের জন্য পরিবার খোঁজা।
- পরিচর্যার পর: ১৮ বছর বয়সে একটি শিশু যত্ন প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা শিশুদের সমাজে পুনরায় একত্রিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সহায়তা ১৮ বছর বয়স থেকে ২১ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে, ২৩ বছর পর্যন্ত বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

মিশন বাৎসল্যের বাস্তবায়ন কাঠামো নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় স্তর:

- মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক
- NIPCCD
- কেন্দ্রীয় দত্তক সংস্থান কর্তৃপক্ষ

রাজ্য স্তর:

- রাষ্ট্রীয় শিশু সুরক্ষা সোসাইটি
- রাষ্ট্র দত্তক সংস্থান সংস্থা

জেলা পর্যায়:

- জেলা শিশু সুরক্ষা সোসাইটি
- বিশেষায়িত দত্তক সংস্থা
- শিশু কল্যাণ কমিটি
- জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড
- বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট
- মানব পাচার বিরোধী ইউনিট
- গ্রামে, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটি।

চাইল্ড হেল্পলাইন: যত্ন এবং সুরক্ষার প্রয়োজনে শিশুদের জন্য ২৪X৭ হেল্পলাইন পরিষেবা রাজ্য এবং জেলা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চলে এবং এমএইচএ-এর ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম ১১২ হেল্পলাইনের সঙ্গে একত্রিত হয়।

শিশু সুরক্ষা কমিটি: সম্প্রদায় স্তরে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, সম্প্রদায় সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে সংবিধিটি সকল স্তরে কমিউনিটি অর্গানাইজেশন গঠনের বিধান তৈরি করে। এই বিভাগ শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন ও কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ সংগঠিত করার বিষয়ে নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল জারি করেছে। গ্রাম, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির জন্য ম্যানুয়ালগুলি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

কর্মসূচিঃ

1) সচেতনতা তৈরি করা।
2) মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং পঞ্চায়েতকে তাদের পরিকল্পনায় শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করা।
3) অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ।
4) জরুরী পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত রিপোর্ট পাঠানো।
5) অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রশাসনিক ভূমিকাঃ

- শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন, স্কিম এবং নীতির বাস্তবায়ন।
- শিশু-সম্পর্কিত স্কিম বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট তহবিল বিতরণ সংক্রান্ত সমস্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং রাজ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর তদারকি ও তত্ত্বাবধান বজায় রাখা।
- রাজ্য জুড়ে সমস্ত সংবিধিবদ্ধ এবং পরিষেবা সরবরাহ কাঠামো স্থাপন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্পের অধীনে প্রয়োজনীয় জনবল মোতায়েন নিশ্চিত করা।
- মিশন বাৎসল্যর অধীনে শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা, সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতায়, শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থে এবং অভিসারী পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনাটি কার্যকর করা।
- শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন নিশ্চিত করা এবং শিশু সুরক্ষা কমিটির কাজ সহজতর করা ও তাদের শক্তিশালী করা।

প্রশ্নঃ মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত প্রধান কর্মসূচিগুলি কী কী?

উত্তর:

জননী সুরক্ষা যোজনা	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প	মানবিক
জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম	কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন (CFC)	মুক্তির আলো
বাংলা মাতৃ প্রকল্প	মহিলাদের ক্ষমতায়নে জাতীয় কমিশন	স্বাবলম্বন

জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য	বয়ঃসন্ধির মেয়েদের জন্য প্রকল্প	খাদ্যসাথী
স্বাস্থ্য সাথী, শিশু সাথী	ঋতু কালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রকল্প	সমব্যাথী
কন্যাশ্রী প্রকল্প, রূপশ্রী প্রকল্প	তফশিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কর্মসূচি	লোকপ্রসার
সবুজ সাথী প্রকল্প, শিক্ষাশ্রী প্রকল্প	মিড-ডে মিল, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কার্যক্রম	অন্নপূর্ণা
সুসংহত শিশু সুরক্ষা পরিষেবা	সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা	সমগ্র শিক্ষা মিশন
জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন	সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)	

প্রশ্নঃ মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সুবিধা কী কী আছে ?

উত্তরঃ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

কন্যাশ্রী প্রকল্পঃ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন। পরিষেবাদানকারী দপ্তর হল নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহদানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের প্রবণতা হ্রাস করা
- মেয়েদের স্বনির্ভরতায় উৎসাহ দান করা

কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্য:

মেয়েদের বিবাহের বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় বহাল রাখা যাতে

- বাল্য বিবাহ হ্রাস পায়
- কন্যাসন্তানেরা ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে যায়।

সম্পূর্ণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই অনুদান যোগ্য আবেদনকারীর নিজের নামের ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ পৌঁছে দেওয়া হয়।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে নগদ হস্তান্তরের মাধ্যমে উপযুক্ত মেয়েদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই নগদ হস্তান্তর এর দুটো ভাগ:

1) **বাৎসরিক অনুদান (K1)** - কন্যাশ্রী স্বীকৃত স্কুল বা কলেজ-এ অষ্টম শ্রেণী বা তার উর্ধ্বে পাঠরতা ১৩ থেকে ১৮ বছরের অবিবাহিতা মেয়েরা K1 পাওয়ার যোগ্য। ১৩ বছর থেকে ১৮ পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত সে বাৎসরিক 1000 টাকা (এক হাজার টাকা) পেতে পারে।
2) **এককালীন অনুদান (K2)** - কন্যাশ্রী স্বীকৃত স্কুল বা কলেজ-এ অষ্টম শ্রেণী বা তার উর্ধ্বে পাঠরতা 18 থেকে 19 বছরের অবিবাহিতা মেয়েরা K2 পাওয়ার যোগ্য। ১৮ পূর্ণ হওয়ার পর সে এককালীন 25000 টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা) পাবে।

যে কোনো মেয়েই কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপভোক্তা হতে পারে যদি সে নিচের শর্ত গুলো পূরণ করে:

- যে অবিবাহিত এবং
- যার বয়স ১৩ থেকে ১৯ এর মধ্যে এবং

- যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং
- যে সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠরতা এবং
- যার নিজের নামে একটা ব্যাঙ্ক আকাউন্ট আছে।

কন্যাশ্রী আবেদনকারীকে নিচের নথি গুলো ফর্ম জমা দেওয়ার সময় জমা করতে হবে:

1) আধার কার্ড,
2) বাবা-মা / আইনি-অভিভাবকের ভোটার কার্ডের ফটোকপি,
3) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে গৃহীত জন্মের নথির ফটোকপি,
4) আবেদনকারীর বৈবাহিক অবস্থার ঘোষণা (বয়স ১৮এর কম হলে মা-বাবা বা আইনি অভিভাবক দেবে, ১৮এর বেশি বয়স হলে আবেদনকারী দেবে),
5) ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এর দরকারি তথ্যসহ পাসবইয়ের পাতার ফটোকপি,
6) আবেদনকারী যদি ১৩ বছর বা তার বেশি (১৯ বছর বয়সের মধ্যে) বয়সের হয় কিন্তু অষ্টম শ্রেণির নিচে পাঠরতা হয় এবং তার ৪০% বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকে তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে গৃহীত 'প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র'-র ফটোকপি,
7) সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড-এ রঙ্গিন পাসপোর্ট ছবি,
8) আধার কার্ড ছাড়া কোনো আবেদনপত্র জমা করা যাবে না। যোগ্যতা সম্পন্ন মেয়েরা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব স্কুল / কলেজ-এ আবেদনপত্র জমা দেবে। ফর্ম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (স্কুল/কলেজ) থেকে পাওয়া যাবে।

কন্যাশ্রী একটি সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতি। যে স্কুল বা কলেজগুলি কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় তাদের নিজস্ব লগ ইন থেকে তারা তাদের স্কুলের মেয়েদের আবেদনপত্র অনলাইন-এ এন্ট্রি করলে প্রত্যেক মেয়ের ২০ডিজিটের কন্যাশ্রী ID পাওয়া যায়। এই ID মেয়েদের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর-এ sms এর মাধ্যমে জানানো হয়। স্কুল থেকে এই আবেদন ব্লক / সাব-ডিভিশন এ যায়, সেখানে তাদের তথ্যগুলো যাচাই করে আবেদন জেলায় পাঠানো হয়। K2-এর ক্ষেত্রে মেয়েটির বৈবাহিক অবস্থা ও শিক্ষাগত অবস্থা যাচাই করা হয় হোম ভিজিট করে। ব্লক/ সাব-ডিভিশন স্তর থেকে এই রিপোর্ট জমা করলে ও তা মেয়েটির যোগ্যতা সুনিশ্চিত করলে তবেই জেলা স্তর থেকে মেয়েটির আবেদন অনুমোদিত (sanction) হয় এবং সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ টাকা জমা পড়ে। আবেদন অনুমোদিত (sanction) হওয়ার পর উপভোক্তাকে sms-এর মাধ্যমে জানানো হয়।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোরীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নের জন্য এই প্রকল্প আর্থিক অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি স্কুলে কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন করেছে যাতে বাল্য বিবাহ নির্মূল করার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা যায়, বিভিন্ন সংস্থার কাজের বিষয়ে কিশোরীদের অবগত করা যায় এবং সর্বোপরি ১৮ বছর বয়সের পর তাদের বিভিন্ন আয়কারী বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। কন্যাশ্রী ক্লাব-এর guideline প্রকাশ করে কিভাবে ক্লাব পরিচালিত হবে তা বলা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর দ্বারা প্রকাশিত 'এক্সপোজার ভিজিট'-এর guideline-এ কিভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে, যেমন ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, BLRO অফিস, BDO অফিস ইত্যাদি স্থানে সরাসরি মেয়েদের নিয়ে গিয়ে তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া যায়। এইভাবে এই প্রকল্পে মেয়েদের সার্বিক ক্ষমতায়নের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। কন্যাশ্রী ব্র্যান্ড হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতা রেখে এই দপ্তর কিশোরী মেয়েদের উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভাবে কন্যাশ্রী আজ বিশ্বের এক সফলতম প্রকল্প হিসেবে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় 87 লক্ষের বেশি মেয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমস্ত তথ্যের জন্য কন্যাশ্রী ওয়েবসাইট www.wbkanyashree.gov.in দেখতে হবে।

রূপশ্রী প্রকল্পঃ

রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাদের বিবাহের জন্য এককালীন ২৫০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রূপশ্রী প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে রূপায়িত করেছে।

রূপশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

মেয়েদের বিবাহের সময় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার অনেক সময়েই অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার করে সমস্যার সম্মুখীন হয়। রূপশ্রী প্রকল্প আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারগুলিকে তাদের মেয়েদের বিবাহের খরচ বহন করতে সহায়তা করে, যাতে তাদের উচ্চ সুদের হারে টাকা ধার করতে না হয়।

রূপশ্রীর সুবিধা পাওয়ার জন্য কে/ কারা আবেদন করতে পারে?

যে কোনও বিবাহ করতে ইচ্ছুক মেয়ে রূপশ্রীর সুবিধা পেতে পারে, যদি:

1) আবেদনকারীর বয়স অন্তত: ১৮ বছর হয় এবং আবেদনপত্র জমা করার সময় সে অবিবাহিত হয়।
2) প্রস্তাবিত বিয়েটি তার প্রথম বিয়ে হয়।
3) আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা গত ৫ বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা পিতা-মাতা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়।
4) যার পারিবারিক বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বা তার কম হয় এবং প্রস্তাবিত পাত্রের বয়স অন্তত: ২১ বছর হয়।
5) তার নিজের নামে একটি ব্যাঙ্ক Account থাকবে যার IFS কোড ও MICR কোড আছে যেখানে ই-পেমেন্টের সুবিধা আছে।

আবেদনপত্রের সাথে কী কী নথি / তথ্যের প্রয়োজন?

নিম্নলিখিত নথিগুলি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে:

1) আধার কার্ড,
2) আবেদনকারীর বয়সের প্রমানপত্র (উল্যেখ্য তথ্যের স্বপ্রত্যায়িত ফটোকপি): জন্ম শংসাপত্র, ভোটের এপিক কার্ড/ প্যান কার্ড / মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড / আধার কার্ড / সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় ছাড়ার শংসাপত্র,
3) কখনোই বিবাহ করেননি, এই মর্মে আবেদনকারীর স্বঘোষণা,
4) পারিবারিক আয়: আবেদনকারীর স্বঘোষণা,
5) বসবাসের প্রমাণপত্র: আবেদনকারীর স্বঘোষণা,
6) ব্যাঙ্ক একাউন্ট: ব্যাঙ্কের বইয়ের যে পাতাগুলিতে Account হোল্ডারের নাম, Account নং, ব্যাঙ্কের নাম- ঠিকানা, IFS কোড ও MICR কোড এবং অন্যান্য তথ্যাদি আছে সেই পাতাগুলি আবেদনকারী দ্বারা স্বপ্রত্যায়িত নকল,
7) প্রস্তাবিত বিবাহের প্রমাণ: উল্যেখ্য যেকোনো একটি: বিবাহের নিমন্ত্রণের কার্ড / বিবাহ নথিভুক্তকরণের নোটিশ (ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন নোটিশ)/ স্বঘোষণা,
8) প্রস্তাবিত পাত্রের বয়সের প্রমাণপত্র: নিম্নোক্তগুলির মধ্যে যে কোন একটি: জন্ম শংসাপত্র / ভোটের এপিক কার্ড / প্যান কার্ড / মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড / আধার কার্ড/ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়ার শংসাপত্র (প্রস্তাবিত পাত্রের দ্বারা প্রত্যায়িত),
9) আবেদনকারী এবং প্রস্তাবিত পাত্রের সাম্প্রতিক রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

কী ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় ?

এই প্রকল্প থেকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা (২৫০০০/- টাকা) পাওয়া যায় বিবাহের আগে।

ফর্ম কোথায় পাওয়া যায়?

এই প্রকল্পের আবেদনপত্র বিনামূল্যে নিম্নলিখিত অফিসগুলি থেকে পাওয়া যায়:

- গ্রামীণ এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের অফিস।
- মিউনিসিপাল এলাকার জন্য সাব-ডিভিশনাল অফিসারের অফিস।
- কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে কমিশনারের অফিস, বরো অফিস বা ওয়ার্ড অফিস।
- এই ফর্ম http://www.wbcdwdsw.gov.in পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করেও পাওয়া যায়।

ফর্ম কোথায় জমা দিতে হবে?

সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং শংসাপত্র দিয়ে সম্পূর্ণ আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর বসবাসের এলাকার সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে, সাব-ডিভিশন অফিসে অথবা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কমিশনারের অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রস্তাবিত বিবাহের তারিখের ৩০ থেকে ৬০ দিন আগে জমা দিতে হবে।

সার্টিফিকেট ডাউনলোড করা / acknowledgement-এর কাগজ প্রদান: ফর্ম /আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অফিস এ জমা পড়লে আবেদনকারী আবেদনপত্রের নম্বর সহ একটি Acknowledgement স্লিপ পায়।

আবেদন কিভাবে অনুমোদিত হয় এবং উপভোক্তার কাছে কিভাবে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়?

অনুসন্ধানকারী আধিকারিক আবেদনকারীর বসবাসের এলাকায় আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অনুসন্ধান করে রিপোর্ট জমা দেবেন। অনুমোদনকারী আধিকারিক (বি. ডি. ও / এস. ডি. ও / কমিশনার) সফলভাবে যাচাই করা আবেদনপত্রগুলি অনুমোদন করবেন এবং নেতিবাচক তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্রগুলি বাতিল করবেন। ড্রয়িং-এন্ড-ডিসবার্সিং অফিসার অনুমোদনপ্রাপ্ত আবেদনকারীকে অনুমোদিত অর্থ সরাসরি তার ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করবেন।

সফটওয়্যার সম্পর্কিত তথ্য: এই প্রকল্প www.wbrupashree.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে কাজ করে।

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে রূপশ্রী প্রকল্পের পোর্টালে নতুন বিবাহিত যুগলের তথ্য দেওয়া শুরু হয়েছে যা প্রতি মাসে ব্লক অফিস থেকে BMOH এর দপ্তরে এবং জেলা অফিস থেকে CMOH অফিসে রিপ্রোডাক্টিভ কাউন্সেলিং এর জন্য প্রদান করা হয়। এই প্রকল্প সূচনা হওয়া থেকে এখনো অবধি ১৭.৫৬ লক্ষেরও বেশি মহিলা উপকৃত হয়েছেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডারঃ

লক্ষ্মীর ভান্ডার রাজ্যের সমস্ত মহিলাদের জন্য একটি আয়ের আশ্বাস দিয়েছে। যে কোন মহিলা, যদি এই রাজ্যের বাসিন্দা হন, তার বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হয়, তিনি কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি উদ্যোগ, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন/পৌরসভা, স্থানীয় সংস্থা, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী ইত্যাদির স্থায়ী চাকরিতে না থাকেন/অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী না হন, নিয়মিত বেতন / পেনশন না পান, তাহলে তিনি এই সুবিধা পাবেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি মহিলারা প্রতি মাসে ১২০০ টাকা এবং তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি ব্যতীত অন্য মহিলারা মাসে ১০০০ টাকা সহায়তা পাবেন।

প্রয়োজনীয় নথি:

AADHAR কার্ড , আবেদনকারীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি, তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতির শংসাপত্র, যদি প্রযোজ্য হয় (তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতির জন্য বাধ্যতামূলক) , ব্যাঙ্ক পাসবইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার স্ব-প্রত্যয়িত ফটো-কপি যেখানে মহিলার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, IFS কোড এবং MICR নম্বর লেখা আছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি শুধুমাত্র ঐ মহিলার নামেই হতে হবে। । আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত স্ব-ঘোষণা: যে তিনি

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা যে তিনি রাজ্য সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি উদ্যোগ, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন/পৌরসভা, স্থানীয় সংস্থা, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো নিয়মিত চাকরি থেকে মাসিক বেতন / পেনশন পান না।

আবেদনের পদ্ধতি – আবেদন জমা দিতে হবে:

- গ্রামীণ এলাকায় - ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের অফিসে,
- শহর এলাকায় - মহকুমা শাসকের অফিসে,
- এ ছাড়া দুয়ারে সরকার ক্যাম্পেও আবেদন জমা দেয়া যাবে।

জয় বাংলা পেনশন (বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা এবং মানবিক ভাতা)ঃ

নারী, শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা এবং মানবিক ভাতা প্রদান করে। জয় বাংলা পেনশন স্কিম ২০২০-এর আওতায় এই প্রকল্পগুলিতে jaibangla.wb.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে পেনশন বাবদ এক হাজার টাকা সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক একাউন্টে পৌঁছে দেয়া হয়।

আবেদনের পদ্ধতি – আবেদন জমা দিতে হবে:

- গ্রামীণ এলাকায় - ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের অফিসে, শহর এলাকায় - মহকুমা শাসকের অফিসে।

	বার্ধক্য ভাতা	বিধবা ভাতা	মানবিক ভাতা
কারা পাবেন	৬০ বছরের উর্ধ্বে দরিদ্র ব্যক্তি যারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। শারীরিক/ মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়স ৫৫ বছরের বেশি হলেই হবে। মাসিক আয় এক হাজার টাকার বেশি হবে না এবং এই ব্যক্তিকে দেখভাল করার মত পরিবারের অন্য কেউ নেই। অন্য সরকারি পেনশন পান না। আবেদনের দিনে অন্তত ১০ বছর ধরে তিনি এই রাজ্যের বাসিন্দা।	গরিব বিধবা যারা এই রাজ্যের বাসিন্দা। পারিবারিক আয় হাজার টাকার বেশি নয়। রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো পরিবারে কেউ নেই। অন্য সরকারি পেনশন পান না। আবেদনের দিনে অন্তত ১০ বছর ধরে তিনি এই রাজ্যের বাসিন্দা।	৪০ শতাংশ বা আর বেশি প্রতিবন্ধকতা; আবেদনের দিনে অন্তত ১০ বছর ধরে তিনি এই রাজ্যের বাসিন্দা। এই প্রতিবন্ধীর বয়স যদি ১০ বছরের কম হয় তাকে জন্ম থেকে আবেদনের দিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। আয়ের কোন মাপকাঠি প্রযোজ্য নয়।
প্রয়োজনীয় নথি	ভোটার কার্ডের কপি, আধার কার্ডের কপি, বাসিন্দার শংসাপত্র (স্ব ঘোষণা), আয়ের শংসাপত্র (স্ব-ঘোষণা), ব্যাংকের পাসবইয়ের প্রথম পাতার কপি, রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি।	স্বামীর মৃত্যুর শংসাপত্রের কপি, ভোটার কার্ডের কপি, আধার কার্ডের কপি, বাসিন্দার শংসাপত্র (স্ব-ঘোষণা), আয়ের শংসাপত্র (স্ব-ঘোষণা), ব্যাংকের পাস বইয়ের প্রথম পাতার কপি, রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রতিবন্ধকতা শংসাপত্রের কপি, আধার কার্ডের কপি, ডিজিটাল রেশন কার্ড/ ভোটার কার্ডের কপি, ব্যাংকের পাস বইয়ের প্রথম পাতার কপি, রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
চাহিদা ভিত্তিক / কোটা ভিত্তিক	কোটা ভিত্তিক	চাহিদা ভিত্তিক	চাহিদা ভিত্তিক

শক্তি সদনঃ

- এই শক্তি সদন হোমগুলিতে ১৮-৬০ বছর বয়সী দুর্দশাগ্রস্ত এবং পাচার হওয়া নারীদের জন্য সাময়িক আবাসের (হোম) ব্যবস্থা করা হয়।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১৫টি জেলায় মোট ৩৭টি শক্তি সদন আছে। এই হোমগুলি এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। ৩০ থেকে ৫০ জন মহিলা (বাচ্চা সহ) এক একটি হোমে থাকতে পারেন।
- এই হোমগুলিতে আবাসিক মহিলাদের নিখরচায় সাময়িক আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়।
- শক্তি সদনে আবাসিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।
- অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা মহিলা ও শিশুদের শক্তি সদন থেকে তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
- এটি ভারত সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের (MWCD) অধীন মিশন শক্তি প্রকল্পের অন্তর্গত।
- এই প্রকল্পটিতে ৬০: ৪০ অনুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। এর মধ্যে ম্যানেজমেন্টের জন্য মাসিক ১,০৭,০০০/- টাকা এবং প্রতি আবাসিকের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, হাতখরচ বাবদ মাসিক ৫,৩০০/- টাকা দেওয়া হয়।
- সমাজকল্যাণ অধিকার রাজ্য নোডাল অফিস হিসাবে এই প্রকল্পটির তত্ত্বাবধান করে।

ওয়ান স্টপ সেন্টার (OSC)

- সামাজিক এবং পারিবারিক হিংসার শিকার যে কোন বয়সের মহিলারা OSC-তে আসতে পারেন।
- এখানে মহিলাদের চিকিৎসা, আইনি ব্যবস্থা, সাময়িক আশ্রয়, পুলিশি সাহায্য, এবং বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২২টি জেলায় ২২টি ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ওয়ান স্টপ সেন্টারগুলি ভারত সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক (MWCD) থেকে ১০০% আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই প্রকল্প রূপায়ণ করেন এবং সমাজ কল্যাণ অধিকার রাজ্য নোডাল কর্তৃপক্ষ হিসাবে তত্ত্বাবধান করে।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বৃদ্ধাশ্রমঃ

অটল ভায়ো অভ্যুদয় যোজনা - নিঃস্ব বা দরিদ্র প্রবীণ নাগরিকদের আশ্রয় এবং খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ভারত সরকার এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করেন। বর্তমানে, এই ধরনের ২৮টি এনজিও পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রম পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলছে। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন (MoSJE) মন্ত্রকের অধীনে।

দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন রিহ্যাবিলিটেশন স্কিম [DDRS]

- বিশেষভাবে সক্ষম শারীরিক ও মানসিক, শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য DDRS প্রকল্পটি শুরু করা হয়।
- পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট ৩৮টি প্রকল্পে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় আছে।
- অনুদানের জন্য এনজিওগুলির প্রস্তাব রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের MoSJE মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করা হয়।
- এই প্রকল্পগুলির ৯০% খরচ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ১০% খরচ এনজিও বহন করে। আন্তর্জাতিক সীমানা সংলগ্ন জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০% খরচ বহন করে।

ড্রাগ ডিমান্ড রিডাক্সন [নেশামুক্তিকরণ প্রকল্প]

- নেশায় আসক্তদের জন্য ৮টি ইন্টিগ্রেটেড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর অ্যাডিক্টস (IRCAs), ২টি আউটরিচ এবং ড্রপ ইন সেন্টার (ODICs) , ২টি কম্যুনিটি বেসড পিয়ার লেড ইন্টারভেনশন (CPLI)-এই প্রকল্পগুলি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর ড্রাগ ডিমান্ড রিডাক্সনের অধীনে এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয়।

- এর উদ্দেশ্য হল নেশায় আসক্ত ব্যক্তিদের নেশামুক্তি ঘটানো।
- এই প্রকল্পে ৬০% ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ও ৪০% ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করে।
- অনুদানের জন্য এনজিওগুলির প্রস্তাব রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়।

লিঙ্গ সংবেদনশীল ও শিশু বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত পদক্ষেপ

প্রশ্নঃ সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে কী বুঝব?

উত্তরঃ সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সক্ষমতা, সুযোগ ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে পড়ে গর্ভবতী মহিলা, শিশু, বয়স্ক, অপুষ্ট ব্যক্তি, জেলবন্দী, পরিযায়ী, উদ্বাস্তু, শারীরিক ও মানসিক চাহিদা সম্পন্ন, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ জেন্ডার ও সেক্স দুটি কি আলাদা বিষয়?

উত্তরঃ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নারী ও পুরুষের শরীরের গঠনে তফাত আছে। এইটি হল জৈবিক পার্থক্য। ইংরাজি সেক্স কথাটির মাধ্যমে এই পার্থক্য বোঝানো হয়। ইংরাজীতে জেন্ডার (Gender) বলতে বোঝায় মহিলা, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিকভাবে আরোপিত ভূমিকা, দায়িত্ব, আচরণ, প্রকাশ ভঙ্গি ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ লিঙ্গবৈষম্য কথাটির অর্থ কী?

উত্তরঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ বা বৈষম্য রয়েছে তাকে বলে লিঙ্গবৈষম্য। লিঙ্গবৈষম্য হল সমাজের তৈরি করা ও চাপিয়ে দেওয়া একটি বৈষম্য। সেই কারণেই কোনও এলাকার মানুষ যদি এই বৈষম্য সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তা দূর করার জন্য চেষ্টা করে তাহলে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা সম্ভব।

প্রশ্নঃ লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা বলতে কী বুঝব?

উত্তরঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন – পরিবারে, সমাজে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, রাজনীতিতে, কর্মসংস্থানে, আইনী অধিকারে – যদি কেউ লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও উন্নয়নের প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সংবেদনশীল হতে পেরেছেন। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যেক সমাজ-সচেতন মানুষ, উন্নয়ন কর্মী ও প্রশাসন ব্যবস্থার লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সংবেদনশীল হওয়া দরকার।

প্রশ্নঃ লিঙ্গ সমতার প্রয়োজন কেন?

উত্তরঃ লিঙ্গ সমতা হল সব লিঙ্গের মানুষের সমান অধিকার, দায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতা। লিঙ্গ সমতা (বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য ৫) কেবলমাত্র মানুষের মৌলিক অধিকারই নয়, এটি এমন এক জরুরি ভিত্তি যার সঙ্গে সারা বিশ্বের মানুষের শান্তিপূর্ণ

বাসস্থান যুক্ত রয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য বিশ্বব্যাপী পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বর্তমান যেমন শিক্ষা, বিবাহ, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি। কিশোরী কন্যা, মহিলা ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বিশেষ ভাবে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার। পেশা জগতে সর্বস্তরের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গৃহস্থালির বিনা বেতনের কাজের ক্ষেত্রেও তারা স্বীকৃতি পান না স্কুলছুট কন্যাশিশু, স্বল্প শিক্ষার হার, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কম ওজনের শিশু, পুত্র সন্তানের চাহিদার জন্য একাধিকবার গর্ভধারণ ইত্যাদি মহিলাদের শারীরিক ভাবে দুর্বল করে দেয় যা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্নঃ লিঙ্গ সমতা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কী ?

উত্তরঃ জনপ্রতিনিধিরা পরিবর্তনের ধারক ও বাহক রূপে কাজ করতে পারেন যাদের হাত ধরে মহিলা, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, বয়স্ক ও শারীরিক-মানসিক চাহিদা সম্পন্ন মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক সামাজিক নীতি বা নিয়মকাননের পরিবর্তন সম্ভব যা এলাকাকে সামাজিকভাবে সুরক্ষিত রাখতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মহিলা ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের কাজের সুযোগ সম্পর্কে এলাকার জনগণকে অবহিত করতে পারেন। তাদের হাত ধরে মহিলা-বান্ধব গ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে কৃতি মহিলাদের স্বীকৃতি ও অবদান জনসমক্ষে প্রকাশ সম্ভব। শিশু-বান্ধব গ্রামের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিশেষ দিবস উৎযাপন করতে পারেন যেমন কন্যা শিশু দিবস ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং সকলের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য কী কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে?

উত্তর : গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান ও তাদের উন্নয়নের যা যা করতে পারে --

- আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিতকরণ।
- মহিলা, শিশু, পিছিয়ে পড়া ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য পরিষেবা প্রদানে নজরদারি।
- সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবায় সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অন্তর্ভুক্তিকরণ।
- নারী বান্ধব, শিশু বান্ধব ও অন্যভাবে সক্ষম মানুষদের উপযোগী পরিকাঠামোর ব্যবস্থা।
- দুঃস্থ, অনাথ, নিরক্ষর, অসহায় মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।
- শিশু সুরক্ষা ও তাদের অধিকারের বিষয়গুলির তদারকি।
- নারী-পুরুষের জন্য সমান ভাবে চিন্তা করে বাজেট বরাদ্দ করা ও নতুন ভাবনার কাজের চিহ্নিতকরণ।
- বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, নারী নির্যাতন, পারিবারিক হিংসা এবং নারী ও শিশু পাচার বন্ধে ব্যবস্থা।

প্রশ্নঃ লিঙ্গ বৈষম্য-এর নিরিখে স্থানীয় পরিকল্পনায় মহিলা ও শিশু বান্ধব পরিবেশ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতেরর ভূমিকা কী কী হতে পারে ?

উত্তর : গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে কাজগুলি করতে পারে --

- বিদ্যালয় ছুটের কারণ গুলি খুঁজে বের করে তার তদারকি ও নজরদারি যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, আলাদা ও ব্যবহারযোগ্য মহিলা শৌচাগারের অভাব ইত্যাদি।
- বিদ্যালয় ছুট, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে কন্যা শিশুদের লেখাপড়া, বিভিন্ন ভাতা, কারিগরি দক্ষতার
    - প্রশিক্ষণ, ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান।
- বিদ্যালয়ে ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সুব্যবস্থা।

- কন্যাভ্রূণ হত্যা সহ ভ্রূণের অবৈধ লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়ে এলাকার মানুষের মাঝে সচেতনতার প্রসার
- গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, মহিলাদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, টীকাকরণ বিষয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি (VHSNC) কমিটিকে সক্রিয়করণ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটির সক্রিয়করণ।
- বাল্য বিবাহ, নারী পাচার, শিশু শ্রমিক, যৌন নির্যাতনের শিকার এমন শিশুদের চিহ্নিতকরণ।
- নিয়মিত সভা এবং এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- শিশু সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় চিহ্নিতকরণ।
- পুলিশ, গ্রামীণ শিশু সুরক্ষা কমিটি (VLCPC), জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (DCPU), চাইল্ড লাইন সার্ভিস (১০৯৮) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা সুনিশ্চিতকরণ।
- বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত শিশুদের বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ে বা হোমে পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু সুরক্ষার জন্য সচেতনতার প্রসার এবং শিশু সভা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু পুষ্টি, মা ও শিশুদের অ্যানিমিয়া, ঋতুকালীন কুসংস্কার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ বিভিন্ন ভুল ধারণা, গর্ভবতী মহিলা ও কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, বয়স্কদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি নানান বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্যোগ গ্রহণ।
- স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও কন্যাশ্রী ক্লাবের সহায়তায় এলাকাতে ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যের সংরক্ষণ।
- ডাইনী প্রথার মত কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে সচেতনতার প্রসার, পথসভা, রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এলাকার তরুণ প্রজন্মকে সামাজিক ব্যাধির বিষয়ে সচেতনতা।
- পণপ্রথা, বাল্য বিবাহ, বিদ্যালয় ছুট, শিশু শ্রমিকের মত সামাজিক ব্যাধির বিষয়ে সংসদ সভা ও গ্রাম সভাতে এলাকার মানুষদের নিয়ে শপথ গ্রহনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কিশোরীদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের এলাকার কন্যা শিশু ও মহিলাদের প্রতি নির্যাতনের বিষয়ে সচেতনতা।
- কর্মসূত্রে, লেখাপড়া বা পেশাগত কারণে স্থানান্তরকরণ হয় এমন পরিবার কিংবা এলাকার কিশোর ও কিশোরীদের পাচার আটকাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নিয়মিত তথ্য সংরক্ষণ।
- মহিলাদের কাজের চাপ কমাতে এলাকার জনগণের সহায়তায় পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে -
    - বয়স্কদের জন্য আবাস কেন্দ্র, কর্মস্থলে শিশুদের জন্য ক্রেশ, গৃহকর্মের জন্য প্রতিদিন মহিলাদের পরিশ্রম লাঘব করতে এলাকার প্রতিটি বাড়ীতে পানীয় জলের ব্যবস্থা, এলাকার প্রতিটি বাড়ীতে অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য নিজের সম্মান বাঁচাতে নিয়মিত শৌচাগারের ব্যাবহার, এলাকার প্রতিটি বাড়ীর রান্নাঘরে উন্নত মানের পরিবেশ বজায় রাখা এবং শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা দূর করার জন্য সৌরশক্তির সাহায্যে ধূমহীন চুলা ব্যাবহার।
- মহিলা সংসদ ও মহিলা সভা পরিচালনা, মহিলাদের সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও নথি সংরক্ষণ নারীদের প্রয়োজন এবং তদের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে সচেতনতার প্রসার, মহিলাদের স্বনির্ভর দলে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও উৎসাহ এবং মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

- তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় (GPDP) স্বনির্ভর দলের সদস্যদের দ্বারা তৈরি Village Poverty Reduction Plan (VPRP)-কে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ হিসাবে যুক্ত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে মা ও শিশুদের বিশ্রাম কক্ষ (স্তন্যদানের সুবিধা সহ) তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- নিয়মিত নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে যোগদান সুনিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- নিয়মিত এলাকার মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থা মূল্যায়ন এবং তদারকিকরণ।
- এলাকার অপুষ্ট শিশুর মায়েদের জন্য চারাগাছ ও মুরগীর বাচ্চা বিতরণ।
- এলাকার কিশোর ও কিশোরীদের কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ নিয়মিত নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষ শিবিরে যোগদান সুনিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের ও বয়স্কদের কাছে সময়মত পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের গুনগত মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প, রেলিং, শৌচাগার সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- মহিলা, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রচার করতে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও সচেতনতা শিবির আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ।
- এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শংসাপত্র প্রদান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি প্রকল্পে নাম নথিভুক্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বিভিন্ন শিবির পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- গ্রাম সংসদ সভা, গ্রাম সভা, শিশু সভা, মহিলা সভা শক্তিশালী করতে সমন্বিত, সহভাগী পরিকল্পনায় সকলের অংশগ্রহন সুনিশ্চিতকরণ।

প্রশ্ন: এই প্রকার কাজগুলি রূপায়িত হবে কীভাবে?

উত্তর : গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার (GPDP)-র ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত পরিকল্পনা নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যান উপসমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়ণ করবে। নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজকাল্যান উপসমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত নারীবান্ধব (স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ৯), শিশুবান্ধব (স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ৩) ও সামাজিকভাবে সুরক্ষিত গ্রাম (স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ৭) হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতাভুক্ত Village Poverty Reduction Plan (VPRP)-কে GPDP-র অপরিহার্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তি গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্বনির্ভর দলের সঙ্ঘের একজন সদস্য উপসমিতির সদস্য থাকে। সাধারণত স্বনির্ভর দলের সদস্যগণ গ্রাম পঞ্চায়েত স্বসহায়ক দলেরও (GPFT) সদস্য হয়। Village Poverty Reduction Plan (VPRP)-র মাধ্যমে মহিলাদের উন্নয়ন করতে একে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সামগ্রিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন: শিশু কিশোরদের সুরক্ষা ও কল্যাণে প্রধান ও সদস্যরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন ?

উত্তর : শিশু কিশোরদের সুরক্ষা এবং কল্যাণে গ্রাম পঞ্চায়েত তথা প্রধান ও সদস্যরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন-

- এলাকার সদস্যদের মধ্যে শিশুর সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

- শিশুদের অধিকার স্বাস্থ্য-পুষ্টি, শিক্ষা ও বিকাশ এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা গুলোকে কার্যকরী করা।
- ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শিশু শ্রম এবং ১৫ - ১৯ বছর বয়সীদের বিপদজনক কাজের সাথে যুক্ত হওয়া প্রতিরোধ করা।
- শিশু-কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্কদের অসুরক্ষিত স্থানান্তর এবং পাচারের সঙ্গে সম্পর্ক বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং পাচারের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলোকে সবার সামনে তুলে ধরা এবং সেই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

- কাজের জন্য গ্রামের বাইরে যাবার সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত কে জানানোর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা এবং অসুরক্ষিত স্থানান্তরের কারণে সুরক্ষা এবং সর্তকতা অবলম্বন করা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।
- যে সমস্ত শিশু এবং কিশোরদের বাবা-মা অন্যান্য অভিভাবক রা স্থানান্তরিত হলে তাদের সুরক্ষা বিষয়টি বিঘ্নিত হতে পারে এরকম পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করা।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুরক্ষামূলক স্পন্সরশীপের আওতায় আসতে পারে এমন শিশুদের শনাক্ত করা এবং তার জেলা শিশু সুরক্ষা বিভাগে সুপারিশ করা।
- অঙ্গনওয়াড়ি, আশা এবং স্বনির্ভর দলের মহিলা প্রতিনিধিদের শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা শনাক্ত করতে এবং শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনো উদ্বেগ বা প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে উৎসাহিত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও তা রূপায়ণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

*****

সপ্তদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান

স্টারপার্ড, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তরঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান [Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)] প্রকল্পের আওতায় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান তথা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারী / আধিকারিকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের মেয়াদকাল কী ?

উত্তরঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং আধিকারিক / কর্মচারিগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছর থেকে। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পটি ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত রূপায়ণের জন্য পুনর্গঠিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানে কি কি বিষয় রয়েছে ?

উত্তরঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির পঞ্চায়েতকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ -

- ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সক্ষমতার লক্ষে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের উদ্দেশ্যে ৯টি বিষয়ের / থিমগুলির প্রয়োগে গুরুত্ব দেওয়া।
- ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (পি ডি পি) রচনা ও রূপায়ণ করা।
- প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অবস্থান পরিমান ও বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত উন্নয়ন সূচক (পি ডি আই) গুলির হালনাগাদ করা।
- পঞ্চায়েতকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুণগত পরিষেবা প্রদান করার স্থায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য আই এস ও শংসাপত্র বিশিষ্ট পঞ্চায়েত গঠন করা।
- মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার গঠন করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থায়ী জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক উন্নয়নমুখী অতিরিক্ত কর্মসূচি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

- ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সক্ষমতার লক্ষে রাজ্যের মধ্যে ও রাজ্যের বাইরে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানে গ্রাম পঞ্চায়েত কোনও তহবিল পেতে পারে ?

উত্তরঃ না, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য কোনও তহবিল সরাসরি দেওয়া হয় না।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব কার ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা (স্টারপার্ড), রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকাল্প রূপায়ণের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কী কী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ?

উত্তরঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সহ সকল জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং আধিকারিক / কর্মচারিগণের নিম্নোক্ত ৭ ধরনের মোট ৩৬ টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

1) পঞ্চায়েতের নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারিদের জন্য অভিমুখী প্রশিক্ষণ (Induction Training)।
2) প্রতি বছর জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারিদের পুনঃ প্রশিক্ষণ (Refresher Training)।

3) ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (GPDP / PSDP / ZPDP) রচনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

4) বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের (এস.ডি.জি.) - থিমের উপর বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।

5) বিশেষ বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (মহিলা জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ, স্বনির্ভর দলের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)।

6) ই-গর্ভনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ)।

7) অন্যান্য প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণের চাহিদা নির্ধারণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মাঠ পরিদর্শন, ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)।

এছাড়া,

- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উক্ত ৭ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২,২৮,০৮১ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- জেলা ও ব্লক স্তরে ১৮৮ আইপি ভিত্তিক ভি.সি. সিস্টেমে স্থাপিত করা হয়েছে ব্লকে ও ব্রাইপার্ডে।
- ৫টি জেলায় (আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম , পশ্চিম বর্ধমান , দার্জিলিং ও কালিম্পং) ৫টি নতুন জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র [DPTRC] স্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে।
- ১১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকায়।

ডি এল এম টি ও ডি এল আর পি দের প্রশিক্ষণ, ২০২৪-২৫

প্রধান ও উপ-প্রধানদের পুণঃ প্রশিক্ষণ , ২০২৪-২৫

জনপ্রতিনিধিদের পুণঃ প্রশিক্ষণ , ২০২৪-২৫

বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের ৯টি থিম / বিষয়

প্রশ্নঃ বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের ৯টি থিম / বিষয় কি কি ?

উত্তরঃ বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের ৯টি থিম / বিষয় হল -

1) **দরিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত জীবিকা সম্পন্ন গ্রাম**
2) **সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম**
3) **শিশুবান্ধব গ্রাম**
4) **পরিচ্ছন্ন ও সবুজ গ্রাম**
5) **পর্যাপ্ত জল সম্পন্ন গ্রাম**
6) **স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো যুক্ত গ্রাম**
7) **সামাজিক ন্যায় ও সামাজিকভাবে সুরক্ষিত গ্রাম**
8) **সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম**
9) **নারীবান্ধব গ্রাম**

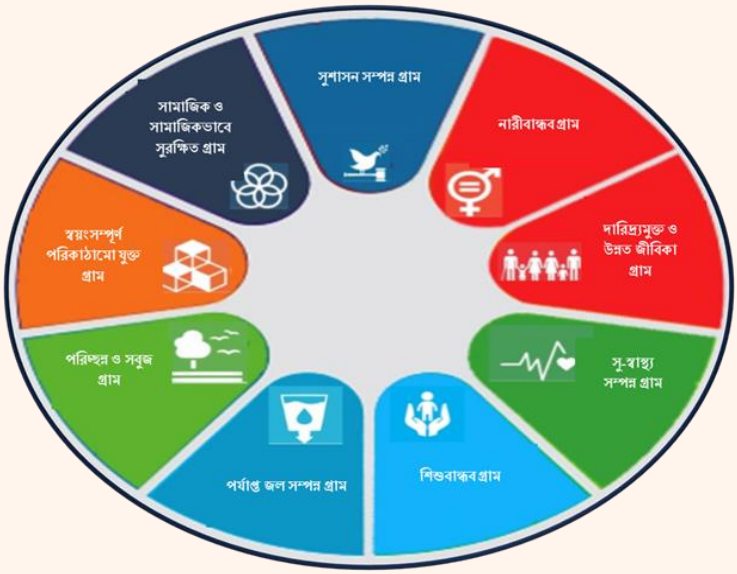

প্রশ্নঃ বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের লক্ষ্যে থিমের / বিষয়ের উদ্দেশ্য কী কী ?

উত্তরঃ উদ্দেশ্যগুলি হল -

দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত জীবিকা গ্রাম	○ উন্নততর জীবিকার জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের আওতায় আনা ও সকল উপভোক্তাকে যুক্ত করা। ○ ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ○ দরিদ্র ও অসহায়দের সারা বছর ভর্তুকি মূল্যে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। ○ কৃষিকাজে যুক্ত কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা। ○ মৌলিক পরিষেবাগুলির (আবাসন, জল এবং স্বাস্থ্যবিধান) সুবিধার সুনিশ্চিতকরণ করা। ○ দারিদ্র দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মসূচির অধীনে কর্মসংস্থান ও মজুরি প্রদান।

সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম	○ সকল বয়সের সবার জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণ করা। ○ বয়স অনুপাতে কম ওজন, উচ্চতা অনুপাতে কম ওজন ও বয়স অনুপাতে কম উচ্চতা রোধ করা। ○ কিশোরী ও মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতা দূরীকরণ সুনিশ্চিত করা। ○ স্বল্প খরচে, অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল, ডিম ইত্যাদির যোগান সুনিশ্চিত করা। ○ সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। ○ সম্পূর্ণ টিকাকরণ সুনিশ্চিত করা। ○ মাতৃমৃত্যু এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করা। ○ সকলের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা।
শিশুবান্ধব গ্রাম	○ সকল শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, বিকাশের অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার সহ সার্বিক বিকাশের পরিবেশ সুনিশ্চিত করা। ○ প্রতিটি শিশুর সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা। ○ বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ শিশুর উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা। ○ বাল্য বিবাহ মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলা। ○ নারী ও শিশু পাচার মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলা। ○ শিশু শ্রমিক মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলা। ○ প্রতিটি শিশুর জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা।
পরিচ্ছন্ন ও সবুজ গ্রাম	○ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার, সামাজিক বনসৃজন, জীববৈচিত্রের ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা। ○ অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার করা। ○ উন্মুক্ত শৌচমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলা। ○ বৃক্ষরোপন ও নার্শারীর মাধ্যমে সবুজায়ন করা। ○ জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার কমানো। ○ সকলের জন্য রান্নায়, গৃহকর্মে, সেচ ব্যবস্থায়, গৃহের আলোয় অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারের সুযোগ সুনিশ্চিত করা। ○ জীববৈচিত্রের ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা।
পর্যাপ্ত জল সম্পন্ন গ্রাম	○ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি বাড়ির জন্য গুণগতমান সম্পন্ন পানীয় জলের চাহিদা অনুযায়ী সংযোগ স্থাপন ও সরবরাহ এবং কৃষিকাজ সহ অন্যান্য কাজের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ ও জল সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ করা। ○ সকলের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। ○ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাস্থ্যবিধান পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সুনিশ্চিত করা। ○ ধূসর জল পরিশোধন ব্যবস্থাপনা এবং বিশুদ্ধকরণের প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দেওয়া।

	○ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১০০% উন্মুক্ত শৌচমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা ও সুনিশ্চিত করা। ○ ভূ-গর্ভস্থ জলের ক্ষয় ও আর্সেনিক দূষণ রোধ এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহ সহ ভূ-গর্ভস্থ জলের পুনঃসঞ্চার করা। ○ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখা।
স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো যুক্ত গ্রাম 	○ গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো সহ সকলের জন্য বাসস্থান ও মৌলিক পরিষেবাগুলিতে সকলের সুযোগ সুনিশ্চিত করা। ○ সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। ○ জনসাধরণের পাকা ঘর সুনিশ্চিতকরণ সহ শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। ○ সকল ঋতুর উপযোগী রাস্তা সহ সাঁকো, সেতু, বাস স্ট্যান্ড, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা। ○ স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নত করা। ○ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নত করা। ○ গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের পরিকাঠামো উন্নত করা। ○ শরীর চর্চার জন্য খেলার মাঠের পরিকাঠামো উন্নত করা। ○ বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ জনগণের পরিষেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলিতে র‍্যাম্প, পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতির পরিকাঠামো উন্নত করা। ○ রাস্তা ও সার্বজনীন এলাকায় আলো দেওয়ার জন্য সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া।
সামাজিক ন্যায় ও সামাজিকভাবে সুরক্ষিত গ্রাম 	○ সকল বয়সের সব নাগরিকের জন্য সুস্থ জীবন ও সার্বিকভাবে ভাল থাকা ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ করা। ○ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ○ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুনিশ্চিতকরণ করা। ○ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মসূচির আওতায় শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের তালিকাভুক্তি করা। ○ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করা। ○ উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। ○ অসাম্য দূরীকরণ করা।
সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম 	○ সুশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা এবং পঞ্চায়েতের সকল জনগণকে গুণগত মানের পরিষেবা প্রদান করা। ○ সময়সূচি মেনে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা এবং রূপায়ণ সুনিশ্চিত করা। ○ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখা। ○ সিটিজেন চার্টার ও পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করা। ○ স্বচ্ছতার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সিস্টেমের / অনলাইনের মাধ্যমে

	অফিসের কাজ সুনিশ্চিত করা। ○ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের বিধিবদ্ধ সভাগুলি নিয়মিত করা এবং সভার সদস্যদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান সুনিশ্চিত করা। ○ স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রদান ব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া।
নারীবান্ধব গ্রাম	○ লিঙ্গ সাম্যের লক্ষ্যে সুস্থ পরিবেশে নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন এবং সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। ○ নারী ও কন্যা শিশুদের উপর অপরাধমূলক কাজকর্ম দূর করা। ○ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। ○ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে এবং সংগঠনে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। ○ নারীদের সম কাজে সম বেতন সুনিশ্চিত করা। ○ পাঁচ বছরের কমবয়সী সকল কন্যা শিশুদের পুষ্টিকর খাবার সুনিশ্চিত করা ○ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায় সকল নারীদের যুক্ত করা। ○ মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো। ○ বিদ্যালয়ে প্রতিটি কন্যা শিশুর ভর্তি ও উপস্থিতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

প্রশ্নঃ বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণের ৯টি লক্ষ্য পূরণে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে কীভাবে পঞ্চায়েতগুলি বিষয়-ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ?

উত্তরঃ

1. **দরিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত জীবিকা সম্পন্ন গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:**
   - ১০০% যোগ্য সুবিধাভোগীকে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমগুলির সাথে সংযুক্ত করা।
   - ১০০% যোগ্য আবেদনকারীদের জব কার্ড প্রদান ও কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিমের অধীনে যুক্ত করা।
   - ১০০% পরিবারকে PDS-এর অধীনে নথিভুক্ত করা এবং এনটাইটেলমেন্ট-ভিত্তিক রেশন কার্ডের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
   - স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে ১০০% যোগ্য নাগরিকদের কভারেজ নিশ্চিত করা।
   - সিটিজেন চার্টার অনুসারে পরিষেবাগুলিতে ১০০% সুনিশ্চিত করা।

   গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিশ্চিত করতে হবে:
   - গ্রামের বঞ্চিত এবং প্রান্তিক পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিমগুলির সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের সুবিধা দেওয়া।
   - গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি অধীনে এনটাইটেলমেন্ট-ভিত্তিক জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
   - বিভিন্ন কর্মসূচীর তহবিল ব্যাবহার করে পরিকল্পনা করতে হবে।

2. **সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম - পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:**

- গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে ১০০% গর্ভবতী মহিলাদের নাম সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নথিভুক্ত করা।
- অঙ্গনওয়াড়িতে ২ - ৫ বছর বয়সী শিশুদের ১০০% তালিকাভুক্তি ও সমস্ত শিশুর ওজন বৃদ্ধির বিষয়টি তদারকি করা।
- ১০০% যোগ্য পরিবারে টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবহার করা।
- ১০০% প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সুনিশ্চিত করা।
- শিশুদের ১০০% সম্পূর্ণ টিকাদান করা।
- ১০০% গর্ভবতী মহিলাদের জন্য চারটি ANC চেকআপ করা।
- গর্ভবতী, ধাত্রী ও ৬ মাস - ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ১০০% সুনিশ্চিত করা।

গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিশ্চিত করতে হবে:

- নিয়মিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যপুষ্টি দিবস (VHND) দিবস উদযাপন ও গুণগত মানের পরিষেবা প্রদান করা।
- বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।
- লিঙ্গ-ভিত্তিক গর্ভপাত না হয় সেটা সুনিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর মিড-ডে মিল সুনিশ্চিত করা।
- জরুরী প্রস্তুতি (অ্যাম্বুলেন্স, হেল্পলাইন ইত্যাদি) করা।
- বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা করা।
- গ্রামীন হাস্পাতাল (PHC)/ব্লক প্রাথমিক হাস্পাতাল (BPHC) / সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (Sub Center) টেলিমেডিসিন সুবিধা করা।
- পশুর কামড় এবং অন্যান্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী পরিষেবা প্রদান করা।
- অক্ষমতার প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনা করা।

3. শিশুবান্ধব গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও অঙ্গনওয়াড়িতে ১০০% গর্ভধারণ এবং জন্ম নিবন্ধন করা।
- ১০০% টিকা প্রদান করা।
- ১০০% আধার তালিকাভুক্তি করা।
- ১০০% প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% শিশু অঙ্গনওয়াড়ি/নার্সারিতে নথিভুক্ত সুনিশ্চিত করা।
- প্রতিটি শিশুর জন্য ১০০% প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ, শিশু যৌন নির্যাতন, শিশু অবৈধ পাচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।
- ১০০% VHND এর আয়োজন করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি এবং স্কুলগুলিতে জল ও স্যানিটেশন সুবিধা সুনিশ্চিত করা।
- শিশু সংসদ গঠন করা।
- গুণমানসম্পন্ন পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা।
- গুনগত শিক্ষা প্রদান করা।
- নিরাপদ পানীয় জল এবং হাত ধোয়ার ইউনিট তৈরি করা।

- পুষ্টি বাগান তৈরি করা।
- সমাজের দুর্বল ও পিছিয়েপড়া শিশুদের শিক্ষা ক্ষত্রে সহায়তা/প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।

4. পরিচ্ছন্ন ও সবুজ গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- খোলা জায়গায় মলত্যাগের উপর ১০০% নিষেধাজ্ঞা সহ টয়লেট ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% পরিবারের দূষণমুক্ত জ্বালানীর ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।
- পঞ্চায়েতের আশেপাশে ব্যবহারের প্লাস্টিকের ব্যবহার না হয় তা ১০০% সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% সরকারি প্রতিষ্ঠানে (অঙ্গনওয়াড়ি, স্কুল, পঞ্চায়েত ভবন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র) শৌচাগার তৈরি করা।
- বৃক্ষরোপণ অভিযানের সময় লাগানো গাছের ১০০% রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা।
- বসতবাড়ি, পাবলিক প্লেস এবং প্রতিষ্ঠানে ডাস্টবিনের ১০০% ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- বেআইনিভাবে গাছ কাটার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা।
- বিভিন্ন ফার্ম ও কারখানার দূষিত জলের নিঃসরণ বন্ধ করা।
- উঁচু ঢাল এলাকা, বর্জ্যভূমি এবং অন্যান্য সাধারণ জমি এবং রাস্তা দুই ধারে বৃক্ষরোপণ করা।
- পাবলিক বায়োডাইভারসিটি রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা।
- দূষণ বিরোধী এবং স্যানিটেশন পরিষেবার ব্যবস্থা করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।
- গ্রাম পানীয় জল ও স্যানিটেশন কমিটিকে শক্তিশালী করা।
- গ্রাম স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং পুষ্টি কমিটি শক্তিশালী করা।

5. পর্যাপ্ত জল সম্পন্ন গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- ১০০% পরিবারে পাইপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হয়।
- ১০০% প্রতিষ্ঠানে (যেমন অঙ্গনওয়াড়ি, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পঞ্চায়েত ভবন, স্কুল ইত্যাদি) পাইপযুক্ত জল সরবরাহের মাধ্যমে নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা।
- ১০০% বাড়িতে সোক পিট সুনিশ্চিত করা, পুষ্টি বাগানে রান্নাঘরের জল ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ১০০% জলের বছরে কমপক্ষে দুবার গুণমান পরীক্ষা করা।
- ১০০% জলের উৎস গুলিতে জলের পর্যাপ্ততা সুনিশ্চিত করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- জলাশয়ের নিরাপত্তা এবং জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ করা।
- মাইক্রো সেচ পদ্ধতি (ড্রিপ ও স্প্রিংকলার) ব্যাবহার সুনিশ্চিত করা।
- জিপিডিপির অধীনে ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা করা।
- ভাঙা কল/জল সরবরাহ/পাইপ লাইন /জলের ট্যাঙ্ক ইত্যাদির দ্রুত মেরামত/প্রতিস্থাপন করা।
- জলের উৎসের আশেপাশে সমস্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার করা।

6. স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো যুক্ত গ্রাম - পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- ১০০% সংসদ এলাকা/পাড়ায় মানসম্পন্ন পাকা রাস্তা এবং স্ট্রিট লাইট ব্যবহার/ পথ লাইট
- ১০০% যোগ্য পরিবারের জন্য আবাসনের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা।

- ১০০% পরিবারে শৌচাগারের প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% জায়গায় সঠিক নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% পরিবারের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% পরিবারকে জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থাপনার মূল দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, অঙ্গনওয়াড়ি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয় কেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
- বন্ধ এবং আচ্ছাদিত ড্রেন নির্মাণ করে সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
- উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সুপারিশকৃত চিকিৎসার (শয্যা, পর্দা ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা সুনিশ্চিত করা।
- পঞ্চায়েত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গ্রামের সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করা।

7. সামাজিক ন্যায় ও সামাজিকভাবে সুরক্ষিত গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- অঙ্গনওয়াড়িতে যোগ্য শিশুদের নাম ১০০% নথিভূক্ত সুনিশ্চিত করা।
- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১০০% নথিভুক্ত গর্ভবতী মহিলা/ধাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% যোগ্য পরিবারের রেশন কার্ড ও রেশন পাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% যোগ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় উপকৃত করা।
- ১০০% বাসস্থানে নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন সুবিধা সুনিশ্চিত করা।
- ১০০% যোগ্য ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কার্ডের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা।
- পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরিকল্পনায় স্থায়ী পরিকাঠামোগুলির পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- সকল যোগ্য পরিবারের মহিলা সদস্যদের দলে যুক্ত ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

8. সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের প্রতিনিধিদের সাথে প্রতি মাসে মিটিং করা।
- পঞ্চায়েত-স্তরের কমিটিগুলি প্রতি মাসে মিটিং করা সুনিশ্চিত করা।
- পঞ্চায়েতের কাজ ও তহবিলের তথ্য প্রদর্শনে পাবলিক ইনফরমেশন বোর্ড গঠনে ১০০% সুনিশ্চিত করা।
- সমস্ত জমির রেকর্ডের ডিজিটাল আপডেট সুনিশ্চিত করা।
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা প্রদান ১০০% সুনিশ্চিত করা।
- শিশু সভা ও মহিলা সভার (বছরে অন্তত একবার) ব্যাবস্থা করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- মহিলা এবং সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া মানুষের প্রতিনিধি সহ সকলের অংশগ্রহণে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা সুনিশ্চিত করা।

- গ্রাম সভায় মহিলা এবং স্ব নির্ভর দলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।
- ভি এইচ এস এন সি এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি (এস এম সি)-এর নিয়মিত মিটিং করা।
- পঞ্চায়েত অফিসে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা।
- পঞ্চায়েত স্তরে কর্মরত স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তাদের ফেডারেশনগুলির সাথে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মাসিক বৈঠকের আয়োজন করা।

9. নারীবান্ধব গ্রাম - গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র:

- নারী ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যের ১০০% নির্মূল করা।
- বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, যৌতুক প্রথা, নারীর প্রতি হিংসা, শিশু পাচার ইত্যাদি ১০০% নির্মূল করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত কে নিশ্চিত করতে হবে:

- স্কুল এবং কলেজগামী মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবহন সুনিশ্চিত করা।
- জীবিকার সুযোগ বাড়ানোর জন্য GPDP-তে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি (Village Poverty Reduction Plan) অন্তর্ভুক্ত করতে।
- মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল মেয়েদের নাম নথিভূক্ত করতে হবে।
- মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানে ক্রেশের ব্যবস্থা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা।
- নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েতে সমস্ত বিধিবদ্ধ কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করানো।

স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষের স্থানীয়করণের প্রশিক্ষণ, ২০২৪-২৫

এম ডি পি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

সড়ক ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ২০২৪-২৫

পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ, ২০২৪-২৫

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধানদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ২০২৪-২৫

*****

পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (পি ডি পি)

প্রশ্নঃ সহভাগী পরিকল্পনা বলতে কী বুঝব ?

উত্তরঃ উন্নয়নের প্রেক্ষিতে যে সকল কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই সেই সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করার জন্য আগে থেকে যে বাস্তবসম্মত ভাবনাচিন্তা করা হয় তাকেই পরিকল্পনা বলে। উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি। সহভাগী পরিকল্পনার মূল কথা হল – যাদের জন্য উন্নয়ন তারাই পরিকল্পনা করবে, আর সেই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিচালকদের ভূমিকা হবে সহায়কের। এক কথায় সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনসাধারণই মূল কর্মকর্তা, অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধারক ও বাহক।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত পরিকল্পনার দিশা কেমন হওয়া উচিত ?

উত্তরঃ বর্তমানে বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েত তার পরিকল্পনার জন্য দিশা নির্মাণ করবে – যেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রগুলি যেমন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশু উন্নয়ন, জীবিকার প্রসার, পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনার দিশা স্থির করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে 'শূণ্য ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা' ('0' based targeting) স্থির করতে হবে। যেমন – স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে শূণ্য, বাল্যবিবাহের সংখ্যা হবে শূন্য, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়নি এমন প্রসূতির সংখ্যা হবে শূন্য, ১৮ বছর বয়সের নীচে বিবাহের হার হবে শূন্য, ২১ বছর বয়সের আগে মা হওয়া নারীর সংখ্যা হবে শূন্য, রক্তাল্পতায় ভোগা নারীর সংখ্যা হবে শূন্য, নারী ও শিশু পাচারের সংখ্যা হবে শূন্য ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্যোগ থাকা কেন প্রয়োজন ?

উত্তরঃ পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে তবেই উন্নয়ন সম্ভব হবে। পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়ন স্থির করার সময় বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে লক্ষ্য স্থির করা দরকার। বিশ্বের ১৯৩টি দেশের সঙ্গে ভারতও বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে – যেখানে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে দারিদ্র ও অনাহারমুক্ত করার সঙ্গে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক – এই তিনটি স্তম্ভকে এক সূত্রে গেঁথে এবং সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উন্নয়নের জন্য ১৭টি লক্ষ্য (goal) স্থির করা হয়েছে এবং সেই কারণে ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (target) স্থির করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্থানীয় স্তরে উন্নয়নের লক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা সূচক স্থির করতে হবে। GPDP পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি হতে হবে ব্যাপক এবং একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে যা সংবিধানের একাদশ তফসিলে তালিকাভুক্ত ২৯ টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/ বিভাগীয় দপ্তরের স্কিমগুলির সাথে সম্পূর্ণ ও অভিন্ন ভাবে সর্ম্পকিত।

একাদশতম তফসিলি অনুযায়ী ২৯টি বিষয় -

১। কৃষি	৮। ক্ষুদ্র শিল্প	১৫। অপ্রচলিত শক্তি	২২। বাজার এবং মেলা
২। জমির সমতলিকরণ	৯। খাদি, গ্রাম ও কুটির শিল্প	১৬। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি	২৩। স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিধান
৩। ক্ষুদ্র সেচ	১০। গ্রামীণ আবাস	১৭। শিক্ষা	২৪। পরিবার কল্যাণ

৪। পশুপালন	১১। পানীয় জল	১৮। বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২৫। নারী ও শিশু উন্নয়ন
৫। মৎস্য	১২। জ্বালানী এবং পশুখাদ্য	১৯। বয়স্ক এবং প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা	২৬। সমাজকল্যাণ
৬। সামাজিক বনসৃজন	১৩। রাস্তা	২০। গ্রামীন পাঠাগার	২৭। দুর্বলতর জনগনের কল্যাণ
৭। ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন	১৪। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন	২১। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম	২৮। গণ বন্টন ব্যবস্থা
			২৯। স্থানীয়সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল সেই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত একটি পাঁচ বছরের ও একটি এক বছরের পরিকল্পনা রচনা করবে এবং এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তা রূপায়ণ করবে।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন :

- উন্নততর জীবিকার সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ও দারিদ্রমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত।
- সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত।
- শিশু-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত।
- পর্যাপ্ত জলসম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত।
- নির্মল ও সবুজ গ্রাম পঞ্চায়েত।
- স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত।
- সামাজিক ন্যায় ও সামাজিকভাবে সুরক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েত।
- সুশাসন বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত।
- নারীবান্ধব গ্রাম

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে সংকল্পের সনাক্তকরণ করবে ?

উত্তরঃ

- গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা করার সময় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রথম গ্রাম সভার মিটিং এ নয়টি SDG থিমের মধ্যে কমপক্ষে এক বা সর্বোচ্চ দুটি থিম সংকল্প হিসাবে নিতে পারে।
- এই সংকল্প থিম বা থিমগুলির মিটিং রেজোলিউশন ভাইব্র্যান্ট গ্রামসভা পোর্টালে আপলোড করতে হবে (https://meetingonline.gov.in/)।
- SDG থিম-এর উপর গৃহীত সংকল্পের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট থিমগুলির তালিকাভুক্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে কমপক্ষে ২৫% এবং সর্বোচ্চ ৫০% কাজ / স্কীম (Activities) নেবে এবং বাকি ৫০%-৭৫% কার্যকলাপ অন্যান্য SDG থিম থেকে নিতে হবে।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করা কী বাধ্যতামূলক ?

উত্তরঃ হ্যাঁ , যেমন -

ক) সংবিধানের ২৪৩জি অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতা।

খ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ১৯(১), ১০৯(১) ও ১৫৩(১) ধারার বাধ্যবাধকতা।

গ) পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ।

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় কোন স্তরে কারা দায়িত্বে থাকবেন ?

উত্তরঃ জেলাস্তরে:

- অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক / অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) নেতৃত্ব দেবেন।
- জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক নোডাল অফিসার।
- জেলাস্তরের অন্যান্য বিভাগের আধিকারিক ও প্রশিক্ষক।

ব্লকস্তরে

- সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নেতৃত্ব দেবেন।
- যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, নোডাল অফিসার।
- ব্লকস্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ (Extension Officers) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এফ সি সি ও (Facilitator Cum Charge Officer) হিসাবে নিযুক্ত হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দলকে(GPPFT) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেবেন ও সমগ্র কাজটি সফল করার জন্য উদ্যোগ নেবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে

- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিকল্পনা রচনার মূল দায়িত্ব – প্রধান, উপ-প্রধান, নির্বাহী সহায়ক ও সচিবের।
- সকল নির্বাচিত সদস্য ও কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবেন এবং সমগ্র কাজটির সফল রূপায়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দল গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা দেবেন এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন।

প্রশ্নঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ভিত্তি কী ?

উত্তরঃ

- পঞ্চায়েতের নিজস্ব তথ্য।
- প্রাথমিক তথ্য - পাড়া বৈঠকে প্রাপ্ত তথ্য।
- মাধ্যমিক তথ্য -
  - * বিভিন্ন বিভাগের তথ্য
  - * পঞ্চায়েত উন্নয়ন সূচক (PDI)

* মিশন অন্ত্যোদয় সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য
* জনগণনার তথ্য
* আর্থ-সামাজিক জাতিগত সমীক্ষার তথ্য (SECC)

প্রশ্ন: – গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য আর্থিক সম্পদের উৎসগুলি কী কী ?

উত্তরঃ

- গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল (কর ও অ-কর বাবদ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়) (OSR)।
- কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত তহবিল (15th FC Grant)- ৬০% শর্ত যুক্ত ফান্ড (Tied Fund) এবং ৪০% শর্ত বিহীন ফান্ড (Untied Fund)। ১৫ তম কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের শর্ত যুক্ত তহবিল (৬০%) থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত ৫০% পানীয় জলের জন্য এবং বাকি ৫০% তহবিল স্যানিটেশনের জন্য ব্যবহার করতে পারে।
- রাজ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত তহবিল (State 5th SFC Grant)।
- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (MGNREGS Grant)।
- স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ (SBMG)- শর্তযুক্ত তহবিল।
- রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- NRHM, NSAP, ICDS, SSK, NRLM, PMAY, মিড-ডে মিল, NFSM, RKVY, PMGSY, ইত্যাদির জন্য অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তর থেকে তহবিল ব্যবহার করতে হবে।
- গ্রামবাসীদের অবদান।
- অন্যান্য তহবিল।

প্রশ্নঃ সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার সময়সীমা কী ?

উত্তরঃ সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার সময়সীমা হল – যে আর্থিক বছরের পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা হবে তার আগের আর্থিক বছরের ৩১শে মার্চের মধ্যে পরিকল্পনা ও বাজেট চূড়ান্ত করে নেওয়া যাতে আর্থিক বছরের (কোনও বছরের ১লা এপ্রিল থেকে পরের বছরের ৩১শে মার্চ সময়সীমাকে আর্থিক বছর বলা হয়) প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে রূপায়ণের কাজ শুরু করা যায়।

****

পরিষেবা প্রদান এবং আই এস ও (ISO) শংসাপত্র বিশিষ্ট পঞ্চায়েত

প্রশ্নঃ গুণগতমানের পরিষেবা প্রদান মানে কী ?

উত্তরঃ এমন একটি পরিষেবা যা সরকার / স্থানীয় সরকার তথা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণকে প্রদান করে থাকে, যেমন -

- **নাগরিক পরিষেবা :** জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, রাস্তা, খাল, রাস্তার আলো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিক্ষালয় ইত্যাদি।
- **কল্যাণমূলক পরিষেবা :** সামাজিক নিরাপত্তা, পেনশন, আইসিডিএস, শিশু ও মহিলাদের সুরক্ষা ইত্যাদি।
- **মানব উন্নয়নমূলক পরিষেবা :** স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি।
- **প্রাথমিক ন্যূনতম পরিষেবা :** আবাসন, রেশন সহ বিভিন্ন ধরণের শংসাপত্র ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ পরিষেবা প্রদানের মূল নীতি কী ?

উত্তরঃ জনগণ কেন্দ্রীক পরিষেবা প্রদানে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়বদ্ধ ও কার্যকারি ভূমিকা পালন করা তৎসহ যুক্তিসঙ্গত, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব বজায় রেখে অভিযোগ নিষ্পত্তি সহ অবিচ্ছিন্ন উন্নয়নে উদ্যোগী হওয়া।

প্রশ্নঃ কার্যকরী পরিষেবা প্রদানের কৌশল কী ?

উত্তরঃ প্রথমতঃ গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-সমিতির মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি চিহ্নিত করে বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতিগুলি বিশ্লেষণ করা। উক্ত বিশ্লেষণ ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রাপ্ত তথ্য ও রেকর্ড অনুযায়ী যে যে ক্ষেত্রে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ জরুরি, সেই ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অগ্রাধিকার অনুযায়ী ক্ষেত্রভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। উল্লেখ্য প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র্যপীড়িত মানুষ ও সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া ও পরিবেশ দূষণ রোধেও নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা প্রদান আরও গুণগত ও কার্যকরী মানে পরিচালিত করা যেতে পারে যদি জনগণ কেন্দ্রিক অভিমুখ, নেতৃত্বের বিকাশ, জনগণের আরও বেশি অংশগ্রহণ, প্রমাণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ই-গভর্ন্যান্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

প্রশ্নঃ বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান তথা সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের নানান দিক কী ?

উত্তরঃ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নয় (০৯) ধরনের বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- জনগণের জীবনজীবিকার মান আরও উন্নত ও সহজ করার লক্ষ্যে **বিষয় - ৮ : সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত** গঠনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল লক্ষ্য বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির পরিষেবা প্রদান সকলের জন্য সুনিশ্চিত করা।

পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি হল -

- গ্রাম পঞ্চায়েত কতগুলি পরিষেবা অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।
- পরিষেবা প্রদান আইন ও সিটিজেন চ্যাটার (WBRTPS & Citizens' Charter)-এর অধীন কতগুলি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।
- শতকরা কতগুলি সমস্যার প্রতিকার করা হয়েছে।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় ও ব্যায় অনলাইনের মাধ্যমে করা হয় কিনা।
- বিপর্জয় মোকাবিলার পরিকল্পনা করা হয় কিনা।
- সিটিজেন চ্যাটার পোর্টালে আপলোড করা হয় কিনা।
- টেণ্ডার পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয় কিনা।
- তথ্য জানার অধিকার আইন (RTI) অনুযায়ী শতকরা কতগুলি উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
- সকল কর্মসূচির উপভোক্তদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে কিনা।

প্রশ্নঃ সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও ISO শংসাপত্র বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ

- ISO শংসাপত্র বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনে পরিষেবা প্রদানের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্থানীয়করণ (LSDG)-এর অন্যতম উদ্যোগ।
- ISO শংসাপত্র বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের লক্ষ্য শুধুমাত্র শংসাপত্র অর্জন করা নয়, গুণগত মানের পরিষেবা প্রদানের জন্য গুণগত পরিচালন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা।
- ISO 9001:2015 একটি মান পরিচালন ব্যবস্থার মানদণ্ড নির্ধারণ করে যা গ্রাম পঞ্চায়েত জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারে : জনগণের চাহিদা পূরণ ও আরও উন্নত পরিষবে প্রদান করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, যা গুণগত পরিষেবা প্রদানের সাতটি নীতির উপর নির্ভরশীল –

✓ জনমুখী পরিষেবা বজায় রাখা। ✓ নেতৃত্বের উন্নয়ন ✓ সকলকে সঙ্গে নেওয়া। ✓ প্রক্রিয়া পদ্ধতি।	✓ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। ✓ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রামান্যের ভিত্তিতে। ✓ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের ISO শংসাপত্র বলতে কি বোঝায় ?

উত্তরঃ ISO 9001:2015 হল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO) দ্বারা সেট করা একটি স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড যা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত অর্জন করতে পারে। ISO মানদণ্ড বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাহকদের কাছে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে একটি মানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা বজায় রাখে।

প্রশ্নঃ কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ISO শংসাপত্র অর্জন করতে পারে ?

উত্তরঃ ISO সার্টিফিকেশনের পদক্ষেপ -

- ISO জানা ও বোঝা।
- ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করা।
- কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ করা।
- নথিপত্র বা ডকুমেন্টেশনের প্রস্তুতি।
- NABCB (National Accreditation Board for Certification Bodies) -এর নথিভূক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ISO-শংসাপত্রের জন্য নিরীক্ষা।
- পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির আয়োজন করা।

প্রশ্নঃ ISO শংসাপত্র অর্জনের ক্ষেত্রে গুণগত মান বিশিষ্ট পরিচালন ব্যবস্থাপনার (Quality Management System বা QMS) নীতি কী ?

উত্তরঃ

জনমুখী পরিষেবা বজায় রাখা	▪ নাগরিকদের চাহিদা এবং সামগ্রিক সন্তুষ্টির বিষয় ▪ নাগরিক চাহিদাগুলি নিয়ে আবর্তিত ▪ পারা বৈঠক, মিশণ অন্ত্যোদ্বয় সমীক্ষা, অভিযোগ নথিভুক্তি, ভিজিটর্স বুক ও দুয়ারে সরকার শিবির থেকে নাগরিকদের চাহিদা নিরূপণ ও বোঝা
নেতৃত্বের উন্নয়ন	▪ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সেবা অব্যাহতভাবে উন্নত করা তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনুযায়ী
সকলকে সঙ্গে নেওয়া	▪ সকল শ্রেণির নাগরিকদের বিশেষত পশ্চাৎপদ ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে
প্রক্রিয়া পদ্ধতি	▪ উন্নত ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণ করা
প্রমাণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	▪ রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে উন্নত করা - কার্যকর সিদ্ধান্তগুলি কাজ অনুমান করার পরিবর্তে ডেটা এবং তথ্যের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে হয়
উন্নতমানের ধারাবিহিকতা বজায় রাখা	▪ নাগরিকদের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে কিউএমএস-কে নিরন্তর উন্নত করে তোলার প্রচেষ্টা ▪ পরিকল্পনা প্রণয়ন, রূপায়ণ, নজরদারি
সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাপনা	▪ নাগরিকদের সঙ্গে এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা ▪ পরিষেবার মানোন্নয়ন

প্রশ্নঃ ISO শংসাপত্র অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী কী ?

উত্তরঃ ISO সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির জন্য পূর্ব-প্রয়োজনীয়তা: (টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট)

- কোয়ালিটি সার্কেল গঠন - ER এবং GP এর কর্মচারীদের গ্রুপ তৈরি করা।
- ফ্রন্ট অফিস সহ সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পরিকাঠামোর আপগ্রেডেশন/সংস্কার করা।
- রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা সহ প্রতিটি কার্যক্রমের নথিপত্র এবং রেকর্ড রুমে নথির রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত (এপিআই এর মাধ্যমে) দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত পরিষেবার জন্য ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন স্তরে এবং নাগরিকদের ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- কর্মচারীদের মধ্যে কাজ বন্টন করা।
- ফ্রন্ট অফিসে জনগণের আবেদন গ্রহণের জন্য সার্ভিস কাউন্টার খোলা।

*****

সপ্তদশ অধ্যায়

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা ও গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্রাইপার্ড, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ বিপর্যয় হল প্রাকৃতিকভাবে বা মানুষের তৈরি যে কোনো তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদী ঘটনা যা জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়, পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে এবং যা থেকে মুক্তি পেতে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্নঃ বিপর্যয় কত রকমের হয় ?

উত্তরঃ বিপর্যয়ের রকম -

প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়	অপ্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়	প্রধান মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়	অপ্রধান মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়
• বন্যা	• তুষারপাত	• দুর্ঘটনা (অগ্নিকান্ড)	• রাস্তা ও ট্রেন দুর্ঘটনা, নৌকাডুবি
• ধস	• শৈত্যপ্রবাহ	• মহামারী	• উৎসবের ফলে দুর্ঘটনা
• ঘূর্ণীঝড়	• বজ্রপাত	• রাসায়নিক দূষণ	• খাদ্যে বিষক্রিয়া
• খরা	• শিলাবৃষ্টি	• চিংড়িচাষের দূষণ	• অত্যধিক মদ্যপানে মৃত্যু
• ভূমিকম্প	• তাপপ্রবাহ		• পরিবেশ দূষণ
			• এ্যাসিড বৃষ্টি
			• যুদ্ধ, দাঙ্গা

প্রশ্নঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কী?

উত্তরঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা হল বিপর্যয় চলাকালীন এবং বিপর্যয়ের পরে ও আগে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ যার দ্বারা বির্পযয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়।

প্রশ্নঃ ত্রাণের সাথে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কী পার্থক্য?

উত্তরঃ ত্রাণ একটি আপৎকালীন ব্যবস্থা। দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের সময় বা পরে এর প্রয়োজন পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিত ছোটো। বৃহত্তর অর্থে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা একটি সামগ্রিক ধারণা যার একটি পর্যায়ের নাম ত্রাণ, বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রশমনের ক্ষেত্রে ত্রাণের যা ভূমিকা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা তার চেয়ে অনেক বেশি। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সারা বছরের কর্মসূচী, শুধু আপৎকালীন ব্যবস্থা নয়।

প্রশ্নঃ বিপর্যয় চক্র কাকে বলে ?

উত্তরঃ

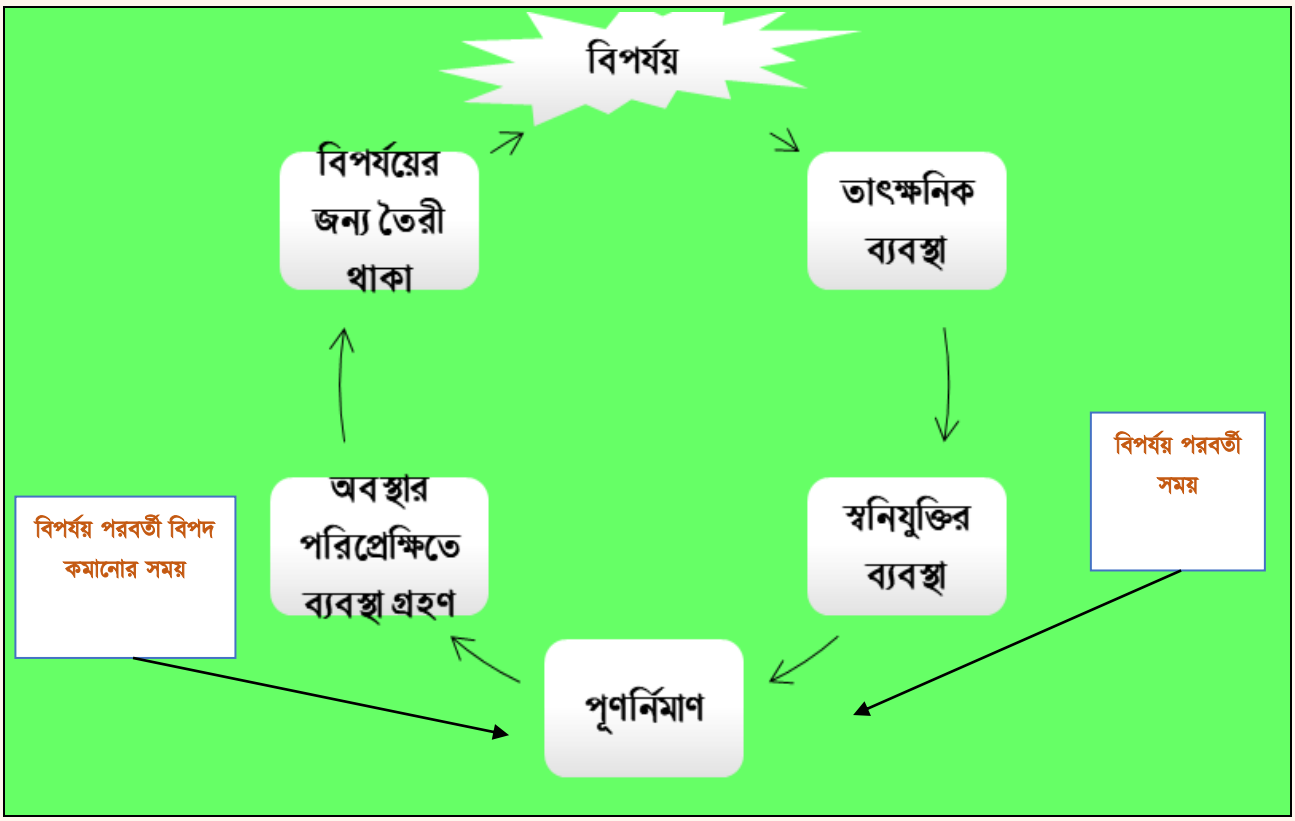

প্রশ্নঃ বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাসকরণ বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ ব্যক্তিগত স্তরে কিংবা সমষ্টিগতস্তরে সব রকম বিপদ সঙ্কুলতাকে কমিয়ে সার্বিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়সমূহ অবলম্বন করা যায়, তাদেরকে একত্রে বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ঝুঁকি প্রশমন বলা হয়।

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সারা বছরের কর্মসূচীগুলো কী কী?

উত্তরঃ বিপর্যয়ের কারণ, এলাকার বিপদসঙ্কুলতা, ঝুঁকি, বিপর্যয়কালীন উদ্ধার ও পুনর্বাসন, উন্নয়ন প্রকল্প, অংশগ্রহণকারী সম্ভাব্য জনগোষ্ঠী ও সরকারী-অসরকারী দপ্তর /সংগঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে কার্যকারী পরিকল্পনা রচনা করা।

- নানা স্তরের আধিকারিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, ছাত্র –ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, সাধারণ মানুষ, গৃহনির্মানকর্মী ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- সাধারণ ত্রাণ, যা ঘটনা নিরপেক্ষ, বছরভর চলে।
- আপদকালীন ত্রাণ।
- আর্থিক সাহায্য/আর্থিক পুনর্বাসন।
- বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়সাধন ও ঝুঁকি প্রশমন।

প্রশ্নঃ সাধারণ ত্রাণের অন্তর্গত বিষয়গুলো কী কী ?

উত্তরঃ

পরিষেবার নাম	কী কী পরিষেবা পাওয়া যাবে	কোথায় পরিষেবা পাওয়া যাবে
সাধারণ খয়রাতি সাহায্য (N.G.R)	গ্রাম পঞ্চায়েতের সমগ্র জনসংখ্যার ০.২৫% মানুষ এর জন্য বিবেচিত হবেন। এরা প্রতি মাসে ১২ কেজি করে গম বা ১২০ টাকা পাবেন। অপ্রাপ্তবয়স্করা অর্ধেক হারে এই বরাদ্দ পাবেন।	সাধারণ ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নজরদারিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের জ়ি আর (G.R.) ডিলারের কাছ থেকে N.G.R. পাওয়া যায়। অগ্রাধিকার তালিকায় (Priority List) অবশ্যই নাম থাকতে হবে।
অনাহারজনিত / নগদ খয়রাতি সাহায্য (Starvation /Cash GR)	শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা। এর মূল উদ্দেশ্য হল অনাহারে মৃত্যু রোধ করা।	Starvation /Cash GR সাধারণভাবে বিডিও / এসডিও অফিস থেকে তদন্তের ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

প্রশ্নঃ আপৎকালীন ত্রাণের অন্তর্গত বিষয়গুলো কী কী ?

উত্তরঃ

পরিষেবার নাম	কী কী পরিষেবা পাওয়া যাবে
বিশেষ খয়রাতি সাহায্য (Special GR)	আপৎকালীন পরিস্থিতিতে চাল বা গম বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিছুদিন বাদে এই সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বিভিন্ন ত্রাণদ্রব্য (Relief Materials)	চাদর, কম্বল, ত্রিপল, ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা-পাঞ্জাবী, কূর্তি, সালোয়ার, বাচ্চাদের জামা-প্যান্ট ও অন্যান্য জিনিস স্থান কাল অনুযায়ী দেওয়া হয়।
আনুসঙ্গিক খরচ (Relief Contingency)	জলমগ্নতা বা বন্যায় নৌকা ভাড়া, অস্থায়ী আবাসস্থল নির্মাণ, খাদ্য, পরিবহন, জ্বালানী ইত্যাদির প্রয়োজনে এই বরাদ্দ।
গৃহনির্মাণ অনুদান (HB Grant)	কাঁচা/পাঁকা, সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির জন্য বরাদ্দ। চারজন কমিটি মেম্বার বাড়িগুলোর তদন্ত করে রিপোর্ট দেন।
গৃহস্থালীর উপাদান (DM Kits)	গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যাগে ভরে দেওয়া হয়। যেমন-থালা, বাসন, স্টোভ, হাঁড়ি ইত্যাদি।
অন্যান্য সাহায্য	কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বিশেষ খয়রাতি সাহায্য, বিধায়কের মাধ্যমে দুর্গাপুজো ও ঈদে জামাকাপড় বিতরণ ইত্যাদি।

পরিষেবার নাম	কী কী পরিষেবা পাওয়া যাবে	কোথায় পরিষেবা পাওয়া যাবে
গৃহনির্মাণের অনুদান (HB Grant)	প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন যারা নিজ উদ্দ্যোগে অংশিক বা পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ গৃহটি পুনর্নির্মাণ করতে অক্ষম, তাদেরকে গৃহনির্মাণের অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।	সংশ্লিষ্ট বিডিও বা এসডিও অফিসে চারজনের কমিটি ফর্ম-বি ও ফর্ম-সি তে ছবিসহ তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করেন।
প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্যান্য কয়েকটি মৃত্যুর জন্য শোকাহত পরিবারগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান (Ex-Gratia Grant)	সাপের কামড়/সানস্ট্রোক/আকস্মিক অগ্নিসংযোগ কিংবা দাঙ্গা বা ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিসংযোগ কিংবা বজ্রপাত, দেয়াল চাপা, গাছ ভেঙ্গে চাপা পড়া, বন্যার জলে ডোবা ইত্যাদি মৃত্যুতে ক্ষেত্র বিশেষে ১ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদানের ব্যবস্থা।	আহত বা নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে বা মহকুমা অফিসে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ যোগাযোগ করতে হবে।
আর্থিক পুনর্বাসন অনুদান (ER Grant)	সেলাই এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুঃস্থ মানুষদের সেলাইমেশিন দেওয়া হয়। দুঃস্থ মানুষ, সেরে যাওয়া যক্ষ্মা রোগী, তপশিলী জাতি/উপজাতিদের সংরক্ষিত কোটায় কোনও স্বনির্ভর হওয়ার মতো সর্ব্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন অনুদান দেওয়া হয় প্রকল্পে। যেমন- ঠোঙা বানানো, মুড়িভাজা, চপ তৈরী, মুদিখানা, দোকান স্থাপন ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রশ্নঃ বিপর্যয়ের প্রভাব প্রশমনের কাজগুলো কী কী ?

উত্তরঃ

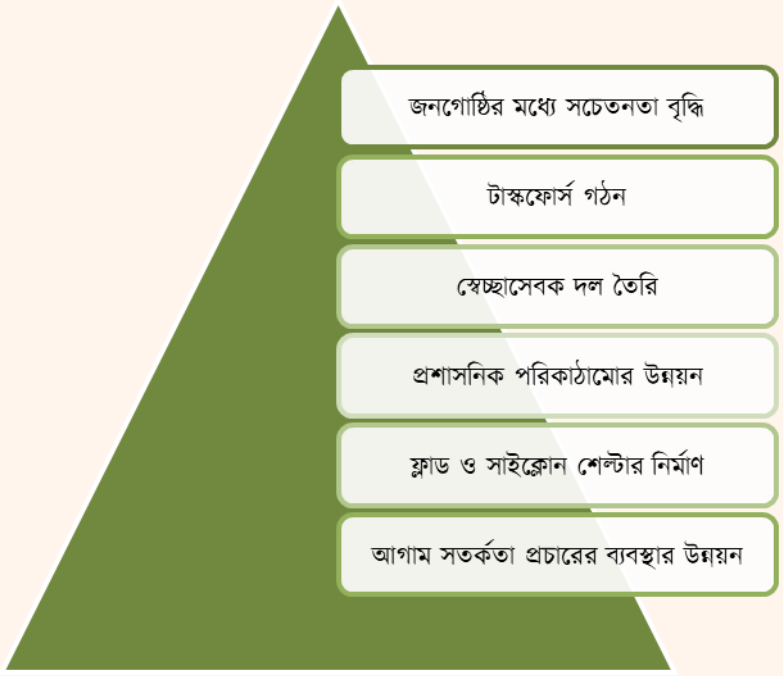

প্রশ্নঃ বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ধাপগুলি কী কী ?

উত্তরঃ

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা

- বিপর্যয়ের ইতিহাস, জনগোষ্ঠীর বিপদসঙ্কুলতা, স্থানীয় জনসম্পদ, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার যোগাযোগ, সরকারী ও অসরকারী দপ্তরের হাল হকিকৎ ইত্যাদি নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বা কন্ট্রোল রুমের কাজ

- আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এটি ২৪ ঘন্টা ধরেই কাজ করে। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান, কাজের তদারকি এবং তথ্য পরিষেবা জনগণকে দেওয়ার কাজ করে।

বিপর্যয় সংক্রান্ত তথ্যের আপৎকালীন টোল ফ্রি নাম্বার

- **টোল ফ্রি নাম্বার হল -১০৭০**

প্রশ্নঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কমিটি ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দলে কারা থাকবেন ও তাদের কাজগুলি কী কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, মহকুমা বা জেলাস্তরে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষের সমন্বয়ে যে পরামর্শ প্রদানকারী ও নীতি নির্ধারণকারী কমিটি তৈরি হয় সেটাই Disaster Management Committee. আর এই কমিটির তত্বাবধানে নীতি রূপায়ণে কার্যকরী দলটির নাম Disaster Management Team.

বিভিন্ন স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি

- জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি
- মহকুমা স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি
- ব্লক স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি
- গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি
- গ্রাম সংসদ স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি

বিভিন্ন স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতিকরণ , প্রশমন ও পরিকল্পনা দল

- জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা প্রস্তুতিকরণ ও প্রশমন পরিকল্পনা
- মহকুমা বিপর্যয় মোকাবিলা প্রস্তুতিকরণ ও প্রশমন পরিকল্পনা
- ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা প্রস্তুতিকরণ ও প্রশমন পরিকল্পনা
- গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা স্তরের বিপর্যয় প্রতিরোধে প্রস্তুতিকরণ ও প্রশমন পরিকল্পনা
- গ্রাম সংসদ স্তরে বিপর্যয় প্রতিরোধে প্রস্তুতিকরণ ও প্রশমন পরিকল্পনা

এই সকল সমস্যা দূর করার জন্য কে এগিয়ে আসবেন ?

বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় ভাবে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কারণ স্থানীয় মানুষ নিজের এলাকাটি ভালো করে জানেন ফলে তারা নিজেরাই বিপর্যয়ের মোকাবিলা অনেকখানি করতে পারেন। এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় মানুষের সাথে সাথে স্বনির্ভর দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও এই উদ্যোগে সামিল করতে পারেন। বর্ণ-ধর্ম-মতাদর্শ নির্বিশেষে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন করার কাজ এবং স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যাদের করতে হবে।

প্রশ্নঃ স্থানীয় স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী করতে পারে ?

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও বিপন্নতা কমিয়ে আনার জন্য বিপর্যয়ের আগে থেকেই সঠিক পরিকল্পনা রচনা এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সাথে বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়টিকে একত্রে ভাবা এবং সেই অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি স্থির করা।

- আপৎকালীন পরিকল্পনার নিয়মিত পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন।
- শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির সভায় বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং স্থানীয় স্তরে যে কমিটি রয়েছে তাদের কাজের তদারকি করা।
- বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে স্থানীয় মানুষ, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বনির্ভর দল, বিভিন্ন সমাজ কর্মী ও বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা।
- বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যে বিষয়গুলো অবশ্যই আগে থেকে দেখে নেওয়া দরকার তা হলঃ
    - এলাকার মানুষ কতটা ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে আছে ?
    - তাদের বাড়ি ঘরের বা আর্থিক অবস্থা কি রকম ?
    - এলাকার রাস্তাঘাট বা যানবাহনের ব্যবস্থা কি রকম ?
    - বিপদগ্রস্ত পরিবারে অসুস্থ, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী / প্রসূতি মহিলা, শিশু কতজন আছেন ?
    - এলাকার মানুষ কতটা সংঘবদ্ধ ?
    - তারা খোঁজখবর রাখেন কি না ?
    - সংবাদ মাধ্যম তাদের কাছে পৌঁছায় কি না ?
    - এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ কতটা রয়েছে ?

- বিপদ হলে মোকাবিলা করার জন্য সঠিক পরিকাঠামো আছে কি না ?
- এলাকার মানুষজন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কতটা প্রস্তুত,
- পেশাদারী সহায়তা পাওয়া যাবে কি না ?

- বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন।
- বিপর্যয়ের সাথে সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে বাইরের সাহায্য পৌঁছতে দেরি হয়। এই অবস্থায় স্থানীয় মানুষকে সাথে নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা।
- আবহাওয়া সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করা এবং টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যমের সাহায্যে সত্যতা যাচাই করা ইত্যাদি।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ।
- বিপর্যয় সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি করার কাজ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা।
- বিপর্যয়ের সময় নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলি চিহ্নিত করা।
- বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রশমন করবে এমন স্থানীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন।
- দুর্গতদের উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- বিপর্যয় চলাকালীন বিপদগ্রস্ত বা আটকে পড়া মানুষজনদের দ্রুত উদ্ধার করে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া এবং দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে সহায়তা করা।
- মহিলা বিশেষভাবে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ, ও বয়স্ক মানুষদের আগে থেকেই অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং তাদের পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে নজরদারী করা।
- স্থায়ী সমিতির সভায় বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং স্থানীয় মানুষ, পঞ্চায়েত, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বনির্ভর দল ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করে রাখা।
- সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে মহামারী যাতে না দেখা দেয় তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া।
- দৈহিক আঘাতজনিত সমস্যা- হাড় ভাঙ্গা, গাছ বা বাড়ির নীচে চাপা পড়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপ বা পোঁকামাকড়ের কামড় ও বৈদ্যুতিক প্রবাহ থেকে দুর্ঘটনা ঘটলে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- মৃত পশুপাখীর দেহ যেখানে সেখানে না ফেলে গর্ত করে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা।
- অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরগুলিতে যাতে খাবার জল, খাবার, ওষুধপত্র, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা থাকে তা দেখা।
- বিপর্যয়ের সময় বা পরে নানা রকম সামাজিক সমস্যা দেখা যায় যেমন - যেকোন নেশার প্রতি আসক্তি, নারী পাচার, গার্হস্থ্য হিংসা, যৌন শোষণ বা যৌন কাজে বাধ্য করা, অল্পবয়সী মেয়েদের জোর করে বিয়ে দেওয়া-- এই ধরনের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া।

- প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার যেন সাহায্য পান তা দেখা।
- নিখোঁজ মানুষের তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করা।
- কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে পুলিশকে সময়মত জানানো, দেহের পোস্টমর্টেম করানো এবং ডেথ সার্টিফিকেট ঠিক সময়ে বের করানো ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চায়েত বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে।
- বিপর্যয়ের পরবর্তী পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা।

প্রশ্নঃ পঞ্চায়েতের পরিবারগুলিকে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কোন বিষয়ে সচেতন করবে ?

উত্তরঃ পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হল পরিবারগুলিকে সচেতন করা, যেমন -

- পরিবারের সদস্য পিছু কিছুদিনের জন্য খাবার মজুত রাখা।
- বইপত্র, দরকারী কাগজপত্র, মূল্যবান সামগ্রী, প্রেসক্রিপশান রাখার দায়িত্ব নেওয়া।
- গর্ভবতী মায়েদের প্রসবের দিন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।
- প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বারগুলি লিখে রাখা।
- দুর্যোগের সতর্কবানী শোনা ও খবর পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।
- বাড়ী যদি নিচু জায়গায় হয় তাহলে নলকূপ থাকলে উঁচু করে রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

*****

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও পরিবেশ সুরক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা

ব্রাইপার্ড, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রশ্নঃ পরিবেশ বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র জল, বায়ু ও মাটিই বোঝায় না, এর সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও জড়িয়ে রয়েছে। 'পরিবেশ' এর অর্থ বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে কী কী উপাদান নিয়ে পরিবেশ গঠিত। এর তিনটি উপাদান হলঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ	জৈব পরিবেশ	সামাজিক পরিবেশ
• জল, বায়ু, মাটি, বাসস্থান ইত্যাদি	• জীবজগৎ অর্থাৎ জীবজন্তু, পোঁকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি।	• সামাজিক রীতিনীতি, মানুষের কু অভ্যাস, আয়, পেশা, জাতি, কৃষ্টি ইত্যাদি।

মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম, মানুষের অসুস্থতার জন্য অবশ্য পরিবেশের কয়েকটি উপাদান যেমন - মাটির দূষণ, জলের দূষণ, বাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, জন্তু জানোয়ারের খামার এবং নানা রকম রোগের বাহকের সংস্পর্শ বিশেষ ভাবে দায়ী। আবার মানুষও পরিবেশ দূষণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

প্রশ্নঃ পরিবেশের দূষণ কোথা থেকে হয় এবং কীভাবে তার প্রতিকার করা উচিৎ ?

উত্তরঃ

দূষণের ধরণ	দূষণের কারণ	প্রতিকার
জলের দূষণঃ	আর্সেনিকজনিত দূষণ ও গাছগাছালির অবশেষ জলকে দূষিত করে। ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেনের জল, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার জলকে দূষিত করে। মাটি থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় সেচের জল তোলা আর্সেনিক দূষণের কারণ। নদী বা পুকুরের জলকে নোংরা করা বা যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করার ফলেও জলের দূষণ ঘটে।	পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করে খেতে হবে। কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশন করতে হবে। নদী বা পুকুরের জল দূষিত করা যাবে না। সার ও কীটনাশক সঠিকমাত্রায় ও সঠিক ভাবে প্রয়োগ করেতে হবে। অতিরিক্ত মাত্রায় সেচের জল তোলা যাবে না।
বাতাসের দূষণ	কলকারখানার বা ইটভাঁটার চিমনি থাকে বার হওয়া ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া, খনি বা পাথর খাদানের ধূলোবালি, ফসলের অবশেষ পোড়ানো ইত্যাদি বায়ু দূষণের কারণ।	পরিবেশ দপ্তরের নিয়ম মোতাবেক কলকারখানা, যানবাহন ও খনির ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ফসলের অবশেষ, প্লাস্টিক ইত্যাদি পোড়ানো যাবেনা। এর বিকল্প ব্যবহার করতে হবে।

শব্দদূষণ	কলকারখানার শব্দ, গাড়ির হর্নের যথেচ্ছ ব্যবহার, মাইকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, শব্দবাজির ব্যবহার ইত্যাদি শব্দদূষণের কারণ।	নির্দিষ্ট ডেসিবেলের মধ্যে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে। নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি, মজুত, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
সামাজিক পরিবেশের দূষণ	মানুষের কু অভ্যাস যেমন –তামাক ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া, শারিরীক চর্চার অভাব, জাঙ্কফুড খাওয়ার প্রবনতা ইত্যাদি মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলছে যা সামাজিক পরিবেশ দূষণের একটি বড় কারণ। এর ফলে ক্যান্সার, হার্টের রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ এবং হাঁপানি ইত্যাদি রোগ অনেক বেড়ে গেছে।	মানুষের মধ্যে সু অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শরীর চর্চা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত জীবনযাপন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক দূষণ কমানো সম্ভব।

প্রশ্নঃ পরিবেশ দপ্তরের কাজগুলি কী কী ?

উত্তরঃ এই দপ্তরের মূল কাজগুলি হলঃ পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র, বাতাস, জল ও ভূমির দূষণ নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রের ও রাজ্যের পরিবেশ বিষয়ক নীতি ও প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য নোডাল বিভাগ হিসাবে কাজ করা। ১৯৮২ সালে পরিবেশ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৬ সালে আমাদের দেশে পরিবেশ সুরক্ষা আইন তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ৫ই জুন এই বিভাগ একটি পরিবেশ সংক্রান্ত নীতির বিবরণ প্রস্তুত করে।

এই বিভাগ প্রধানত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে থাকে যেমনঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিষয়গুলি
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ West Bengal Pollution Control Board (WBPCB)	প্লাস্টিক ব্যবহারের বিধিনিষেধ, কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশন, শব্দদূষণ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ।
পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদ West Bengal Biodiversity Board (WBBB)	রাজ্য স্তর ও স্থানীয় স্তরে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি/ব্লক, জেলা পরিষদ / জেলা, পৌরসভা, পৌরনিগম ও প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির গঠন। জনজীববৈচিত্র্য নথি (People's Biodiversity Register বা PBR) তৈরি করা।
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ সুরক্ষা ও জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিচালন সংস্থা Institute of Environmental Studies and Wetland Management (IESWM)	জলাভূমির তালিকা তৈরি, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাপ, জীবাণু বিষয়ে অধ্যয়ন, জৈব পরামিতি এবং আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা। উপকূলবর্তী এলাকার মানচিত্র তৈরি করা।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিচালন সংস্থা East Kolkata Wetland Management Authority (EKWMA)	পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা ও ভূমির সঠিক ব্যবহার।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবেশ মূল্যায়ন ও পরিচালন সংস্থা State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA)	উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জনস্বাস্থ্যের উপর এবং প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা তৈরি সম্পদের উপর সম্ভাব্য প্রভাব খতিয়ে দেখে অনুমোদন ও ছাড়পত্র দেওয়া।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন সংস্থা West Bengal State Coastal Zone Management Authority (WBSCZMA)	উপকূলীয় অঞ্চলে উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ও মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

প্রশ্নঃ স্থিতিশীল উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী কী ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা হয় এবং সরকারীভাবে তার বাস্তবায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা এবং সেই সংক্রান্ত প্রকল্পের রূপায়ন হয়। এই সব প্রকল্প এলাকার মানুষজনের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, জীবন–জীবিকার মানোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই সমস্ত মানব কল্যাণমুখী উন্নয়নই হবে সুস্থিত। আর সুস্থিত উন্নয়নই দিতে পারে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, খাদ্যের নিরাপত্তা আর প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়নের ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের ১৭ টি স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (SDG – Sustainable Development Goal) সামনে রেখে এগোনো প্রয়োজন। লক্ষ্যমাত্রা ১৩,১৪,১৫ সরাসরি প্রকৃতি – পরিবেশ – জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষার সাথে যুক্ত। অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাগুলিও কোনও না কোনও ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। যেমন – স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি পরিবেশেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ৩, লক্ষ্যমাত্রা ৬, লক্ষ্যমাত্রা ৭, লক্ষ্যমাত্রা ১১ পরিবেশের সাথে বিশেষ সম্পর্কিত। আবার দারিদ্র দূরীকরণ (লক্ষ্যমাত্রা ১), খাদ্য সুরক্ষা (লক্ষ্যমাত্রা ২), কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতি (লক্ষ্যমাত্রা ৮), সুস্থায়ী শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনার প্রসারণ ও পরিকাঠামো নির্মাণ (লক্ষ্যমাত্রা ৯) এই সব লক্ষ্যমাত্রাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। যেমন – কৃষি, মৎস্য চাষ, উদ্যানপালন, প্রানীপালন, জীবসম্পদ নির্ভর কুটির শিল্পের মাধ্যমে জীবন – জীবিকার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, স্থানীয় জীবসম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নঃ পশ্চিবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে কী কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ?

উত্তরঃ সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ অনুসারে পঞ্চায়েতকে বিশেষতঃ গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিবেশ দূষণের বিষয়ে কয়েকটি দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন - পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ধারা

১৯, ২১, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ২৭ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রয়োজনে নোটিশ জারি করা।

ধারা	বিধান
	19. গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য
19 (2)(a)	প্রচারমূলক এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রজনন এবং শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টির মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তৎসহ স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র এবং ডিসপেনসারি রক্ষণাবেক্ষণ ও মানোন্নয়ন।
19 (2)(o)	কঠিন ও তরল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও সেই উদ্দেশ্যে প্রচার এবং পরিবেশগত স্যানিটেশন রক্ষণাবেক্ষণ সহ সার্বজনীন আসুবিধা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া।
21. (j)	জলমগ্ন বা জলাবদ্ধ অবস্থা রোধ এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
21. (k)	মহামারীর ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
24	• গ্রাম পঞ্চায়েত স্বাস্থ্যবিধানের স্বার্থে নিজ নিজ এলাকায় যত্র তত্র আবর্জনা, মলমূত্র, হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও বাড়ির থেকে উৎপন্ন কঠিন ও তরল বর্জ্য ইত্যাদি নিষ্কাশনের কারণে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে বলতে পারেন। ○ নির্দিষ্ট সময় দিয়ে নোটিশ জারি করে পায়খানা, প্রস্রাবাগার, বদ্ধ জলাশয়, ড্রেন বা অন্যান্য আবর্জনাপূর্ণ জায়গা বন্ধ করতে, সরিয়ে নিতে অথবা সংস্কার করতে কিংবা পরিস্কার করতে, জীবাণুমুক্ত করতে বলতে পারে। ○ যে বিষয়গুলিকে নির্দেশ দিতে পারে - নালা, ড্রেন পরিস্কার করতে, সংস্কার করতে, ঢাকা দিতে, গর্ত বোজাতে, কিংবা কুয়া, জলাশয়, পুল বা গর্ত যা মানব-শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিম্বা পরিবেশের পক্ষে হানিকর। ○ আগাছা ঝোপঝাড় মুক্ত করতে বলতে পারে এবং পরিস্কার করতে বলতে পারে। ○ নোংরা-আবর্জনা, মল / বিষ্ঠা যেগুলি থেকে দুর্গন্ধ বার হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায় সেগুলি সরিয়ে ফেলতে বলতে পারে।
25.	• গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত রাস্তা / নিকাশী নালা কারোর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে বা দখলীকৃত হলে তা দূর করার জন্য নোটিশ জারি করতে পারে। • নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। • জনগণের দ্বারা ব্যবহৃত পানীয় জলের উৎসগুলির বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য ওই উৎসের জলে স্নান করা, কাপড় কাঁচা, গৃহপালিত পশুদের স্নান করানো ইত্যাদি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবস্থা না নিলে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ সকল বাধা দূর করে তার খরচ আদায় করতে পারে, প্রয়োজনে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারে।

26.	• কোনো ব্যক্তিগত মালিকানার জলের উৎস দূষিত হলে বা উক্ত দূষিত জল ব্যবহার জনিত কারণে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হলে তা রোধ করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে নোটিশ জারির মাধ্যমে জলের উৎসটিকে সংস্কার করতে, দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে, দূষিত হয়ে থাকলে সেই জলের ব্যবহার বন্ধ করতে বলতে পারে। • সেই জলের উৎস বুজে যাওয়া, দূষিত হওয়া, কিংবা আগাছা পূর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। • যদি জলের উৎস দূষিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জনগণকে তা ব্যবহারে বিরত করা। • এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি নোটিশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারেন।
27.	• গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন খাল, বিল, পুকুরের কচুরীপানা বা জলজ আগাছা পরিস্কারের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে। • ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরের বা জলাশয়ের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কচুরীপানা বা জলজ আগাছা পরিস্কারের জন্য নির্দেশ জারি করতে পারে।

প্রশ্নঃ দূষণ ও তার প্রতিকারে পঞ্চায়েত আরও কী কী কাজ করতে পারে ?

উত্তরঃ দূষণ ও তার প্রতিকারে পঞ্চায়েত যে যে কাজ করতে পারে -

- জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি পরিবেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের সহায়তা ও নজরদারী করতে পারে।
- পরিবেশের নিয়ম না মেনে যেখানে সেখানে কলকারখানা বা বাড়ী তৈরী যাতে না হয় সে বিষয়ে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে নজরদারী করা প্রয়োজন। যদি আগেই কলকারখানা বা বাড়ী তৈরী হয়ে থাকে তাহলে লাইসেন্স বাতিল করার জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
- বৃক্ষ রোপণে পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিতে পারে।, এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্যে স্কুলে বা এলাকায় গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমেও বনাঞ্চল তৈরী করা যেতে পারে।
- নানা রকমের সভা, পথনাটিকা, মিছিল, পোষ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে দূষণের কারণগুলি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
- বায়ু দূষণ নিবারণের জন্য ধোঁয়াহীন চুলা ব্যবহার সম্পর্কে সকলকে জানানোর ব্যবস্থা করা।
- পরিবেশ দূষণ ও খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা। তাছাড়া দূষণের প্রতিকার সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব আইন রয়েছে তা জেনে বুঝে মানুষকেও জানানোর ব্যবস্থা করা।
- প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ও প্লাস্টিক ব্যবহারের বিধিনিষেধ।
- জলাভূমি ব্যবস্থাপন ও বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা।
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সৌর শক্তির ব্যবহার ও বৃহৎ বায়ো গ্যাস প্রকল্প সম্পর্কে সকলকে জানানোর ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ।
- পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে যে সভা হয় তাতে দূষণ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেকটি মানুষের কী কী ভূমিকা হবে তা আলোচনা করা ও ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া।

- শৌচাগার তৈরী, নিরাপদ জলের ব্যবস্থা ও আবর্জনামুক্ত পরিবেশের জন্য মানুষকে সচেতন করা।
- কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশন।
- শব্দ দূষণ রোধে যেখানে সেখানে মাইকের ব্যবহার বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া, বিশেষ করে কোনো হাসপাতালের সামনে অথবা পরীক্ষার সময় মাইকের আওয়াজে যাতে বিঘ্ন না ঘটায় তা দেখা।
- তামাক ও মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে নানা রকম আন্দোলন শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত নিজ নিজ এলাকায় স্বনির্ভর দলের সাহায্যে এই ধরণের কু-অভ্যাসগুলির নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- জলাভূমি ব্যবস্থাপন ও বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ।

*****

উনবিংশ অধ্যায়

গ্রামীণ এলাকায় জীবিকার উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা

প্রশ্নঃ জীবিকার উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী ?

উত্তরঃ গ্রামের অধিকাংশ পরিবার চাষবাস, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থেকেই আয় রোজগার করে থাকেন। এই তিনটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে আয়ের নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ পরিবারের কাছে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি, উপকরণ ও পরিবেশ পৌঁছে দেওয়ার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতকে অত্যন্ত তৎপর হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির ওপর চাপ বাড়ছে, ফলে জমি জলের সুষ্ঠু ব্যবহার আজকের দিনে জরুরী হয়ে পড়েছে, প্রাণীপালনে পরিবারগুলির অনেক বেশি যত্নশীল হওয়ার দরকার ও সময়মতো সেবার পরিষেবার সাহায্য নেওয়া দরকার। নতুবা আয় বাড়ানো সম্ভব হবে না। কৃষি, প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা পঞ্চায়েতের একটি বিশেষ কাজ।

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব কী ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আবশ্যিক ও ন্যস্ত দায়িত্বগুলির মধ্যে জীবিকা বিষয়ক যে যে দায়িত্ব রয়েছে।

- জলাশয়, মৎস্য আহরণ ও জাল বুননের উন্নতিসাধন, জলাশয় খনন, মাটি ও জল পরীক্ষা, মিনিকিট সরবরাহ ও বিভিন্ন উন্নত প্রথার প্রবর্তন সমেত মৎস্য ক্ষেত্র উন্নয়ন।
- ক্ষুদ্র সেচ, জলসংক্রান্ত ও জল-বিভাজিকার উন্নয়ন সমেত সেচ সম্পর্কে উন্নয়ন।
- কৃষি সম্প্রসারণ এবং জ্বালানী ও পশুখাদ্য সমেত কৃষি সম্পর্কে দায়িত্ব।
- উন্নত ধরণের গবাদি পশু প্রজনন, গবাদি পশুর চিকিৎসা ও গবাদি পশুর রোগ নিবারণ সম্পর্কে দায়িত্ব।
- সমবায় আন্দোলনের উন্নতিসাধন এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা দান।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আইন অনুযায়ী সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে ও জীবিকা বিষয়ক উদ্যোগ নিতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে এবিষয়ে সচেতনতা দরকার; এলাকা ভিত্তিক সমস্যাগুলি বোঝা, বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারগুলির সঙ্গে আলোচনা করা এবং সরকারি আধিকারিকদের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

প্রশ্নঃ জীবিকার উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ?

উত্তরঃ যে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন - গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতির সভায় জীবিকা সংক্রান্ত আলোচনা বেশি করা প্রয়োজন। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য ভান্ডার থাকা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এই তথ্যগুলি কি আছে ? সভাতে কি এই বিষয়ে আলোচনা হয় ? কাজ করতে গেলে তথ্য দরকার এবং সঠিক তথ্যভাণ্ডারে তা মজুত থাকবে এবং তা হালনাগাদ করতে হবে।

- মোট জমির পরিমাণ
- চাষযোগ্য জমির পরিমাণ
- সেচের সমস্যা কি?
- জমি পতিত রয়েছে এমন জমির পরিমাণ

- চাষে সমস্যা কোথায় কোথায় হচ্ছে?
- প্রাণীপালকদের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছাচ্ছে কিনা?
- ভালো বীজ সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা?
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ নিয়মিত হচ্ছে কিনা?
- প্রশিক্ষণে সব কৃষকরা অংশগ্রহণ করছেন কি?না করলে কারণ কি?
- উপযুক্ত দাম সংগ্রহে অসুবিধা হচ্ছে কি?
- প্রাণীপালকরা কোথায় ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছেন?
- মাছ চাষের সমস্যা
- মাছ চাষে লাভ বাড়ছে কি? না বাড়লে কারণ কি?
- এক্ষেত্রে উপকরণ অর্থাৎ ভালো বীজপোনা সংগ্রহে অসুবিধা কি?

লক্ষ্য করা দরকার -

- কী কী কারণে এলাকার চাষীরা উৎপাদনে ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছেন?
- উৎপাদনে বা বিক্রির ঝুঁকি কি বাড়ছে?
- কৃষক মান্ডিগুলি ব্যবহার করতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা?

এরকম তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা দরকার এবং নিয়মিত এই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

আরও কিছু বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার—

- দুর্বলতর পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে কি সরকারি সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে?
- চাষবাস, প্রাণীপালন বা মৎস্যচাষের জন্য যেসব সরকারি পরিষেবা আসে সেগুলি কি অতি দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে?
- মহিলারা যারা চাষবাস, প্রাণীপালন ও মাছচাষের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকেন, তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে?
- যেসব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে সেগুলি কি যথাযথভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে?যদি না পেয়ে থাকেন, তার কারণ কী?
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি স্থানীয় চাহিদাকে মাথায় রেখে করা হচ্ছে?
- বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তরের সুযোগসুবিধা পেতে গেলে Portal-এর সাহায্য নিতে হয়। কৃষিজীবি পরিবারের সদস্যদের ডিজিটাল সাক্ষরতা কতটুকু বেড়েছে?
- মহিলাদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বেড়েছে কি?
- কৃষিভিত্তিক পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের ডিজিটাল সাক্ষরতা না বাড়লে সরকারি বহু পরিষেবা নিজেরা নিতে পারবে না, অথবা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

কৃষক বলতে শুধু পুরুষ নয়, নারীরা সমানভাবে কৃষিকাজে যুক্ত রয়েছেন। জমি কিনে অথবা লীজ নিয়েও চাষের প্রবণতা মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যে ঋণ নিচ্ছেন তার বেশিরভাগটাই যাচ্ছে বাড়ির চাষে, মাছ চাষে অথবা প্রাণীপালনের কাজে। তাই এইসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা আলোচনার সময় মহিলাদের সেই সভায় আমন্ত্রণ করা, সংঘ সমবায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধিদের ডেকে তাদের মতামত নেওয়া দরকার। উৎপাদনে লাভ না হলে ঋণ খেলাপীর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বিভিন্ন হাটে বাজারে মহিলাদের যাতায়াত ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিটি হাট/বাজারে মহিলাদের কাজের সুবিধার্থে জলের সঠিক ব্যবস্থাযুক্ত শৌচালয় ও বিশ্রামের জায়গা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বর্তমান অবস্থাটা একটু পর্যালোচনা করা গেলে গ্রাম পঞ্চায়েত জীবিকার উন্নতির জন্য কী কী করতে পারে সে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

স্থানীয় সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য 'দারিদ্রমুক্ত গ্রাম'-এর লক্ষ্যপূরণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আবশ্যিক কর্তব্য। কৃষিজীবী পরিবারের স্বার্থরক্ষায় সরকারি কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা পেলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং কৃষকের আয়ও বাড়বে।

জীবিকার উন্নয়নে বিভিন্ন দপ্তরের কয়েকটি সহায়তা ও পরিষেবা

গ্রামীণ পরিবারের জীবিকার উন্নয়নে যে যে দপ্তরগুলি প্রধান ভূমিকা নেয় তারা হল কৃষিদপ্তর, উদ্যানপালন দপ্তর, মৎস্যদপ্তর ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। এই দপ্তরগুলির কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রশ্নঃ কৃষি দপ্তরের বর্তমান নীতি কী ?

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে—

- খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো।
- কম উৎপাদন ও কম ফলনযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করে চাষের আওতায় আনা।
- উন্নত চাষ পদ্ধতি, সুসংহত পুষ্টি ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অনুখাদ্যের প্রয়োগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা।
- পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সম্পদ সৃষ্টি।
- শস্যের নিবিড়তা বাড়ানো।
- কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য বৃদ্ধি সহ কৃষি ব্যবসা মডেল তৈরি।
- উন্নত শস্যবীজ উৎপাদন।
- সরকারি খামারগুলিকে বীজ উৎপাদনের উপযোগী করে তোলা।
- কৃষি উদ্যোগ উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ।

প্রশ্নঃ কৃষকের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি কী কী ?

উত্তরঃ কৃষকের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল - কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষক বার্ধক্য ভাতা, কৃষক বন্ধু প্রকল্প, মাটির স্বাস্থ্য কার্ড, মাটির সৃষ্টি প্রকল্প।

- **কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রদান:** কৃষকের অর্থের সংস্থান করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। কৃষককে ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্তি দেওয়া। কৃষক একক বা যৌথভাবে আবেদন করতে পারেন। প্রতি কৃষক পরিবারের হাতে কিষান কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা, ব্যাঙ্ক কে সি সি প্রদান করে। দপ্তর স্পনসর করে। কেসিসি থাকলে প্রথম বৎসরে ৭% হারে ও পরবর্তীতে ৪% হার সুদে লোন পাওয়া যায়। ফসল চাষের খরচ (ব্যাঙ্ক নির্ধারিত) অনুযায়ী লোন পাওয়া যাবে।

- **কৃষক বার্ধক্য ভাতা:** কোনও কৃষকের ষাট বৎসর বয়স হলে ও সেই কৃষক নিঃসহায় হলে বা অন্য কোনও পেনশন না পেলে মাসিক ১০০০ টাকা হিসাবে কৃষক বার্ধক্য পাওয়া যাবে। এজন্য জয় বাংলা পোর্টালে দরখাস্ত করতে হবে।

- **কৃষক বন্ধু প্রকল্প:** কৃষকদের মিলিত আয় বৃদ্ধি তথা সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে ০১.০১ ২০১৯ তারিখ থেকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প কৃষকবন্ধু চালু হয়। এই প্রকল্পে দু-ধরণের সাহায্য পাওয়া যায়। ক) কৃষক বন্ধু (নিশ্চিত আয় প্রকল্প) , খ) কৃষক বন্ধু (মৃত্যুজনিত সহায়তা) প্রকল্প।

  ক) কৃষক বন্ধু (নিশ্চিত আয় প্রকল্প): সময়মতো চাষবাসের উপকরণ ক্রয় করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা আয় সুনিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং নথিভুক্ত ভাগচাষীদের জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়। একএকর বা তার বেশি জমিতে রবি ও খরিফ ফসলের দু-দফায় মোট ৫,০০০ টাকা দেওয়া হ'ত। বর্তমানে কৃষক বন্ধু প্রকল্প (নিশ্চিত আয় প্রকল্প - নতুন) নতুন

নাম নিয়ে দু-দফায় মোট ১০,০০০/- অনুদান দেওয়া হয়। এক একরের কম জমির জন্য নতুন প্রকল্প দু-দফায় ন্যূনতম মোট ৪,০০০/- টাকা করা হয়েছে।

আবেদনের জন্য নথী: কৃষকের সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র, কৃষিজমির পড়চা (সাম্প্রতিক)/নথিভুক্ত ভাগচাষীর পড়চা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বইয়ের প্রথম পাতার স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি সহ আসল নথী।

খ) কৃষকের মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা প্রদান: ১৮-৬০ যে-কোনও কৃষকের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে এককালীন দুই লক্ষ টাকা, উত্তরাধিকারীরা পাবেন। এরজন্য কৃষক বন্ধু(নতুন) এর জন্য যা যা সেগুলি লাগবে, সাথে কৃষকের ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে।

- **মাটির স্বাস্থ্য কার্ড সার্বিকীকরণ প্রকল্প:** সুষম সার ব্যবহার না করায় নির্বিচারে বিভিন্ন এলাকার গৌণ ও অনুখাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাটির পিএইচ বা অম্লত্বের পরিবর্তন ঘটায় ব্যবহৃত সারের কার্যকারিতা ঠিক মতো পাওয়া যায় না। এই সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সয়েল হেলথ কার্ড সার্বিকীকরণ প্রকল্প চালু করে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল —
  - ✓ দুবছর অন্তর মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে মাটির স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান,
  - ✓ কৃষকের পছন্দ মতো ফসলের সারের সুপারিশ প্রদান করা,
  - ✓ জমির অবস্থা ও মাটির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কৃষককে অবহিত করা ও সুস্থায়ী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শপ্রদান,
  - ✓ সুষম সার ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সারের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান|
  - ✓ হেলথ কার্ডে জমির পরিচিতি, কৃষকের পরিচিতি সহ অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, মাটির পরীক্ষার ফলাফল গৌণ ও মুখ্য খাদ্যের অবস্থান ও সুপারিশ সমস্ত কিছু বিস্তারিত থাকে।
- **মাটির সৃষ্টি প্রকল্প:** পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির বৃষ্টিনির্ভর পতিত এলাকার জমিকে কৃষিজমিতে ও আনুষঙ্গিক বিভাগের উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য এই প্রকল্প। প্রকল্পটি রাজ্য সরকার ২০২২ সালের মে মাসে প্রথম চালু করে। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাগুলি এই প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা চালু করে কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের সহায়তা করে উৎপাদন সুনিশ্চিত করে উপভোক্তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো।
- **বাংলা শস্য বীমা যোজনা:** এই প্রকল্পে যে যে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে - প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন, খরা, বন্যা, ধ্বস নামা, সাইক্লোন) বিশেষ রোগ পোকার আক্রমণজনিত ক্ষতি, দাবানল, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি। এছাড়া বৃষ্টির অপ্রতুলতার জন্য ফসল দেরীতে বোনার জন্য ক্ষতি, কাটা ফসলের জন্য দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতি।যারা কৃষি ঋণ গ্রহন করবেন তাদের ক্ষেত্রে বীমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। আর যারা ঋণ নেননি না বা নেবেন তাদের ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক। এলাকার খরিফ খন্দের মরশুমে ৩১ শে জুলাই আর রবি মরশুমের জন্য ৩১ শে ডিসেম্বর প্রিমিয়াম দেওয়ার শেষ তারিখ। প্রতি বছর আলাদা করে বীমাযোগ্য ফসল বিজ্ঞাপিত করা হয়। খরিফ ও রবি দুই ঋতুর জন্য নির্ধারিত শস্যের বীমা করা হয়। বর্তমানে সকল তন্ডুল শস্য, মিলেট, ডালশস্য, তৈলবীজ, আখ, আলু, তুলো সব ফসলে বীমা করা যাবে। প্রতিটি পঞ্চায়েতকে ফসল বীমার একক ধরা হয়। কোনও একটি পঞ্চায়েতে ফলনের মান একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে গেলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

বীমা সম্পর্কিত সকল তথ্য পাওয়া যাবে কেন্দ্রীয় পোর্টাল pmfby.gov.in/ রাজ্য পোর্টাল Bangle sasyabima.net

- **প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি বা পি এম কিষাণ:** ২ হেক্টরের কম জমির মালিকাধীন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার (স্বামী স্ত্রী নাবালক সন্তান) চার মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৩ বার মোট ৬০০০ টাকা পাবেন -এক্ষেত্রে পাবার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। ADA-র অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
- **কৃষক উৎপাদক সংস্থা (FPO):** ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্মিলিত করে কৃষক উৎপাদক সংস্থা তৈরির আইনতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সংস্থা কৃষকদের সব ধরণের সাহায্য করবে। চাষের জন্য গুণমানের কৃষি উপকরণ সররাহ, প্রযুক্তির পরামর্শ, উৎপাদিত পণ্য একত্রিত করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাজারজাত করণ, বাজারমূল্য বুঝে পণ্য বিক্রয় এবং প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে মধ্যে ভাগ করে নেবে। এই প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন প্রাথমিক উৎপাদকদের দ্বারা গঠিত একটি আইনগত বৈধ সংস্থা, যারা জল কৃষক, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি যে-কোনও পন্য উৎপাদককের সংগঠনের একটি সাধারণ নাম, যেমন কৃষি পণ্য, কারিগরি পণ্য প্রভৃতি। সমবায় সমিতি বা অন্য কোনও আইনী ফার্ম হতে পারে, যা সদস্যদের মধ্যে লাভ/সুবিধা ভাগ করে নেবে। FPO তৈরিতে SFAC, NABARD, NCDC রাজ্য সরকারের ভূমিকা রয়েছে।
- **ডিজিটাল কৃষি:** কৃষি ও কৃষক কল্যান মন্ত্রকের লক্ষ্য কৃষকদের সচেতনতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নত করা, কৃষকদের আয় বাড়ানোর সামগ্রিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার (ডি এফ আই) কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করে পূর্ববর্তী তথ্য প্রযুক্তি বিভাগকে পুর্নবিন্যাস করে ডিজিট্যাল কৃষি বিভাগ তৈরি করা হয়েছে।

উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তা

প্রশ্নঃ উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তাগুলি কী কী ?

উত্তরঃ উদ্যানপালনের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর সুযোগ - জমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে এবং চাষে বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। অন্যদিকে পুষ্টির নিশ্চয়তা রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে ভাবার সময় এসেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ফল, ফুল ও অচিরাচরিত সবজির চাষ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিয়ে পরিকল্পনা করে এবিষয়ে এগোতে পারবেন। স্বল্প জমি থেকে লাভ পাবার এটি অন্যতম উপায়।

উদ্যানপালন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর বাংলার বুকে সুসংহত উদ্যানপালন মিশন, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, রাজ্য উদ্যানপালন উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ফল, ফুল, সবজি, মশলা ও ঔষধি গাছের চাষের এক জোয়ার এনেছে। এর পাশাপাশি মাশরুম চাষ, মৌমাছির দ্বারা পরাগ সংযোগের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মতো বেশ কিছু উদ্ভাবনী প্রকল্পও এই দপ্তর দ্বারা রূপায়িত হয়ে চলেছে। উদ্যানজাত ফসলের চাষ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগসুবিধা:

১) সুরক্ষিত-চাষ করার জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ :

২) সুরক্ষিত কাঠামোতে সবজি/ফুল চাষ

৩) রক্ষণক্ষমতাযুক্ত স্বল্পমূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

৪) হাইব্রীড সবজি চাষের এলাকা সম্প্রসারণ

৫) মৌমাছি পালনের মাধ্যমে পরাগযোগে সহায়তা :

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর-এর মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

কৃষিতে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। জলের অপচয় রোধ ও যথার্থ ব্যবহারের জন্য সরকার যে সকল উদ্যোগ নিয়েছেন সেগুলি হল - ▪ *নতুন মাইনর সেচ প্রকল্পগুলিকে চালু করা,* ▪ *পুরাতনগুলির মেরামতি ও পুনরুজ্জীবন,* ▪ *জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো সৃষ্টি ও পুরাতন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলসরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রতি ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত সেচ লাগানো,* ▪ *সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইক্রো সেচ (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, রেনগান) ও জল উত্তোলন যন্ত্রের প্রচলন,* ▪ *পরিকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।*

এইসকল সুযোগ-সুবিধা যাতে কৃষকরা পেতে পারে তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সঠিকভাবে উদ্যোগী নির্বাচনে সরকারি আধিকারিকদের সহায়তা করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক পরিকল্পনায় জীবিকার গুরুত্ব

GPDP বা গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির আগে এইসকল ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদাগুলি তুলে এনে আগে থেকেই তৈরি থাকতে হবে যাতে পরিকল্পনায় এই উদ্যোগগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কৃষির উন্নতিতে যে সকল দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন:

ADA অফিস, কৃষি দপ্তর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, WBCADC, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।

মৎস্য দপ্তরের সহায়তা

প্রশ্নঃ মৎস্য দপ্তরের সহায়তা কী কী ?

উত্তরঃ মৎস্যচাষের সম্প্রসারণে ও মৎস্যজীবীদের উন্নতিতে সরকারি সহায়তা - মৎস্যচাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের দ্বারা যে সমস্ত সহায়তা মৎস্যজীবী পরিবারগুলিকে দেওয়া হয়ে থাকে তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১) আর্থিক সহায়তা, ২) প্রযুক্তিগত সহায়তা ৩) সামাজিক সহায়তা। এই সহায়তাগুলি পেতে গেলে মৎস্যজীবীর নিবধীকরণ আবশ্যিক। এই নিবন্ধীকরণের ফলে মৎস্যজীবীরা যে যে সুবিধা পেতে পারেন। মৎস্যদপ্তর দ্বারা নিবন্ধীকৃত হলে –

১) বিনামূল্যে পিভিসি কিউ আর কোডযুক্ত সচিত্র নিবন্ধীকরণ কার্ড পাওয়া যাবে,

২) বঙ্গ মৎস্য যোজনায় বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে,

৩) মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মাছ চাষের বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে,

৪) রাজ্য পরিকল্পনা খাতে মৎস্যদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে,

৫) প্রশিক্ষণের সুবিধা পাওয়া যাবে,

৬) বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পাওয়া যাবে, এছাড়া আরও নানান ধরনের সাহায্য পাওয়া যাবে।

মৎস্যজীবী নিবন্ধীকৃত ব্যক্তিরাই মৎস্যদপ্তর কর্তৃক রূপায়িত সমস্ত প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে বিবেচিত হতে পারবেন।

প্রশ্নঃ মৎস্যজীবীদের নিবন্ধীকরণ কীভাবে করা হয় ?

উত্তরঃ মৎস্যজীবীদের নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া

- *কারা কারা আবেদন করতে পারবেন -* মৎস্যচাষী, মৎস্যবিক্রেতা খুচরা ও পাইকারী, ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে কর্মরত কোন ব্যক্তি, জাল সারাইকারী, নৌকা এবং ট্রলারের মালিক, নিযুক্ত কর্মী, মৎস্য খুঁটিতে বা মৎস্যখামারে কর্মরত কোন ব্যক্তি, মৎস্য বা কাঁকড়া-শিকারী, কাঁকড়া প্রক্রিয়ায় যুক্ত কোন ব্যক্তি, মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্রের মালিক ও কর্মচারি।
- *কীভাবে আবেদন করতে হবে -* ১. আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি (সাম্প্রতিক) এবং প্রয়োজনীয় নথি (Documents) সংশ্লিষ্ট মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট জমা করতে হবে। ২. আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারী একটি প্রাপ্তি স্বীকার সংক্রান্ত রসিদ (Acknowledgement Slip) পাবেন। ৩. প্রাপ্তি স্বীকার সংক্রান্ত রসিদে (Acknowledgement Slip) উল্লেখ করা থাকবে যে, আবেদনকারীকে তথ্যযাচাই বা ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নথী সহ কবে, কোথায় এবং কখন উপস্থিত হতে হবে।
- *আবেদনপত্রের সঙ্গে কি কি নথি জমা করতে হবে -* ১. গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/সদস্য/চেয়ারম্যান/কাউন্সিলার-মিউনিসিপ্যালিটি / কর্পোরেশন দ্বারা প্রদত্ত মৎস্যচাষ সম্পর্কিত কার্যকলাপে জড়িত থাকার বিষয়ে শংসাপত্র ২. আধারকার্ড ৩. ব্যংক পাসবই-এর প্রথম পাতার ফটোকপি ৪. তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি/ওবিসি শংসাপত্র ৫. রেকর্ড অফ রাইটস (আর.ও.আর)/পরচা/ইজারা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র ৬. একটি সাম্প্রতিক রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার - *সমস্ত নিবন্ধীকৃত মৎস্যচাষীরা নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত সংবাদ পাবেন এবং তাদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে সচিত্র পরিচয়পত্র (পি.ভি.সিবারকোড কার্ড) প্রদান করা হবেসমস্ত নিবন্ধীকৃত মৎস্যচাষীরা মৎস্যজীবী বন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পের উপভোক্তা হিসাবে বিবেচিত হবেন। ভবিষ্যতে কেবলমাত্র এই নিবন্ধীকৃত মৎস্যচাষীরাই সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সহায়তা পাবার জন্য বিবেচিত হবেন।*

প্রশ্নঃ মৎস্যজীবী নিবন্ধীকৃত ব্যক্তিরা কি কি সুবিধা পেতে পারেন ?

উত্তরঃ মৎস্যজীবী নিবন্ধীকৃত ব্যক্তিরা যে যে সুবিধা পেতে পারেন -

- **মৎস্যজীবী বন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) -** 'মৎস্যজীবী বন্ধু' (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবীদের অকালমৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন সাহায্য করা হবে। এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও মৎস্যজীবীর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে তাদের অসহায় পরিবারের হাতে এককালীন সাহায্য হিসাবে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

- **সরকারের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগসুবিধা -** তপশিলী জাতি তপশিলী উপজাতি বা মহিলা উপভোক্তা হন তাহলে বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে বঙ্গ মৎস্য যোজনার মাধ্যমে মোট শুরুর খরচের ৬০% সরকারি সহায়তা পাবেন। সাধারণ শ্রেণিভুক্ত উপভোক্তারা এই প্রকল্পের অধিনে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০% সরকারি সহায়তা পেতে পারেন। প্রকল্প খরচের বাকি টাকা ব্যাংক লোনের মাধ্যমে বা নিজ উদ্যোগে জোগাড় করবেন। এই প্রকল্পের অন্তর্গত কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্কিমগুলি হল :

- *পাখনা যুক্ত মাছের হ্যাচারি,*
- *পাহাড়ি জেলার জন্য ট্রাউট মাছের হ্যাচারি,*
- *নতুন পুকুর খনন (মিঠা),*
- *নতুন পুকুরে মাছ চাষের জন্য সহায়তা প্রদান (মিঠা),*
- *বায়ো-ফ্লক পুকুর তৈরি (মিঠা),*
- *মিঠা জলের রঙিন মাছের ব্রুড ব্যাঙ্ক তৈরি,*
- *বড় জলাশয়ে মৎস্য সঞ্চার (০.৩/হেক্টর),*
- *ছোট আর.এ.এস. (Recirculatory Aquaculture System),*
- *গলদা চিংড়ির হ্যাচারি, বড় জলাধারে খাঁচায় মাছ চাষ,*
- *পেন কালচার,*
- *নতুন পুকুর খনন (নোনা),*
- *রঙ্গিন মাছের বড়, মাঝারি ছোট হ্যাচারি তৈরি,*
- *নতুন পুকুরে মাছ চাষের জন্য সহায়তা প্রদান –*
- *(নোনা)বায়ো-ফ্লক পুকুর তৈরি (নোনা),*
- *ফিডমিল তৈরি বড় ফিড প্ল্যান্ট তৈরি,*
- *ছোটবড় মাঝারি হিমঘর তৈরি,*
- *মাছের কিয়স্ক তৈরি,*
- *হিমায়িত মৎস্য পরিবহনের গাড়ি,*
- *ইনসুলেটেড মৎস্য পরিবহনের গাড়ি,*
- *স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ বিক্রি ও পরিবহনের জন্য সাইকেল,*
- *সামুদ্রিক মৎস্য ভেসেলে বায়ো টয়লেট তৈরি,*
- *ত্রিচক্রযান প্রদান,*
- *সামুদ্রিক ট্রলারে সুরক্ষা সহায়তা প্রদান।*

এছাড়াও রাজ্য সরকার পরিকল্পনা খাতে মৎস্যচাষী এবং মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। মৎস্য দপ্তর রাজ্যের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ১৬ টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সেই

প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা হল।

ছোটো জলাশয়ে মাছ চাষ	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদনের বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছোটো জলাশয় গুলির জন্য মৎস্য চাষিদের বিনামূল্যে ছোট মাছের চারা, চুন বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিঘা প্রতি প্রকল্প সহায়তা ৫ হাজার ১০০ টাকা।
বড়ো জলাশয়ে বড়ো মাছ চাষ	রাজ্যের বড়ো জলাশয়গুলিতে (১ হেঃ বা তার অধিক) বড়ো মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক হেক্টর প্রতি প্রকল্প সহায়তা ৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকা।
জল ধরো জল ভরো প্রকল্পে মাছ চাষ	এই প্রকল্পের অধীনে খননীকৃত জলাশয় গুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতাধীন মৎস্যচাষীদের সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে মাছের চারা এবং চুন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিঘা প্রতি প্রকল্প সহায়তা ৫ হাজার ৪০০ টাকা।
ময়না মডেলে মাছ চাষ	রাজ্যের বড়ো জলাশয় গুলিতে (২ হেঃ বা তার অধিক) বড়ো মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে ময়না মডেলের অনুকরণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক দুই হেক্টর প্রতি প্রকল্প সহায়তা ১৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা।
জিওল মাছের চাষ	ছোটো ও অগভীর জলাশয়গুলিতে জিওল মাছ (শিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদি মাছের) চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন মৎস্যচাষীদের বিনামূল্যে জিওল মাছের চারা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিঘা প্রতি প্রকল্প সহায়তা মাগুর মাছের জন্য ১১১২৫ টাকা এবং শিঙ্গি মাছের জন্য ৯৮৮৮ টাকা।
তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য মিশ্রর মাছ চাষ ও জিওল মাছ চাষ	তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলিতে নিবিড় মৎস্য চাষ ও জিওল মাছের চাষের জন্য বিনামূল্যে মাছের চারা, খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাদের জীবিকার মনোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিঘা প্রতি প্রকল্প সহায়তা মিশ্রর মৎস্য চাষের জন্য ২৭৯৫০ টাকা এবং জিওল মাছ চাষের জন্য ১৯৫০০ টাকা।
ময়লা জলে মাছ চাষ	শহর এবং শহর সংলগ্ন ময়লা জলে মৎস্য দফতর কর্তৃক রুই কাতলা মৃগেল ইত্যাদি মাছের চাষ প্রকল্পে বিভিন্ন সমবায় সমিতি/গ্রুপকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পে হেক্টর প্রতি প্রকল্প সহায়তা ২,৬৪,০০০ টাকা।

- **মাটির সৃষ্টি প্রকল্প -** পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে অমাটির সৃষ্টি প্রকল্পের অধীনে ছোট ও বড় মাছের চারা, জিওল মাছের চারা, চুন ইত্যাদি দিয়ে ওই জেলাগুলির মৎস্য চাষীদের জীবিকার মানোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।
- **পাহাড়ি ঝোড়ায় মাছ চাষ -** রাজ্যের উত্তরের পাহাড়ী জেলা গুলিতে ঝোড়ায় শীতল জলের প্রজাতির মাছ চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পে ইউনিট প্রতি প্রকল্প সহায়তা ৮৩৩৫ টাকা।
- **নোনা জলে গৃহীত প্রকল্প -** রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বাগদা চিংড়ির একক চাষ (বিঘা প্রতি সরকার কর্তৃক প্রদেয় প্রকল্প সহায়তা ৪০২০০ টাকা), পার্শে, ভাঙ্গর সাথে বাগদা-চিংড়ির মিশ্রর চাষ (বিঘা প্রতি প্রকল্প সহায়তা ৩৩২০০ টাকা), ভেনামী চিংড়ি (বিঘা প্রতি প্রকল্প সহায়তা ৩৫৭৫০ টাকা) ও কাঁকড়া চাষের প্রকল্প (৫ কাঠা প্রতি প্রকল্প সহায়তা

৪৩৫০০ টাকা) গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের উৎসাহিত করা হয়।

- **সামুদ্রিক ট্রলারে সুরক্ষা সহায়তা প্রদান -** যে সমস্ত ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় সেই সমস্ত ট্রলারে সুরক্ষা সহায়তা প্রদানের জন্য ডিস্ট্রেস অ্যালার্ট ট্রান্সমিটার (ড্যাট) প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে আপদকালীন পরিস্থিতিতে বিপদ সংকেত প্রেরণ করা হয়।

- **সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নৌকার নিবন্ধীকরণ -** সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নৌকার নিবন্ধী করণের জন্য ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, নৌকার ছবি এবং আবেদনকারীর ছবি সহ সুনির্দিষ্ট ফর্মে সহ-মৎস্য অধিকর্তা কন্টাই ও ডায়মণ্ড হারবার-এর নিকট দরখাস্ত করতে হবে।

- **পরিকাঠামো উন্নয়ন -** মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন যথা মাছ ধরার পূর্ব এবং পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুলির মধ্যে সুসংহত সমন্বয় সাধন, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মৎস্য সংরক্ষণ (হিমঘর ও বরফকলের নির্মাণ), মৎস্যখুঁটি ও ফিস্ ল্যান্ডিং সেন্টারের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য বিধি বজায় পূর্বক বাজারিকরণ (মৎস্য বাজার নির্মাণ), সংযোগকর্মী রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি দপ্তর থেকে করা হয়।

- **প্রশিক্ষণ -** এছাড়াও মৎস্যচাষে স্বয়ম্ভর হবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের প্রসারের লক্ষ্যে মৎস্যচাষীদের বিভিন্ন বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণের খরচ সরকার কর্তৃক বহন করা হয়।

- **জয় বাংলা মৎস্যজীবী বার্ধক্য ভাতা প্রদান প্রকল্প -** এই প্রকল্পে ৬০ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক এবং অশক্ত মৎস্যজীবীদের প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতি মাসে রাজ্য জুড়ে ২০ হাজার মৎস্যজীবীকে এই ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

- **মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড -** স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য চাষে উৎসাহী হন তাহলে রাজ্য মৎস্য দপ্তর আপনার

জন্য মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। মৎস্যচাষের সাথে যুক্ত সকল ক্ষুদ্র/প্রান্তিক মৎস্যচাষী এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠী (SHG), দায়বদ্ধ যৌথদল (JLG), মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী (FPG), মৎস্য ফার্মারপ্রডিউসার অরগানাইজেশন (FFPO) মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড পেতে পারে।উপভোক্তাদের যে-কোনওরকম মৎস্যচাষ সম্পর্কিত ক্রিয়া-কলপের সাথে ব্যক্তিগত বা ইজারা পদ্ধতিতে যুক্ত থাকতে হবে।

এই প্রকল্পে একটি অভিনব ব্যাপার হল যে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রকল্প খরচের ক্ষেত্রে কোন আনুষাঙ্গিক জামিন অর্থ (collateral security) লাগে না। ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদে ঋণ দেওয়া হয়। সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়তি সুদ ছাড়ের সুবিধাও আছে। ক্রেডিট কার্ড পাবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে ও আরও বিশদ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকেই পাওয়া যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে। ক্যাম্পে উপস্থিত আধিকারিক আবেদনপত্রগুলিকে যাচাই করে গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্তিস্বীকারের নথি দেবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র - আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি দুই কপি ,আধার কার্ডের জেরক্স – স্বপ্রত্যায়িত, ভোটার কার্ডের জেরক্স –স্বপ্রত্যায়িত,মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র জেরক্স (যদি থাকে) –স্বপ্রত্যায়িত, বাসস্থানের ঠিকানার প্রমাণপত্র –

স্বপ্রত্যায়িত, জলাশয়-এর তফসিলের ফটোকপি – স্বপ্রত্যায়িত, মালিকানা সংক্রান্তনথি (প্রধানের শংসাপত্র),জলাশয়ের লীজ সংক্রান্ত লিখিত নথি অথবা মৌখিক নথি বা পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান / পৌরসভা / পৌরনিগমের জনপ্রতিনিধি এবং এফ.ই.ও দ্বারা প্রত্যয়িত।

এছাড়া সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা মৎস্যজীবীরা পেতে পারেন—

- **মৎস্যজীবীদের আবাস প্রকল্প -** মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে দপ্তরের পক্ষ থেকে তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতি ও সাধারণ মৎস্যজীবীদের আবাস গঠনের জন্য নির্দিষ্ট উপভোক্তাদের আবাস প্রতি ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।
- **জাল ও হাঁড়ি বিতরণ -** মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাল ও হাঁড়ি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার উপভোক্তাদের জন্য এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা ২০৯২ টাকা। বাকি জেলার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা উপভোক্তা পিছু ৩১৬২ টাকা। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে এই সহায়তার পরিমাণ ৫৬১০০ টাকা। সামুদ্রিক বা খুঁটি মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পে সহায়তার পরিমাণ ২৬৫২০ টাকা।
- **স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ বিক্রির জন্য মৎস্য বিক্রেতাদের সহায়তা প্রদান -** মাছ বিক্রির জন্য মৎস্য বিক্রেতাদের সাইকেল, তাপ নিরোধক বাক্স এবং ওজন যন্ত্র প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রকল্প চালু আছে। সাইকেল ও তাপ নিরোধক বাক্স প্রদান প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়তা ১০৫০০ টাকা এবং তাপ নিরোধক বাক্স ও ওজন যন্ত্র প্রদান প্রকল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা ৫১০০ টাকা।
- **হ্যাচারী স্বীকৃতিকরণ -** মাছের ডিম পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি ও ডিম পোনার গুণগত মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের হ্যাচারী স্বীকৃতি প্রদান দপ্তর করে থাকে।
- **বিপর্যয় মোকাবিলা -** বিপর্যয়ের সময় সাধারণ প্রশাসনের সহায়তায় দপ্তর মৎস্যজীবীদের উদ্ধার কার্য্যে সহায়তা করে থাকে। বিপর্যয় পরবর্তী পর্যায়ে জলাশয় পরিশোধনের জন্য চুন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের দেওয়া হয় নৌকা, জাল ও হাঁড়ি।

> ☞ *দুয়ারে সরকার শিবিরের পরেও সারা বছর মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণের জন্য ব্লক স্তরে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত জমা করা যাবে।*
>
> ☞ *প্রকল্প বিষয়ক আরো বিশদ বিবরণের জন্য ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তার অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।*

প্রাণীপালন বিকাশ দপ্তরের সহায়তা

প্রশ্নঃ প্রাণীপালন বিকাশ দপ্তরের সহায়তা কী কী ?

উত্তরঃ প্রাণীপালন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়নের স্বার্থে এই দপ্তর গঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকার এই দপ্তরটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন - দুগ্ধ ও মৎস্য উৎপাদন, পশুপালন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানানরকম প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কার্যভারের সার সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বর্তমান নীতি - ▪ বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখির মানোন্নয়ন করা,

▪ পশু চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারিত করা,

- প্রতিষেধক তৈরি করা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করা,
- সবুজ শুকনো ও দানা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা,
- প্রাণী পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা,
- প্রাণী পালনে পরিষেবা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও সমবায় তৈরি করা,
- বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রণয়ন,
- পশু ও প্রাণীজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ, বিপনন ও বাণিজ্যিক মূল্য উন্নয়ন করা,
- প্রাণীপালনে সকলকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আগ্রহী করে তোলা ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা,
- বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দ্বারা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা।

- **জাতীয় প্রাণী সম্পদ মিশন**

  জাতীয় প্রাণী সম্পদ মিশনের অধীনে সুবিধা পাওয়ার জন্য উপভোক্তাদের নিম্নলিখিত প্রাথমিক মানদন্ড থাকা আবশ্যিক -- আবেদনকৃত প্রকল্পের জন্য উদ্যোক্তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ থাকতে হবে অথবা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে অথবা উক্ত প্রকল্পটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে।

  আবেদনকৃত প্রকল্পের জন্য উদ্যোক্তাকে কোনও একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোনের অনুমোদন পেতে হবে। অথবা যদি উদ্যোক্তা নিজ খরচে প্রকল্পটি করেন তাহলে তার যে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই ব্যাঙ্ক থেকে উক্ত প্রকল্পটির বৈধতার মূল্যায়নসহ ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি পেতে হবে।

  উদ্যোক্তার নিজস্ব জমি বা নথিভুক্ত লিজ জমি থাকতে হবে যেখানে উক্ত প্রকল্পটি স্থাপিত হবে। উদ্যোক্তার কাছে নিয়ম অনুসারে প্রাসঙ্গিক সমস্ত নথি এবং কে. ওয়াই. সি এর জন্য নথি থাকতে হবে। প্রকল্পের বিষদ বিবরণ এবং আবেদনের জন্য UDYAMI MITRA PORTAL (https://portal.udyamimitra.in) ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্নঃ প্রাণীসম্পদ দপ্তরের কোন কোন কাজগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়তা করতে পারেন ?

উত্তরঃ প্রাণীসম্পদ দপ্তরের যে যে কাজগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়তা করতে পারেন:

- **এল. আই. টি মুরগির জন্য প্রকল্প -** প্রকল্পের মোট মূলধনের উপর এককালীন সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) ভর্তুকি পাওয়া যেতে পারে।
- **ভেড়া ও ছাগলের প্রজাতিগতমান উন্নয়নের জন্য প্রকল্প -** প্রকল্পের মোট মূলধনের উপর এককালীন সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা) ভর্তুকি পাওয়া যেতে পারে।

শূকর প্রকল্প		ভর্তুকি (সর্বোচ্চ) টাকা (লাখ)
স্ত্রী	পুরুষ	
৫০	৫	১৫
১০০	১০	৩০

- **পশুখাদ্যের বীজ তৈরি করার জন্য প্রকল্প -** প্রকল্পের মোট মূলধনের উপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ভর্তুকি পাওয়া যেতে পারে।
- **শূকরের প্রজাতিগতমান উন্নয়নের জন্য প্রকল্প -** প্রকল্পের মোট মূলধনের উপর এককালীন সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা) ভর্তুকি পাওয়া যেতে পারে।

কারা আবেদন করবেন - ব্যক্তি বিশেষ/স্বনির্ভর দল/ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি / ফার্মার্স কো-অপারেটিভ / জয়েন্ট লায়াবিলিটিজ গ্রুপ এবং সেকশন ৮ কোম্পানী।

- **প্রাণীপালকদের জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ড (KCC - Animal Husbandry)**

প্রাণীপালনে পালন খরচের যোগান নিশ্চিত করতে কিষান ক্রেডিট কার্ড পরিষেবার মাধ্যমে প্রাণীপালকদের স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয়।

কারা আবেদন করবেন: নিজস্ব জমি/ ভাড়া বা লিজ নেওয়া জমি আছে এমন ব্যক্তি, সেলফ হেল্প গ্রুপ।

কী কী সুবিধা পাবেন: স্বল্পসুদে (বর্তমানে ৭% বার্ষিক হারে) সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুযোগ, যার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ঋণে কোনও কো-ল্যাটারাল সিকিউরিটির প্রয়োজন নেই। সময়ে পরিশোধ করলে ৩% সুদের সমপরিমান টাকা ফেরৎযোগ্য। কৃষিক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকার কেসিসি-ঋণ গ্রহণকারী কৃষক প্রাণীপালনের জন্য আরও ১

লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকা কেসিসি-ঋণ পেতে পারেন।

কী কী নথি প্রয়োজন: পরিচয় সংক্রান্ত প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর আধার কার্ড/ভোটার কার্ড/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/প্যান কার্ড/সরকারি কর্তৃপক্ষের দেওয়া পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যয়িত কপি, বাসস্থান সংক্রান্ত প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর আধার কার্ড/ভোটার কার্ড/ পাসপোর্ট-এর কপি/ টেলিফোন অথবা ইলেকট্রিকের সাম্প্রতিক বিল/ সম্পত্তি করের রসিদের কপি (বিল বা রসিদ দু-মাসের বেশি পুরনো নয়)/ স্থানীয় পঞ্চায়েত, পৌরসভা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের দেওয়া শংসাপত্র, জমির নথি (যদি প্রয়োজন হয়), সম্প্রতি তোলা আবেদনকারীর ২ কপি ছবি (৬ মাসের বেশি পুরনো নয়)। ***বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন:*** *ব্লক প্রাণী-সম্পদ বিকাশ আধিকারিকের দপ্তর অথবা দুয়ারে সরকার ক্যাম্প।*

- **বাণিজ্যিকভাবে একদিন বয়সী ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্রয়লার ব্রিডার খামার স্থাপনের জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম ২০২৩ - বেসরকারি উদ্যোগী ও সমবায়ের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান প্রকল্প।**

☞ মূলধন অনুদান:- প্রতি ১০,০০০ ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির খামারের জন্য ৮ লক্ষ টাকা, সর্বোচ্চ ৮০ লক্ষ টাকা। একবারে বা দুই ধাপে পাওয়া যায় (সর্বনিম্ন ২০% অথবা ৮০%-এর অধিক প্রজননক্ষম ব্রয়লার ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে)।

☞ মেয়াদী ঋণের সুদ ভর্তুকি:-ক্ষুদ্র ও ছোট খামারের জন্য সুদের ভর্তুকি হবে মেয়াদী ঋণের মোট সুদের ৪০% এবং মাঝারি খামারের জন্য ২৫%; যা ৫ বছরের জন্য পাওয়া যাবে।

☞ বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভর্তুকি:-ক্ষুদ্র ও ছোট খামারের জন্য–১.৫০ টাকা/ইউনিট, সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা; মাঝারি খামারের জন্য ১ টাকা/ইউনিট সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা। ৫ বছরের জন্য পাওয়া যাবে।

☞ বিদ্যুৎ মাশুল/শুল্কের ওপর ভর্তুকি:- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি খামারের জন্য বিদ্যুৎ শুল্কের ৭৫%, সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা; যা পাওয়া যাবে ৫ বছরের জন্য।

☞ স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন খরচ ভর্তুকি:-স্ট্যাম্প ডিউটি এবং জমির রেজিস্ট্রেশনের জন্য খরচ করা খরচের ৫০%, যদি জমিটি রাজ্যে কেনা হয় এবং ব্রয়লার ব্রিডার খামারের অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য নিবন্ধিত হয়। সকল ক্ষেত্রেই উল্লিখিত অনুদান/ভর্তুকি পাওয়া যাবে খামারে একদিন বয়সী ব্রয়লারবাচ্চা তৈরির উপযোগী প্রজননক্ষম ব্রয়লার ডিম উৎপাদন শুরু হওয়ার পরে।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি খামারের বৈশিষ্ট	সকল ক্ষেত্রেই

✓ ক্ষুদ্র খামার : ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ সংখ্যক ব্রয়লার ব্রিডার মুরগীর খামার ✓ ছোট খামার : ২০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ সংখ্যক ব্রয়লার ব্রিডার মুরগীর খামার ✓ মাঝারি খামার : ১,০০,০০০ –এর বেশি সংখ্যক ব্রয়লার ব্রিডার মুরগীর খামার	খামারের সঙ্গে সমন্বিত হ্যাচারি থাকা আবশ্যিক

উল্লিখিত অনুদান/ভর্তুকি সমূহ পাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাদি প্রযোজ্য হবে-

1) ব্রয়লার প্রজনন খামারগুলি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা আনুমোদিত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ০১.০৯.২০২৩ থেকে ৩১.০৮.২০২৫–এর মধ্যে তৈরি করতে হবে এবং সরকারি অনুদান/ভর্তুকির জন্য আবেদনের শেষ তারিখ হবে ৩১.০৩.২০২৬ ।

2) প্রকল্প তৈরির সময় মূলধনের উৎস অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং প্রকল্পের জন্য ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থাটি RBI বা ভারত সরকার দ্বারা স্বীকৃত ঋণদায়ী সংস্থা হওয়া বাধ্যতামূলক [পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত বর্তমান আদেশনামাটি (Order) যে কোনও সময় প্রয়োজনে পরিবর্তন সাপেক্ষ এবং তা পরবর্তীকালে প্রকাশিত আদেশনামা অনুযায়ী বিবেচিত হবে] ।

বিশদে জানার জন্য নিকটবর্তী সরকারি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, বি. এল. ডি. ও অফিস, জেলার প্রাণী সম্পদ বিকাশ আধিকারিকের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

এই অধ্যায়ে কৃষি, মৎস্যচাষ ও প্রাণীপালনে সরকারি কর্মসূচির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির আলোচনা করা হল । এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত উপযুক্ত ভূমিকা নেবেন । তাছাড়া আয় বাড়ানো এবং সুস্থায়ীরূপে জীবিকার সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য মাঠের চাষে, প্রাণীপালন এবং মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলিকে সুঅভ্যাস পালনের জন্য পঞ্চায়েত থেকে সচেতন করার উদ্যোগ নেবেন । যেমন—

- *মাটির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নশীল হওয়া ।*
- *অপরিমিত রাসায়নিক সার, বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা ।*
- *বীজ শোধন, বীজ বাছাইয়ের ওপর নজর দেওয়া ।*
- *জলের অপচয় বন্ধ করা, জলের যথাযথ ব্যবহার করা ।*
- *প্রাণী বাসস্থানের গুণগত মান বাড়ানো ।*
- *প্রাণী স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়া এবং ক্যাম্পের বিষয়ে পঞ্চায়েত ও আধিকারিকদের সহায়তা করা ।*
- *মৎস্যচাষে পুকুরের যত্ন নেওয়া এবং মাছ ছাড়া এবং খাবার দেওয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করা ।*

এসব কাজে সজাগ, সতর্ক করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করবেন ।

প্রশ্নঃ গ্রাম পঞ্চায়েত কি নতুনভাবে কাজ করার কথা ভাবতে পারেন ?

উত্তরঃ গ্রাম পঞ্চায়েত নতুনভাবে কাজ করার কথা ভাবতে পারে । যেমন - প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংঘ সমবায় সমিতি কাজ করছেন, তাদের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জীবিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা দরকার, আনন্দধারার অধীনে CRP-দের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক কাজে প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । CRP-দের অভিজ্ঞতা অন্য গ্রামেও কাজে লাগানো যেতে পারে । স্কুলের ছোটো ছেলেমেয়েদেরও এসব কাজে উদ্যোগী করে তোলা যায় । পড়াশুনার সাথে সাথে সুসমন্বিত চাষব্যবস্থার পাঠ দিলে তাদের আগ্রহ বাড়বে, ভবিষ্যতে তাদের মাধ্যমে চাষব্যবস্থায় আধুনিকতা যুক্ত হবে ।

GPDP-র অংশ হিসাবে স্থানীয়ভাবে ফসল পরিকল্পনা করা, কৃষি, প্রাণীপালন উপসমিতির সঞ্চালক ও সদস্যরা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা নেবেন, এতে স্থানীয়ভাবে বহু সমস্যা নিজেরাই মেটাতে পারবেন।

- ☞ জৈব উপকরণ ব্যবহার করে কীভাবে চাষ করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং জৈব উপকরণ হিসাবে কার্যকরী এমন গাছপালা লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া।
- ☞ পুকুর খনন ও পুকুর সংস্কার করার সময় বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে কাজ করা, এ ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া।
- ☞ পশু খাদ্যের ওপর জোর দেওয়া।
- ☞ বৃক্ষরোপনের সময় জ্বালানীর কাজে লাগে এমন প্রজাতির ওপর জোর দেওয়া।
- ☞ ফল গাছের অর্থনৈতিক দিকটা মাথায় রেখে পুষ্টিমূল্যের বিচার করে ফল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যিক।

প্রশ্নঃ সমবায় সংগঠন ও পঞ্চায়েত বলতে কী বোঝায় ?

উত্তরঃ সমবায় সংগঠন ও পঞ্চায়েত - উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং তাদের সংগঠিত করা জরুরী। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমবায় গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন অনুযায়ী সমবায় গঠন করে কৃষিজীবী বা অকৃষিজীবী সদস্যরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে কাজ করেন, সংগঠনগতভাবে সিদ্ধান্ত নেন, সংগঠনের আয় বাড়িয়ে তার লভ্যাংশ ভোগ করতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনে বিভিন্ন ধরনের সমবায় গঠনের সুযোগ রয়েছে। সমবায় দপ্তরের আধিকারিক ব্লক ও জেলা স্তরে রয়েছেন। নতুন সমবায় গঠন ও মৃতপ্রায় সমবায়গুলিকে পুনর্জীবিত করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব।

সমবায় হল একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগনের জন্যে তাদের একই ইচ্ছা এবং মানসিকতা নিয়ে তৈরি একটি স্বশাসিত লাভজনক সংগঠন। সংগঠনটির মালিক তারা, পরিচালনার দায়িত্বেও তারা, সুবিধাভোগীও তারা। মূল উদ্দেশ্য সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে একত্রিত করে তাদের উপার্জনকে সুনিশ্চিত করে নিজস্ব একটি সুস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপন করা। যেটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০৮১১টি সমবায় সমিতি রয়েছে। যার মধ্যে কৃষি সমবায় সমিতি ৫৮০৭টি। এছাড়াও আছে, ঋণ দান সমবায়, গ্রাহক সমবায়, মৎস্যজীবীদের সমবায়, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায়, উপজাতি উন্নয়ন সমবায়, ব্যবসায়ী সমবায়, আবাসন সমবায়, পরিষেবা প্রদান সমবায় ইত্যাদি। সমবায়গুলি মূলতঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এদের কাজকর্ম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হলে তবেই এদের পক্ষে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া সম্ভব। সমবায়গুলির কাজকর্মে ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, উপকরণ বাজারের সম্প্রসারণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ যত বাড়বে এদের আর্থিক উন্নতিও তত বাড়বে।

প্রশ্নঃ সমবায়ের মূল বৈশিষ্ট্য কী ?

উত্তরঃ সমবায়ের মূল বৈশিষ্ট্য হল -

- সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক উদ্যোগ তৈরি করা। প্রয়োজনে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া, প্রশিক্ষণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করা।
- নিজেদের সম্পদকে সংগঠিত করে নিজস্ব তহবিল তৈরি করা এবং সদস্যদের সঞ্চয় কার্যক্রমে উদ্যোগী করা।
- সদস্য ও এলাকার মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের পরিষেবা প্রদান করা।

- সদস্য ও এলাকার মানুষকে স্বনির্ভর হতে উদ্যোগী করে তোলা।
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে সদস্য ও এলাকার মানুষ গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি উপলব্ধি করে।
- সম্পদের সঠিক উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে এলাকায় অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখা।
- এলাকায় নানান সামাজিক কাজের মাধ্যমে প্রতিটি সদস্য পরিবার ও অন্যান্যদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা।

গুরুত্বপুর্ণ কিছু সমবায় সমিতি—

1) কৃষি সমবায় সমিতি

2) ঋণদান সমবায় সমিতি

3) গ্রাহক সমবায় সমিতি

4) দুগ্ধ সমবায় সমিতি

5) মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি

6) গবাদিপশু সমবায় সমিতি

7) আবাসন সমবায় সমিতি

8) পরিষেবা প্রদান সমবায় সমিতি

9) ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি

10) বহুমুখী সমবায় সমিতি

11) পাট সমবায় সমিতি

12) উপজাতি উন্নয়ন সমবায় সমিতি

13) স্বনির্ভর দল সমবায় সমিতি

14) বীমা সমবায় সমিতি

15) কর্মচারি ইউনিয়নের সমবায় সমিতি। এছাড়াও নানান কাজের ভিত্তিতে সমবায় তৈরি করা যায়।

সমবায় হল এমন একটি স্থান যেখানে মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এখানে প্রতিটা মানুষের শক্তি সমাজকে শক্তি দেয়। আর এই সম্মিলিত শক্তি প্রত্যেককে শক্তিমান করে তোলে।

প্রশ্নঃ সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী উদ্যোগ নিতে পারে ?

উত্তরঃ সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য পঞ্চায়েত নিম্নলিখিত উদ্যোগ নিতে পারে।

- সদস্যভূক্তির জন্য আলোচনা সভা করা।
- সমবায়ের মূলধনের ব্যবস্থা করা।
- সমবায়ের গুদামঘর ও নিজস্ব ভবন নির্মানের জন্য সহায়তা করা।

- সেচ ও মৃত্তিকা সংরক্ষনের জন্য সমবায় তৈরি করে তার মাধ্যমে কাজ করানো।
- বিভিন্ন গ্রামীন শিল্প বিশষতঃ যেগুলি ধুঁকছে তাদের পুনঃরুজ্জীবনের জন্য শিল্প সমবায় স্থাপন করা ও তাদের প্রশিক্ষন ও বিপননের ব্যবস্থা করা।
- খেলাপী ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে সমবায়গুলিকে সহায়তা করা।
- বিভিন্ন সমবায়গুলিতে নিরীক্ষীর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য - কো-অপারেটিভ অডিটরদের নিয়ে স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করা।

সমবায় সংগঠনগুলি আর্থিকভাবে মজবুত হলে এলাকার আর্থিক উন্নয়ন অনেক বৃদ্ধি পাবে। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা তৈরির সময় এদের কাছ থেকে মতামত চাওয়া ও পরিকল্পনায় তাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া। এলাকায় স্বনির্ভর দলের সংঘ সমবায়গুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন। সমবায় সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত একত্রে কাজ করলে পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধন করা সম্ভব হবে।

*****

STARPARD/ PRDD / 21 / Book / 2025

ECO PARK

STARPARD/ PRDD / 21 / Book / 2025